উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোববার

সৃষ্টির ঝুলিতে প্রায় ২০০টি গল্প, একশোরও বেশি উপন্যাস। মূলত বড়দের জন্য লিখলেও ছোটদের জন্য লেখাতেও ছিলেন সমান সাবলীল। কিছুদিন আগেই তাঁর ১০১তম জন্মদিবস পেরিয়ে গেল। পাঠক-মননে সমরেশ বসু আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

স্মরণে সমরেশ

▸▸ ১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

মোদির সভায় গিয়ে ট্রেনে কাটা ৩

নদিয়ার তাহেরপুরে মোদির সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিন বিজেপি কর্মী। রেললাইনের ধারে প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তাঁদের। ▸▸ ৫

১০.৭ কোটিতে বিক্রি রবির ছবি

নিলামের মঞ্চে নতুন ইতিহাস কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কবির শেষ বয়সে আঁকা ছবি 'ফ্রম অ্যাক্রস দ্য ডার্ক' (১৯৩৭) বিক্রি হল ১০.৭ কোটি টাকায়। ▸▸ ১২

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৭°	২৭°	২৫°
সর্বনিম্ন	১২°	১২°	১৩°	১২°

হত্যার আগে হেপাজতে দীপু?

নৃশংসভাবে খুন হওয়ার আগে ময়মনসিংহের হিন্দু তরুণ দীপুচন্দ্র দাস কি পুলিশ হেপাজতে ছিলেন? তসলিমা নাসরিনের শেয়ার করা একটি ভিডিও সেই প্রশ্নই তুলে দিয়েছে। ▸▸ ১১

শিলিগুড়ি ৫ পৌষ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 21 December 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 212

সাদা চোখে সাদা কথায়

পদ্মের বৈতরণি পারে নতুন মোহন-ছক

গৌতম সরকার

তৃণমূলে বড্ড অসুখ। উত্তরবঙ্গে প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত। আর কেউ নয়, খোদ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কবুল করছেন। কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত বুথ স্তরে দলের এই নড়বড়ে অবস্থার জন্যই যে গত কয়েকটি নির্বাচনে উত্তরের ৮ জেলায় তৃণমূল হোঁচট খাচ্ছে, তা মেনে নিচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়নে পিছিয়ে থাকলে কী হবে, রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের কদর হটকেকের মতো। সব দলেরই নজর তোর্ষা থেকে গঙ্গার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে।

বিজেপি প্রমাণ করেছে, উত্তরবঙ্গ পাশে থাকলে বাংলায় এগিয়ে থাকা যায়। উত্তরবঙ্গ যে পদ্ম শিবিরের দুধেল গাই। ভোটে আসন দখলের নিরিখে যেটুকু সাফল্য, তা এসেছে তো কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত ভূখণ্ডের কারণে। তৃণমূলও জানে উত্তরে এগিয়ে থাকলে, ক্ষমতার পুনর্দখলে নিশ্চয়তা বাড়বে। তবে সবপক্ষের মুখে উন্নয়নের কথা কম, দখলদারির লক্ষ্য বেশি স্পষ্ট।

তৃণমূলের খোদ সেকেন্ড-ইন কমান্ড উত্তরবঙ্গে দলের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

হাদির খুনের বিচারে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা

ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর : ওসমান হাদিকে শহিদের মর্যাদা দিলেন মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর স্মৃতি বাংলাদেশিদের বুকে থাকবে বলে আবেগ ছড়ালেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। হাদির সমর্থকরা কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। বরং হাদির খুনিদের গ্রেপ্তারের জন্য ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে ইউনূস সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন। নিহত নেতার দাফন উপলক্ষ্যে যে অভূতপূর্ব আবেগ, উত্তেজনা দেখা গেল, বাংলাদেশে আরও বড় ঝড়ের পূর্বাভাস বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নজরুলের সমাধি নিয়ে শঙ্কায় কবির পরিবার

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির ঠিক পাশে হাদিকে সমাহিত করা হয়। যে কর্মসূচিকে ঘিরে ছিল ব্যাপক জমায়েত। যেদিকে তাকানো যায় শুধু মানুষের মাথা। বারবার ওঠে 'হাদি হাদি' স্লোগান। কে নেই সেই ভিড়ে? বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস থেকে শুরু করে বিভিন্ন দল ও মতের মানুষ।

নজরুলের পাশে হাদির সমাধিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন কবির পরিবারের সদস্যরা। সেখানে বিদ্রোহী কবির সমাধি অক্ষত থাকবে কি না তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। আসানসোলের চুরুলিয়ায় কবির পরিবারের সদস্য সোনালি কাজি বলেছেন, 'ছায়ানট ভাঙচুর করা, রবীন্দ্রনাথের বই পুড়িয়ে দেওয়া বাংলাদেশি উগ্রবাদীরা হাদিকে সমাধিস্ত করলেন কবির সমাধির পাশে। এটা লজ্জার। আমরা মর্মাহত। হয়তো আগামী দিনে কবির সমাধি আর ওখানে রাখতে দেবে না ওরা।'

এদিন হাদিকে শ্রদ্ধা জানাতে গর্জন উঠলেও চরম বিশৃঙ্খলাও ঘটে। নমাজ শেষ হতেই ভিড়ের একাংশ সংসদ ভবনের দিকে দৌড়োতে শুরু করে। কয়েকহাজার লোক পুলিশ ও র‌্যাবের ব্যারিকেড ভেঙে সংসদ ভবনের কাছে পৌঁছে যায়। বিপদ আঁচ করে দ্রুত সক্রিয় হয় বাংলাদেশ সেনা। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

লাইনের পাশে পড়ে হাতির নিথর দেহ। অসমের হোজাইতে। শনিবার সকালে।

'খুনি' রাজধানী

অসমে কুয়াশার বলি সাত হাতি

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের বানারহাটের সেই বীভৎস স্মৃতি ফেরাল অসমের হোজাই। বাংলার এই প্রতিবেশী রাজ্যে শুক্রবার গভীর রাতে সাতটি হাতির মৃত্যু হয়েছে রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাকায়। প্রায় ১৫ বছর আগে ২০১০-এর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এমন বীভৎস দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট। মালগাড়ির ধাক্কায় সাত হাতির মৃত্যু হয়েছিল সেসময়।

অসমে লামডিং রেল ডিভিশনের যমুনামুখ ও কামপুর স্টেশনের মাঝে একইরকম দুর্ঘটনা ঘটে শুক্রবার রাত ২.১৭ নাগাদ। ঘন কুয়াশার মধ্যে সেসময় একপাল হাতি রেললাইন পার হচ্ছিল। সাইরাং-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস সজোরে ওই হাতির পালকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাত এত তীব্র ছিল যে, ঘটনাস্থলে তিনটি পূর্ণবয়স্ক হাতি এবং চারটি হস্তীশাবকের মৃত্যু হয়।

ট্রেনটির ইঞ্জিন এবং পাঁচটি কোচও সঙ্গে সঙ্গে লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে ট্রেনের কোনও যাত্রী বা কর্মী হতাহত হয়েছেন বলে খবর নেই। ওই পালে প্রায় ১০০টি হাতি ছিল। রেললাইনের ওপর পালটিকে দেখে ট্রেনের লোকোপাইলট জরুরি ব্রেক কষেন বটে, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলটি চিহ্নিত এলিফ্যান্ট করিডর বা হাতি চলাচলের পথ নয়। লোকোপাইলটের তৎপরতায় আরও বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে রেলের দাবি। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

বাংলা জয়ে আকুতি মোদির একবার...

আমি বাংলার জনগণের কাছে আবেদন করছি, বিজেপিকে একবার সুযোগ দিন, যাতে একটি ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠন করা যায়, যা দ্বিগুণ গতিতে রাজ্যের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করবে।

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : বাংলায় মহাজঙ্গলরাজ ও তৃণমূলের কাটমানি-দুর্নীতি ইত্যাদি ছিল শনিবার নরেন্দ্র মোদির ভাষণের মূল বিষয়। কিন্তু মতুয়াগড়ের সভায় মতুয়া প্রসঙ্গ না থাকায় যে সমালোচনার ঝড় ওঠে, তা সামলাতে দিনের শেষে নামতে হয় তাঁকেই। শনিবার সন্ধ্যায় মতুয়াদের পাশে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকার আছে বোঝাতে এক্স হ্যান্ডেলে বাংলায় একের পর এক টুইটে মরিয়া চেষ্টা করেন।

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির দামামা বাজিয়ে দিতে প্রধানমন্ত্রীর সভা নির্দিষ্ট ছিল নদিয়ার তাহেরপুরে। কিন্তু ঘন কুয়াশায় হেলিকপ্টার নামতে না পারায় সেই কর্মসূচি ভেস্তে যায়। পরে দমদম বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল ভাষণে তিনি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো ভাষণ দেন। যে বক্তৃতা উঠে আসে বিহারের পাশাপাশি ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ।

মোদির দাবি, বিহারে লালু যাদবের জঙ্গলরাজের জন্যই সেখানকার মানুষ এনডিএ-কে ক্ষমতায় এনেছে। সেই দৃষ্টান্ত দিয়ে এরাজ্যে মানুষ তৃণমূল সরকারের বদল চাইছে দাবি তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে যে মহাজঙ্গলরাজ চলছে, তা থেকে আমাদের মুক্তি চাই। তাই পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে, গ্রামে-শহরে, অলিতে-গলিতে একটাই স্লোগান, বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই।'

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃণমূলের বঞ্চনা অভিযোগের অস্ত্র ভোঁতা করতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের উন্নয়নে টাকার অভাব নেই, ইচ্ছের অভাব নেই, পরিকল্পনার অভাব নেই। কিন্তু এখানে এমন এক সরকার আছে, যারা শুধু কাট ও কমিশনে ব্যস্ত। আজও পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন সংক্রান্ত হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প আটকে রয়েছে।'

তৃণমূলের উদ্দেশে মোদি বলেন, 'বিজেপির জন্য বাংলার মানুষকে কষ্ট দেবেন না। তাঁদের অধিকার কেড়ে নেবেন না। স্বপ্ন ভেঙে দেওয়ার পাপ করবেন না।' তাঁর ভাষণে স্পষ্ট, তিনি রাজ্যের উন্নয়নে সদর্থক বার্তা দিতে চাইছেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'হৃদয়ের গভীরতা থেকে বলতে চাই, টিএমসি যদি মোদির বিরোধিতা করতে চায়, করুক। একশোবার করুক। হাজারবার করুক, বিজেপির বিরোধিতা করতে চাইলে সেটাও করুক। কিন্তু আমার বাঙালি ভাই-বোনেদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কেন আটকে রাখা হচ্ছে?'

রাজ্যের ক্ষমতায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

চিকেন নেক নিয়ে জরুরি বৈঠক জেসিসি'র

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : কাঁটাতারের ওপারের অরাজক পরিস্থিতিতে সীমান্ত ঘেরা চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন গোয়েন্দারা। বাংলাদেশে অস্থিরতার সুযোগে দুর্বল বা খোলা সীমান্ত পেরিয়ে চিকেন নেকে ঢুকে নাশকতার ছক করতে পারে জঙ্গিরা, সক্রিয় করতে পারে তাদের স্লিপার সেলের সদস্যদের। ইতিমধ্যেই সেই বার্তা পৌঁছেছে সব নিরাপত্তা এজেন্সির কাছেই। তারপরই চিকেন নেকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে শনিবার তড়িঘড়ি জরুরি বৈঠকে বসল জয়েন্ট কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (জেসিসি)। চিকেন নেকের বিশেষ নিরাপত্তার জন্য ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের নিয়ন্ত্রণে বিএসএফ, এসএসবি, সিআরপিএফ, রাজ্য পুলিশ সহ প্রায় সব আধাসামরিক বাহিনী এবং রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে জেসিসি। বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় তৈরি, তথ্য আদানপ্রদান করা এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করাই জেসিসি'র মূল উদ্দেশ্য।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

নিরাপত্তায় জোর

- চিকেন নেকের বিশেষ নিরাপত্তায় ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের নিয়ন্ত্রণে তৈরি হয়েছে জয়েন্ট কোঅর্ডিনেশন সেন্টার
- দিল্লির বার্তা পেয়ে শনিবার তড়িঘড়ি জরুরি বৈঠক শিলিগুড়ির সুকনা সেনাছাউনিতে
- বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল সীমান্তের কিছু এলাকায় বিশেষ অভিযান চালাতে পারে জেসিসি

এদিন শিলিগুড়ির সুকনা সেনাছাউনিতে বৈঠক বসেছিল। সেখানে জেসিসি'র জেনারেল কমান্ডিং অফিসার ছাড়াও সেনা, বিএসএফ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : এ সপ্তাহে কোনও ভালো সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। যার ফলে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। গবেষণায় সাফল্য আসবে। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন। বাড়িতে পুজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে অবশ্যই শামিল করুন। পথ চলতে সতর্ক থাকুন।

বৃষ : অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীদের জন্য এ সপ্তাহ উল্লেখযোগ্য হতে চলেছে। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দিত হবেন। দাম্পত্যের ঝামেলাকে বাইরের কোনও ব্যক্তির সামনে নিয়ে যাবেন না।

মিথুন : ভাইবোনদের সঙ্গে সপ্তাহের প্রথম ভাগ খুব ভালো যাবে। বহুদিনের কোনও পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে যদি আপনার নতুন কোনও পরিকল্পনা মাথায় আসে তবে তা অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কর্তাকে জানান। অত্যধিক ভোজনে সমস্যা হতে পারে।

কর্কট : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে অর্থব্যয় হলেও চিকিৎসায় সুফল পাবেন। দীর্ঘদিন পর ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে একটা স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। পথে তর্কবিতর্কে যাবেন না। এ সপ্তাহে আপনার স্বাভাবিক কথাকেও ভুল বুঝে কেউ কেউ বিরুদ্ধতায় যেতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো কাজের সুযোগ পেতে পারেন।

সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছা পূরণ হবে। এ সপ্তাহে প্রিয়জনরা আপনাকে ভুল বুঝতে পারেন। প্রেমের সংকট কেটে যাবে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি লাভ। চিকিৎসকদের বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে।

কন্যা : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। কোনও লোভনীয় সুযোগ আপনার সামনে এলেও তা গ্রহণ করবার আগে অবশ্যই অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। মনের ইচ্ছা এ সপ্তাহে পূরণ হতে পারে। অধ্যাপক ও প্রযুক্তিবিদগণ সম্মানিত হতে পারেন। বাতের রোগে ভোগান্তি।

তুলা : সামান্যতে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করতে হলে চিন্তাভাবনা জরুরি। এ সপ্তাহে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকলেও চিকিৎসায় উপকার হবে। জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার যুক্তিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন সহকর্মীরা।

বৃশ্চিক : যে কোনও কাজ নিয়ে মানসিক চাপ থাকবে। অতি আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আপনাকে সমস্যায় ফেলবে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। দূরের কোনও স্বজনের সহায়তায় ব্যবসায় এবং কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হতে পারে। বাড়ি সংস্কার করতে উদ্যোগী হওয়ার আগে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেওয়া ভালো। জ্বর ও শ্লেষ্মা ভোগাবে।

ধনু : সপ্তাহ ধরে ঠান্ডা মাথায় থাকার চেষ্টা করুন। অকারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অকারণে উদ্বেগ চলবে। অংশীদারের জন্যে ব্যবসায় সমস্যা দেখা দেবে। হৃদরোগীরা সামান্যতম সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। চোখের সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা।

মকর : সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক কিছু আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে কোনও বন্ধুর উসকানিতে ভুল বুঝতে পারেন। নতুন গাড়ি ও বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের ইচ্ছা পূরণ হবে। জীবাণু সংক্রমণে দুর্ভোগ বাড়বে।

কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ অনুমোদন পেতে পারে। কারও সঙ্গে কোনও পরিকল্পনা করে ঠকতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ অখুশি করবে। কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সারা সপ্তাহ কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। মায়ের পরামর্শে কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানার চেষ্টা করুন।

মীন : ব্যবসার কারণে সপ্তাহের শেষভাগে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে বিবাদ বৃদ্ধিতে মানসিক অশান্তি চলবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তির মুখোমুখি। অভিনয় এবং সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ অগ্রহায়ণ, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ৫ পুহ, সংবৎ ১ পৌষ সুদি, ২৯ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৯, অঃ ৪।৫২। রবিবার, প্রতিপদ দিবা ৮।২৮। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ৩।২৯। বৃদ্ধিযোগ সন্ধ্যা ৫।১৫। ববকরণ দিবা ৮।২৮ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ৩।২৯ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৮।২৮ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৩।২৯ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ৮।২৮ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ১০।১৬ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১।১৬ গতে ২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।২৮ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৫ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

লেভেল ক্রসিংয়ে ইন্টারলকিং

জলপাইগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : ট্রেন চলাচল এবং সুষ্ঠুভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল একাধিক ডিভিশনের ৬২৪টি লেভেল ক্রসিংয়ে ইন্টারলকিং-এর ব্যবস্থা করল। এই প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, ৬২৪টি ইন্টারলকিং গেটের মধ্যে ৫৮২টি গেটে ট্রেনচালকের সুবিধার জন্য স্লাইডিং বুম তৈরি করা হয়েছে। ২২০টি লেভেল ক্রসিং গেটে ত্রুটিমুক্ত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য সিস্টেম ইন্টিগ্রিটি টেস্টিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি লেভেল ক্রসিং গেটে যান্ত্রিক লিফটিং ব্যারিয়ারের বদলে ইলেক্ট্রিক লিফটিং ব্যারিয়ার স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে লেভেল ক্রসিং গেটগুলির সুরক্ষা বাড়বে এবং যানজটের সমস্যা থেকেও রেহাই মিলবে।

পৌষের ভোরে উষ্ণতার খোঁজে দুই প্রজন্ম। শনিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

নির্বিচারে পাখি হত্যা, অধরা শিকারিরা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শীতকাল এলেই ডুয়ার্সজুড়ে বিভিন্ন ধরনের পাখির দেখা মেলে। স্থানীয় পাখি ছাড়াও সেখানে পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়। শীতকালে জলাশয়গুলোর জলস্তর নেমে যাওয়ায় মাছের খোঁজে জড়ো হয় পাখিরা। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগায় শিকারিরা। তিরধনুক ও বাঁটুল ব্যবহার করে নির্বিচারে পাখি হত্যা করা হয়।

শনিবার লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চোপড়ামারি এলাকায় নেওড়া নদী সংলগ্ন জঙ্গলে পাখি শিকার করে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের তৎপরতায় প্রায় ১৫টা মৃত পাখি উদ্ধার হয়। যদিও শিকারিরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকেই আটক করা যায়নি। ঘটনার পর বন দপ্তরের আরও কড়া নজরদারির দাবি উঠেছে।

চোপড়ামারি এলাকায় মৃত পাখি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ডুয়ার্সজুড়ে বেড়ে চলেছে পাখি শিকারিদের দৌরাত্ম্য। শীতকাল এলে বহু পরিযায়ী পাখি এলাকায় আসে। শুধু পরিযায়ী পাখিই নয়, শিকারিদের কুনজরে রয়েছে স্থানীয় পাখিও। মূলত, মাংস ও বিক্রির লোভে প্রতিদিন মারা পড়ছে অসংখ্য পাখি। এমনকি রাতের অন্ধকারে জলাশয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ও জাল পেতে রাখা হয়। ভোরের আলো ফুটতেই পাখিরা জলাশয়ে নামলে সেই ফাঁদে আটকে পড়ে। তারপর সেগুলোকে বস্তাবন্দি করে নিয়ে যায় শিকারিরা।

বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, শনিবার লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চোপড়ামারি এলাকা থেকে পাঁচজনের একটা দল বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, শালিক ও ঘুঘু মিলিয়ে প্রায় ১৫-র কাছাকাছি পাখি শিকার করে নিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় বিষয়টা তাঁদের চোখে পড়ে। এরপর শিকারিদের পিছু নেন তাঁরা। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে মৃত পাখি ও পাখি মারার অস্ত্র ফেলে পালায় শিকারিরা।

পাখি শিকার রুখতে উদ্যোগী স্থানীয় বাসিন্দা রতন রায় ও সুরজ বর্মন জানান, অভিযুক্তদের ধরতে না পেরে তাঁরা হতাশ। বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তরের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। তবে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'বিগত কয়েক দশক ধরেই ডুয়ার্সজুড়ে পাখি শিকারিদের দৌরাত্ম্য রয়েছে। তবে বন দপ্তরের লাগাতার নজরদারিতে সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা হলেও সেই প্রবণতা কমেছে। তবে আজ যা ঘটেছে তা একদম অনভিপ্রেত। পাখি শিকারের বিরুদ্ধে স্থানীয়দেরও এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদেরও এই অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।'

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'পাখি শিকারের অবৈধ কারবার রুখতে এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো হবে। এই কাজ রুখতে স্থানীয়দের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিরও সহযোগিতা নেওয়া হবে।'

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, দেবগণ, ২৮/৫'-8", ফর্সা, সুন্দরী, double M.A., Convent শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য ৩২-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, চাকরিজীবী কায়স্থ/মাহিষ্য যোগ্য পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434308162. (C/119691)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ২৫, M.A. পাশ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। Ph.No. 8927046029. (C/113649)

■ ব্রহ্মঋষি গোত্র, 28/5'-3", M.A., স্কুল শিক্ষিকার জন্য সরকারি কলেজ প্রফেসর পাত্র চাই। (M) 7470194997. (C/113647)

■ কায়স্থ, 30, B.Tech. (Civil) Engineer, 5', জলপাইগুড়ি জেলা (ময়নাগুড়ি) নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8116339652, 9064971175. (S/C)

■ জটেশ্বর নিবাসী, কায়স্থ, 30+, স্নাতক, 5'-2", সুমুখশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8617325244, 9933545649. (S/C)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 25/5'-2", M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, একমাত্র কন্যা, ডাক্তার/ব্যাংক/রেল, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9641274770. (P/S)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 34/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/118771)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/118378)

■ ব্রাহ্মণ, 38/5'-2", Post Graduate, আলিপুরদুয়ারে নিজ বাড়ি, স্বামী গত হয়েছেন ও একটি সন্তান আছে, সুশ্রী, সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী (সঃ/বেসঃ)/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ করুন-9933392058 (7 P.M. - 9.30 P.M.). (C/118770)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ডিভোর্সি, সুন্দরী, 36/5'-2", 11 বছরের কন্যা আছে। সুচাকুরে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9474032007. (C/119807)

■ কায়স্থ, কর, 34/5', ফর্সা, সুশ্রী, ICSE-BCA (SRMU) হায়দ্রাবাদে কর্মরতা IT CO. পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ (IT) উত্তরবঙ্গ নিবাসী সুপাত্র কাম্য। (M) 7584991189. (C/113652)

■ পাত্রী ঘোষ, 35/5'-5", ফর্সা, সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট। অনূর্ধ্ব 40 পাত্র কাম্য। Ph. : 8638764639. (C/119823)

■ আলিপুর নিবাসী, রাজবংশী, 25/5'-5", B.A. English Honrs., B.Ed., Music Expert, ফর্সা, সুন্দরী, একমাত্র পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, 26-32 বয়সের রাজবংশী পাত্র কাম্য। 7602992987. (C/119598)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯/৫'-৬", ফর্সা, একমাত্র সন্তান, B.Tech. (ECE) ব্যাংক অফিসার, পাত্রীর জন্য সমতুল্য পাত্র চাই। (M) 8777385252, 9433791599, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (C/119700)

পাত্র চাই

■ EB কায়স্থ, M.A., 5'-4", সুশ্রী, ফর্সা, Govt. Contractual Service, কোচবিহার শহর সংলগ্ন 40/45 মধ্যে, উপযুক্ত, প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিত পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 8391821756. (C/118945)

■ দাস (বারুজীবী), 33+/5', B.A. পাশ, সুন্দরী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য 40-এর মধ্যে যোগ্য পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9332008303. (C/118947)

■ পূর্ববঙ্গীয় কর্মকার। রাজ্য সরকারি হসপিটালে কর্মরতা। এমএসসি নার্সিং পাঠরতা (T.R) সেকেন্ড ইয়ার। ফর্সা ও সুন্দরী। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংক অফিসার, সরকারি স্থায়ী পদে নিযুক্ত, পাত্র চাই। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। 9547376925, রাত ন'টার পর। (C/119809)

■ Gen., 28/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য ভদ্র পরিবারের যোগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। অতি সত্বর বিবাহে আগ্রহী। অভিভাবকরাই একমাত্র যোগাযোগ করিবেন। Mob.No. 8597635530. (C/119243)

■ কায়স্থ, 27+/5'-4", M.A., শ্যামবর্ণ, ঘরোয়া, পিতা অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মী, পাত্রীর জন্য 30-34, সরকারি/বেসরকারি সুউপায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9547042788. (C/119234)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 26/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9002586496. (C/119242)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, 31/5'-4", Ph.D., দেবারি, মাঙ্গলিক, বৃশ্চিক, ফর্সা, সুন্দরী, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। একমাত্র কন্যা। পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, রুচিশীল পরিবারের সরকারি/বেসরকারি পাত্র কাম্য। (M/W) 8167510226. (C/119716)

■ বালুরঘাট, কায়স্থ, 5'-2"/32, B.Sc.(H), B.Ed., উজ্জ্বলবর্ণ, পিতা (অবসরপ্রাপ্ত), মাতা সরকারি চাকরি করে। বালুরঘাট নিকটস্থ স্থায়ী সরকারি চাকরি পাত্র অগ্রগণ্য। ফোন নং-9064650220.

■ রাজবংশী, M.Sc., B.Ed., 26/5'-6", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য Govt. A/B Gr. চাকুরে পাত্র কাম্য। Mob : 9832596963 (সরাসরি)। (C/118952)

■ মাহিষ্য, 33/5'-2", ফর্সা, Ph.D. পাত্রীর জন্য কেঃ সঃ অফিঃ/Govt. Prof./Govt. Engr., অনূর্ধ্ব 38 পাত্র কাম্য। (M) 9531664945. (C/119826)

■ পাত্রী জলপাইগুড়ি নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩০, B.Com. গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী, প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/119714)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৩, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119714)

■ পাত্রী মোদক, 23/5'-3", B.A. পাশ, ফর্সা, সুশ্রী, শান্তস্বভাবা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। উপযুক্ত ক্ষেত্রে অসবর্ণে আপত্তি নেই। (M) 9932544933, 9531747500. (C/B)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, রাজবংশী, M.Sc. পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ স্কুল শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119714)

■ স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ৩৬+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরত। পিতা মৃত ও মাতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119714)

■ পাল, 30/5'-3", M.A., B.Ed., শ্যামবর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9614272370. (C/119815)

■ উঃ বঃ নিবাসী, M.Com., SBI অফিসার (Officer) পাত্রীর জন্য সরকারি বা PSO পাত্র কাম্য। ঘটক নহে। (M) 9477037027. (B/S)

■ কায়স্থ, সুশ্রী, ঘরোয়া, বিএ, ৩৮, দেবারিগণ, ডিভোর্সি, সচ্ছল পরিবার পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ির কর্মঠ পাত্র চাই। (M) 9434027098. (C/119250)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৬, কমিউনিটি হেলথ অফিসার। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/119714)

■ পাত্রী 25/5'-4", Convent, MCA, নামী MNC Bangalore-এ কর্মরতা, অপূর্ব সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9330848518. (C/119715)

■ সাহা (Gen.), শিলিগুড়ি, 31/5'-3", M.A. (Bng.), শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8145272732. (C/119716)

■ বয়স 38, বিধবা, নিঃসন্তান, ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 8637372440. (K)

■ Age 57, অবিবাহিতা, হাইস্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9230648121. (K)

■ 24, প্রকৃত সুন্দরী, সঃ হাসপাতালের নার্স, পিতা-মাতা সঃ কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। ফোন : 6296009923. (K)

পাত্র চাই

■ পাত্রী ধূপগুড়ি নিবাসী, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 4'-9", স্লিম, ফর্সা, ঘরোয়া, B.A.(H), D.El.Ed. পাঠরতা পাত্রীর জন্য চাকুরে পাত্র কাম্য। পিতা প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। দাদা WBCS কোচিংরত। জলপাইগুড়ি/দার্জিলিং/আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9733206862. (A/B)

■ বারুজীবী, 25 বছর/4'-9", ফর্সা, সুশ্রী, বিএ, Bng. (Hons), প্রাইভেটে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য 28-32, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 7001005434. (C/119719)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৩, M.A. পাশ, সুন্দরী ও ঘরোয়া পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/119715)

■ কায়স্থ, 22/5'-3", B.A. (Eng.), সুন্দরী, মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরোয়া, ভদ্র, ভালো পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9836935367. (C/119715)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.Com. পাশ, রবীন্দ্র সংগীতে বিশারদ। সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/119715)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, H.S. পাশ, ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, B.A. পাশ, ঘরোয়া, ফর্সা, সুশ্রী, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। মোঃ 9832052447. (A/K)

■ ফালাকাটা নিবাসী, কায়স্থ, 5'-8", M.A., B.Ed., বয়স 33, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 28, সুন্দরী, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। (M) 9749942145, 7602870571. (B/S)

■ পাত্র রুদ্র পাল, বয়স 31/5'-6", বিএ পাশ। সরকারি ব্যাংকে অস্থায়ী কর্মরত, সঙ্গে নিজস্ব কুরিয়ার ব্যবসা। সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য (শিলিগুড়ি বাদে)। (M) 9749128556. (C/119716)

■ 34/5'-6", কায়স্থ, MBA, HDFC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। মা পেনশনভোগী। সময় : ৫টা-রাত ১০টা। 8597519854. (B/S)

■ পাত্র 30, height 5'-8", IIT Bombay-তে Executive Research Officer, কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট, সুন্দরী পাত্রী চাই। Contact No. 9430813648, 9234429461. (C/119817)

■ চক্রবর্তী, ব্রাহ্মণ, 31+/5'-7', B.A. পাশ, Computer Diploma, Axis Bank-এ কর্মরত (Home Loan Manager)। পাত্রী চাই। (M) 8927813434. (S/N)

■ বারুজীবী, 33/5'-5", M.A., D.El.Ed., নিজস্ব চা-বাগান ও ব্যবসা (কাপড়ের দোকান) আছে। জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9679716006, 7384896030. (C/119646)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, কায়স্থ, ৪৯, MBA পাশ এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/119714)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৮, M.Tech. পাশ এবং নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/119714)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, ৩৬, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/119714)

■ নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স 44+, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119714)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯০-তে, CPWD-তে উচ্চপদে কর্মরত। হিন্দু বাঙালি পরিবারের সন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/119715)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ধূপগুড়ি নিবাসী, বয়স 30, উচ্চতা 5 ফুট 7", স্নাতক, নিজস্ব বাড়ি, গৃহশিক্ষক পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 26 বৎসর, স্নাতক, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7076989130, 9832318539, Time : 8 P.M.- 9 P.M. (C/119715)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, মাহিষ্য, 34/5'-7", B.Tech. (Civil), MNC-তে কর্মরত। স্বঃ/অসবর্ণ, সঃ/বেসঃ কর্মরতা পাত্রী চাই। M.No. 8918930134. (C/119816)

■ বিটেক ইঞ্জিনিয়ার, দাস, হায়দ্রাবাদে কর্মরত। পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজবংশী ব্যতীত সুশ্রী, উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। মোঃ 8145192738. (C/119715)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, MBA পাশ, গভঃ ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে কর্মরত। বয়স ৩১ বছর। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা সরকারি চাকরিজীবী। পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/119715)

■ পাল, 36+/5'-6", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, নিজস্ব ব্যবসা ও কনসালটেন্সি, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। অসবর্ণে আপত্তি নেই। (M) 9609696305. (C/118946)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, MBA পাশ, FCI-তে অফিসার পদে কর্মরত। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/119715)

■ সাহা, 33, M.Tech., রেলের ইঞ্জিনিয়ার উচ্চপদে কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ভদ্র পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9734485015. (C/119715)

■ 29/5'-9", M.Sc. (Phy.), Cent. গভঃ জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া অফিসার পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9734488968. (C/119715)

■ সোদপুর কোলঃ SC পৌনড্র, ৩৮/৫'-৫", CMERI-এ রিসার্চ স্কলার পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম ও শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব ৩৫, সুপাত্রী কাম্য। (M) 9734148532. (C/119715)

■ ব্যানার্জী, 32+, M.A. (Eng.), B.Ed., Lacturer (Private College), দাবিহীন, নেশাহীন, একমাত্র সন্তান, ন্যূনতম Graduate পাত্রী চাই। No caste bar, একচোখে সমস্যা আছে, ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগাযোগ করবেন। (M) 9832043332, জলপাইগুড়ি। (C/119249)

■ কোচবিহার নিবাসী, একমাত্র পুত্র, কায়স্থ, 38+, উচ্চতা 5'-7", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এবং auction-এর ব্যবসা ও জমিজমা রয়েছে। ছোট পরিবার, মা ও ছেলে। মা পেনশনার (Govt.), সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/118951)

■ ব্রাহ্মণ, দেবগণ, জলঃ নিবাসী, M.Tech., 35/5'-10", বেসঃ ক্ষেত্রে কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ সুপাত্রী কাম্য। 9433076685, W/9123376322 (C/119697)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি, 29/5'-8", B.Tech. Engineer, একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8250923990, 8145305632. (C/119699)

■ পাত্র 32/5'-8", জেষ্ঠ, কায়স্থ বোস, গৌতম গোত্র, MBA, Sr. Busi. Dev. Exe. ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, 50000 মাস, বিরাটি কলকাতা নিজ বাড়ি, দুই ভাই, পিতা অবঃ রেলঃ, মাতা প্রাঃ শিক্ষিকা। উপযুক্ত কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9748404766. (C/119801)

■ কায়স্থ, মালদা চাঁচল নিবাসী, 39/5'-6", MSW ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, স্বনামধন্য পাত্রী চাই। সত্বর বিবাহ। (M) 9932969622. (C/119806)

■ কোচবিহার (ব্যাঙ চাতরা রোড, রেলগেট) নিবাসী, কায়স্থ, ৪১ বর্ষীয়, ৫'-৬", স্নাতক ও ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ২৮ অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9641184022. (C/118948)

■ কায়স্থ, 43/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, কোচবিহারবাসী। সমবয়সি (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য) সুন্দরী, অবিবাহিতা, শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

■ কায়স্থ, 32/5'-6", B.Tech. পাশ, (Civil), Coaching Centre-এর Tutor, Polytechnic ও নিজস্ব ব্যবসা, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, পাত্রের জন্য 20 উর্ধ্বে, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9851146036. (C/118950)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ঘোষ, আলিম্মান গোত্র, 32/5'-6", 1Yr. কলেজ পড়াশোনা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7908795814. (C/119711)

■ পাত্র ৫৮, M.Sc., B.Ed., প্রাইভেটে কর্মরত। দায়িত্ববান, চাকরিজীবী/কর্মরতা পাত্রী চাই। (M) 8900504548. (C/113646)

■ কায়স্থ পাল, শিলিগুড়ি নিবাসী, 36/5'-7", B.Tech., Private Ltd. Company-তে চাকরিরত, নিরামিষাশী পাত্রী চাই। চাকরিরতায় আপত্তি নাই। (M) 7384326843. (C/113650)

■ সাহা, 29/5'-8", বেসরকারি সংস্থায় Engineer (M.Tech.), Electronics, NIT পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 25 ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9531669155. (C/118944)

■ পাত্র-ক্ষত্রিয়, 31/6', সুদর্শন, MBBS (Hons, Cal), MD (Medicine, PG), DM (Endocrinology, Cal), 24-29, সুশ্রী, ডাক্তার পাত্রী চাই। No Caste bar. রায়গঞ্জ শহর, উত্তর দিনাজপুর. 7001092913. (C/119652)

■ কায়স্থ, 32/5'-7", রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ম্যানেজার পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, যোগ্য চাকরিজীবী পাত্রী চাই। (M) 7478870461. (C/118772)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/119701)

বাংলাদেশের পরিস্থিতি দিন-দিন জটিল আকার ধারণ করছে। সেখানকার সংখ্যালঘু বাসিন্দারা তো বটেই, সংখ্যাগুরুদেরও অনেকে চিন্তায় রয়েছেন। চিকিৎসা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে এদেশে আসা বাংলাদেশিরা তাঁদের উদ্বেগের কথাই জানালেন।

ফুলবাড়ি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় ট্রাক। (ডানে) মহদিপুর সীমান্তের পরিস্থিতি। শনিবার। -সংবাদচিত্র

হাসিনাই ভালো...

সীমান্তে ওপার বাংলার মানুষের দীর্ঘশ্বাস

পদ্মাপারে অশান্তি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : পরনে কালো রঙের ফুলপ্যান্ট, গায়ে খয়েরি সোয়েটার আর কাঁধে ল্যাপটপ ব্যাগ। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ধুলো এড়াতে শনিবার দুপুর ২টা ২৫ মিনিট নাগাদ যখন গয়ালাল চন্দ্র ফুলবাড়ি অভিবাসনকেন্দ্রে ঢুকছিলেন, তখন তাঁর মুখে রুমাল চাপা দেওয়া। বাংলাদেশের বীরগঞ্জের একটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত এই শিক্ষক ভারতে এসেছেন চিকিৎসার জন্য। পদ্মাপারের বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলতেই তাঁর গলায় ঝরে পড়ল একরাশ আক্ষেপ আর আতঙ্ক। গয়ালালের কথায়, 'বাংলাদেশে আমরা সংখ্যালঘুরা ভালো নেই। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশছাড়া করা আমাদের সব থেকে বড় ভুল হয়েছে। ওঁর সময়েই আমরা ভালো ছিলাম।'

কেবল গয়ালাল নন, একই কথা শোনা গেল ঠাকুরগাঁও থেকে আসা প্লাস্টিক ব্যবসায়ী আশুতোষকুমার রায় থেকে শুরু করে ঢাকার রূপঙ্কর চৌধুরীর মুখে। তাঁদের মতে, হাসিনাই তাঁদের কাছে সর্বকালের সেরা প্রধানমন্ত্রী।

দুশ্চিন্তায় ওরা

- সংখ্যালঘু নির্যাতন, লুটপাটের আশঙ্কা এদেশে নানা কাজে আসা ওপার বাংলার নাগরিকরা
- বহু সাধারণ মানুষের দাবি, হাসিনাকে দেশছাড়া করা ঐতিহাসিক ভুল ছিল
- ভিসাকেন্দ্র বন্ধ হওয়ায় ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতে আসা রোগী কমে অর্ধেক
- রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে বলেও দাবি
- ওপার বাংলায় ছড়িয়ে দেওয়া ভারতবিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে দুশ্চিন্তায় বাংলাদেশিরা

> বাংলাদেশে আমরা সংখ্যালঘুরা ভালো নেই। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশছাড়া করা আমাদের সব থেকে বড় ভুল হয়েছে। ওঁর সময়েই আমরা ভালো ছিলাম।
>
> **গয়ালাল চন্দ্র** বাংলাদেশি

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ, তা ফুটে উঠছে ওপার থেকে আসা প্রতিটি মানুষের চোখেমুখে। সংখ্যালঘু তরুণকে পিটিয়ে খুন করে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা কিংবা সংবাদমাধ্যমের দপ্তরে হামলার মতো নৃশংস ঘটনাগুলো ওপার বাংলার বহু মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ছাত্র নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ এখন কার্যত রণক্ষেত্র। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী আশুতোষের বক্তব্য, 'রোজ নিশ্বাস নিচ্ছি, এতেই নিজেকে ধন্য মনে হয়। আমরা সব দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছি। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছি।'

অন্যদিকে, ঢাকায় ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওপার বাংলার বহু রোগী ও তাঁদের পরিজন চরম বিপাকে পড়েছেন। ভারতবিরোধী বিক্ষোভ আর ভিসাকেন্দ্রে আক্রমণের জেরে ভিসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শনিবার বাংলাদেশ থেকে এপারে আসা মানুষ। এর ফলে শিলিগুড়ি বা কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসা মানুষের সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। ছবিটা কেমন? শুক্রবার পর্যন্ত গড়ে ৩০ জন বাংলাদেশি চিকিৎসার জন্য ভারতে এলেও, শনিবার সেই সংখ্যাটা কমে মাত্র ১৬ জনে দাঁড়িয়েছে।

ঢাকা থেকে আসা রূপঙ্কর চৌধুরীর কথায়, 'আন্দোলনের নামে সাধারণ মানুষের বাড়িতে লুটপাটের পরিকল্পনা চলছে। বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানদের রেখে এসেছি। প্রতি মুহূর্তে তাদের খবর নিচ্ছি।' তাঁর সংযোজন, 'আগের সরকারের আমলে এতটা খারাপ পরিস্থিতি হয়নি।' চিকিৎসার জন্য এদিনই ওপার থেকে আসা মহম্মদ সুরজ একবাক্যে স্বীকার করছেন, অনেক কিছুর জন্যই তাঁদের ভারতের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাঁর বক্তব্য, 'ভারতবিদ্বেষী মনোভাব বাংলাদেশে না ছড়ানোই শ্রেয়। অন্তত শেখ হাসিনার সময়ে এটা হত না।'

এদিন ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও বোল্ডার বোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে যেতে দেখা গেলেও, মানুষের মনে অনিশ্চয়তা কাটছে না।

থমথমে মহদিপুর ও হিলি সীমান্ত

পদ্মাপারে অশান্তি

কল্লোল মজুমদার ও বিধান ঘোষ

মালদা ও হিলি, ২০ ডিসেম্বর : ঘন কুয়াশার দাপট আর কনকনে ঠান্ডায় কাবু দুই পাড়। তার মাঝেই ওপার বাংলার অস্থির পরিস্থিতিতে থমথমে সীমান্ত। একদিকে ছাত্র নেতার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় ছুটি, অন্যদিকে ওপারে জ্বলন্ত সমস্যা- সব মিলিয়ে কার্যত স্তব্ধ হওয়ার জোগাড় মালদা জেলার মহদিপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। শনিবার দুপুর থেকে কিছু পণ্যবাহী লরি যাতায়াত করলেও ব্যবসায়ীদের মনে দানা বেঁধেছে গভীর আতঙ্ক।

বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনার পর শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এমনিতেই বন্ধ ছিল। শনিবার রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে পরিস্থিতি আরও থমকে যায়। দুপুরে হিলি দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে পেঁয়াজ এবং মহদিপুর দিয়ে পাথর রপ্তানি শুরু হলেও তা ছিল অতিসামান্য। ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা উদ্বেগের সুরে বলেন, 'আগের চাইতে অনেকটাই কম লরি ভারত থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছে। আগে যেখানে এই সীমান্ত দিয়ে ৩০০ থেকে ৩৫০টি লরি যেত, এখন সেই সংখ্যাটা নেমে ২০০-তে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমদানি-রপ্তানি অনেকটাই কমে গিয়েছে।' একই সুর শোনা গেল হিলি ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক সাহার গলায়। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির জেরে ট্রাক ড্রাইভার ও খালাসিরা ওপারে যেতে ভয় পাচ্ছেন। ওপারে গিয়ে কোনও ঝামেলা তৈরি হলে ভারতীয়দের কী হবে, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে।' আবার হিলি এক্সপোর্টার্স অ্যান্ড ইমপোর্টার্স কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রাজেশকুমার আগরওয়াল বলেন, 'বাণিজ্যিক অবস্থা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। ভারতীয় হাইকমিশনে হামলা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা রপ্তানি করলেও পেমেন্ট আসা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে।'

সীমান্তে কর্মরত লরিচালকদের চোখেমুখেও ছিল আতঙ্কের ছাপ। পাথর নিয়ে ওপারে যাওয়ার পথে চালক কায়েম শেখ জানালেন, 'খুব ভয় হচ্ছে। সবসময় মোবাইলে খবর খুলে রাখছি আর পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি।' মহদিপুরের আর এক লরিচালক বদরুজ্জামানের দাবি, 'গত কয়েক মাস ধরেই ওপারে যেতে ভয় হচ্ছে। কিন্তু এই পেশার ওপর আমরা নির্ভরশীল, তাই কিছু করার নেই।'

বাণিজ্যের পাশাপাশি যাত্রী চলাচলেও বড়সড়ো প্রভাব পড়েছে। উজ্জ্বলবাবুর দাবি অনুযায়ী, প্রতিদিন যেখানে গড়ে ৩০০ মানুষ যাতায়াত করতেন, এখন সেই সংখ্যাটা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫০-৬০ জনে। চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু গিয়ে তড়িঘড়ি দেশে ফিরছিলেন আলতাব হোসেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে ভয় হচ্ছে। জানি না ফিরে গিয়ে কী দেখব।' একই আশঙ্কা শোনা গেল রাজশাহির মেহবুবা খাতুনের গলায়ও। সীমান্তে বর্তমানে বিএসএফ জওয়ানদের কঠোর নজরদারি ও হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

লরির সংখ্যা হ্রাস : মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে পণ্যবাহী লরি যাতায়াত দৈনিক ৩৫০ থেকে কমে ২০০-তে এসে ঠেকেছে।

ব্যবসায়ীদের অনিশ্চয়তা : ভারতীয় হাইকমিশনে হামলার খবরে পেমেন্ট আসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রপ্তানিকারকরা।

যাত্রী পারাপারে ভাটা : সীমান্ত দিয়ে যাত্রী পারাপারের সংখ্যা ৩০০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫০-৬০ জনে।

লরিচালকদের আতঙ্ক : ওপারে গিয়ে বিপদে পড়ার ভয়ে প্রতিনিয়ত মোবাইলের খবরের দিকে নজর রাখছেন চালকরা

সীমান্তে হাই অ্যালার্ট : বিএসএফের কড়া প্রহরার জেরে বর্তমানে লরিচালকদের লম্বা লাইন দিতে হচ্ছে না, তবে পরিস্থিতি থমথমে।

জোড়া অভিযানে ৭৯০টি কচ্ছপ উদ্ধার, ধৃত ৪

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২০ ডিসেম্বর : ফের উঠে এল কচ্ছপ পাচারচক্রের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ এবং বালুরঘাটের যোগসূত্র। জোড়া অভিযান চালিয়ে পাচারের আগেই কচ্ছপ উদ্ধার করল আরপিএফ। শুক্রবার বিকেলে ঝাড়খণ্ডের বারহারবা স্টেশন ও রাতে মালদা টাউন স্টেশনে তল্লাশি চালানো হয়। ৭৯০টি জীবিত কচ্ছপ সহ তিন মহিলা ও এক পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ ও ধৃতদের সংশ্লিষ্ট বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে আরপিএফ কর্তৃপক্ষ।

মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আরপিএফের কাছে খবর আসে ১৫৭৩৪ ভাতিন্ডা-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেসে কচ্ছপ পাচার হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আরপিএফের জওয়ানরা বারহারবা স্টেশনে ওঁত পেতে ছিলেন। স্টেশনে ট্রেন ঢুকতেই এস-ওয়ান কোচে তল্লাশি চালানো হয়। ১৮টি বস্তা থেকে মোট ৬৬২টি জীবন্ত কচ্ছপ উদ্ধার করেন আরপিএফ জওয়ানরা। গ্রেপ্তার করা হয় তিনজনকে। ধৃতদের নাম করণ পাঠারকট, মঞ্জু পাঠারকট ও কুসুম পাঠারকট। ধৃতরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর থানার পাকারি গ্রামের বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ সহ ধৃতদের সাহেবগঞ্জ বন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, ফরাক্কা স্টেশন ছাড়ার পর ১৩৪১০ কিউল-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে পাঁচটি বস্তা সহ আরেক মহিলার সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে পড়ে আরপিএফ জওয়ানদের। খবর দেওয়া হয় আরপিএফ আধিকারিকদের। রাত দশটা নাগাদ মালদা টাউন স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন পৌঁছোয়। হানা দেন আরপিএফ জওয়ানরা। তল্লাশি চালিয়ে মহিলার হেপাজতে থাকা পাঁচটি বস্তা থেকে উদ্ধার হয় ১২৮টি জীবন্ত কচ্ছপ। বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার করা হয় ওই মহিলাকে। ধৃতের নাম ঊর্মিলা। তাঁরও বাড়ি উত্তরপ্রদেশের পাকারি গ্রামে। এক্ষেত্রেও আরপিএফ কর্তৃপক্ষ উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ সহ ধৃতকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেয়। ধৃত মহিলাকে শনিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। তাঁকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে পাঠায় আদালত।

মালদা ডিভিশনের রেলওয়ে ম্যানেজার মণীশকুমার গুপ্ত বলেন, 'অপারেশন উইলিপের আওতায় জোড়া অভিযানে আরপিএফ ৭৯০টি কচ্ছপ উদ্ধার করেছে। দুটি ঘটনায় তিন মহিলা সহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ও অবৈধ কারবার রুখতে রেলমন্ত্রক তৎপর রয়েছে।'

বন দপ্তরের মালদার রেঞ্জ অফিসার সরস্বতী বিশ্বাস বলেন, 'প্রাথমিক জেরায় জানা গিয়েছে, কচ্ছপগুলি উত্তরপ্রদেশ থেকে বালুরঘাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আগেও কচ্ছপ উদ্ধারের ঘটনায় এমনই তথ্য আমাদের হাতে এসেছিল। ধৃতের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে মামলা রুজু করে আদালতে পেশ করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি ছেড়ে দেওয়া হবে।'

মালদা টাউন স্টেশনে কচ্ছপ সহ ধৃত মহিলা। শনিবার। -সংবাদচিত্র

স্থলবন্দর স্বাভাবিক, তবু আতঙ্ক

পদ্মাপারে অশান্তি

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২০ ডিসেম্বর : জ্বলছে বাংলাদেশ। পাল্লা দিয়ে পদ্মাপারে বাড়ছে ভারতবিদ্বেষী মনোভাব। যদিও শনিবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে তার প্রভাব পড়েনি। তবে অভিবাসন বিভাগ দিয়ে যাতায়াত করা বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্কের চোরাস্রোত স্পষ্ট।

ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে শুক্রবার ময়মনসিংহের এক তরুণকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে, পুড়িয়ে খুন করে উন্মত্ত জনতা। এই নিয়ে সেদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ভারত থেকে চিকিৎসা করিয়ে চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে ফিরছিল রংপুরের এক হিন্দু পরিবার। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তাঁরা। পরিবারের কর্ত্রী জানান, আজন্ম ওদেশের নাগরিক আমি। এই হিংসাত্মক বাংলাদেশকে আমি চিনি না। আশপাশে গণ্ডগোল শুরু

চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের চিত্র। শনিবার।

হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক বাংলাদেশির মন্তব্য, কোনও ধর্মই হত্যা করতে শেখায় না। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে হিংসায় মেতেছেন কিছু মানুষ। মধ্যযুগীয় বর্বরতা চলছে দেশে। মায়ের চিকিৎসা করাতে ভারতে এসেছেন বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও-এর প্রিয়াংকা মজুমদার। তিনি বললেন, 'বড় শহরের দিকে গোলমাল হচ্ছে। আমাদের ওখানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়নি। এখনও শান্তি আছে। তবে চিন্তা হয়। পরিবারের সবাই ওখানে আছেন। শিলিগুড়ি থেকে মায়ের চিকিৎসা করিয়ে দেশে ফিরতে পারলে স্বস্তি পাব।'

এদিকে, শনিবার স্থলবন্দরের ব্যবসা-বাণিজ্য মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভারত ও ভুটান থেকে যথাক্রমে ৫৪ এবং ২৮৪ পণ্যবোঝাই গাড়ি পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে

> বড় শহরের দিকে গোলমাল হচ্ছে। আমাদের ওখানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়নি। এখনও শান্তি আছে। তবে চিন্তা হয়। পরিবারের সবাই ওখানে আছেন। শিলিগুড়ি থেকে মায়ের চিকিৎসা করিয়ে দেশে ফিরতে পারলে স্বস্তি পাব।
>
> **প্রিয়াংকা মজুমদার** বাংলাদেশি

৪৩ গাড়ি পণ্য আমদানি করেছে ভারত। অন্যদিকে অভিবাসন বিভাগ জানিয়েছে, ভারত থেকে মোট ৭৮ জন বাংলাদেশে গিয়েছেন। ওপার থেকে ভারতে এসেছেন ৭০ জন। এদিকে, চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ওপারে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত দেখা যায়। ছাত্র নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশে এই পদক্ষেপ।

DESUN HOSPITAL
যারা HS পাশ করেছে তাদের
GNM নার্সিং-এ
সরাসরি ভর্তি
শেষ সুযোগ 31.12.2025
পড়ার পরে ডিসানেই নার্স
• GNM Nursing Eligibility:
Passed 10+2 with English (40% in aggregate)
Call : 90 5171 5171
www.desunnursing.in
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)
Approved by: INC • WBNC • WBUHS

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা রাসিব হক - কে 19.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95L 34650 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আজ আমি স্বাধীনভাবে স্বপ্ন দেখতে পারি এবং কোনো ভয় ছাড়াই উন্নত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এই জয় আমার পরিবারে যে আনন্দ এনেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আমার মতো একজন সাধারণ মানুষকে অসাধারণ স্বপ্ন অর্জনের সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমি গভির ভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

খুনের চেষ্টায় দোষী সাব্যস্ত ২

মালদা, ২০ ডিসেম্বর : পূর্ববর্তী আক্রোশ থেকে এক তরুণকে মদ খাইয়ে পিটিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করল মালদা জেলা আদালত।

সরকারপক্ষের আইনজীবী অমর বাগচী জানান, ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৪ সালের ২১ অগাস্ট। পরদিন ভাগীরথ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ইংরেজবাজার থানায় ভাই গঙ্গাধর মণ্ডলকে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে পিটিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ঘটনায় পুলিশ শ্যামল মণ্ডল ও গৌতম সাহার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়।

নয়জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে চতুর্থ দায়রা আদালতের বিচারক সন্দীপ কর্মকার দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিভিন্ন ধারার ভিত্তিতে দোষীদের সাত বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মোরাঘাটে বাড়ছে হাতির উৎপাত

সাইকেলের পিছনে তাড়া দাঁতালের

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ২০ ডিসেম্বর : সবজি ভর্তি সাইকেলের পেছনে তাড়া করল দাঁতাল। প্রাণ বাঁচাতে সাইকেল ফেলে পালালেন এক্রামুল হক নামে ওই সবজি বিক্রেতা। তবে পালাতে গিয়ে নালার জলে পড়ে হাতে আঘাত পেয়েছেন তিনি। এরপর দাঁতালটি একটি বাড়িতে ঢুকে বারান্দা ভেঙে ফেলে। ওই হাতির হামলায় দুমড়েমুচড়ে যায় একটি ছোট গাড়ির সামনের অংশ। শনিবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটেছে মোরাঘাট রেঞ্জ লাগোয়া মধ্যশালবাড়ি এলাকায়।

এদিন সকাল ৬টা নাগাদ নিজের জমির কিছু শাকসবজি সাইকেলে বেঁধে দুরামারি শিমুলঝোরা বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন বানারহাট ব্লকের মধ্যশালবাড়ি মধ্যপাড়ার কৃষক এক্রামুল। কিছুটা যেতেই হঠাৎ তাঁর পিছু নেয় একটি দাঁতাল। কুয়াশার মাঝেই সবজিবোঝাই সাইকেল চালিয়ে কিছুটা দূর গেলেও পেছনে দাঁতালটিকে ছুটতে দেখেন। বিপদ বুঝে সাইকেল ফেলে কৃষিজমির উপর দিয়ে ছুট লাগান। ছুটতে গিয়ে নালার জলে উলটে পড়লে হাতে চোট পান।

পরবর্তীতে স্থানীয় লোকেদের চিৎকারে হাতিটি তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে চলে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয়রা এক্রামুলকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেন। এক্রামুল বলেন, 'হাতিটা যেভাবে অতর্কিতে পিছু নিয়েছিল, না পালালে মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।' হাতে চোট পেলেও বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন তিনি।

মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'আজ সকালে একটি হাতি লোকালয়ে ঢুকে এক ব্যক্তিকে তাড়া করে। এরপরই একটি ছোট গাড়ির ক্ষতি করে। আহত ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। সামান্য চোট পেয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির মালিক ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করে ক্ষতিপূরণের আবেদন করেছেন।

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি।-সংবাদচিত্র

> আজ সকালে একটি হাতি লোকালয়ে ঢুকে এক ব্যক্তিকে তাড়া করে। এরপরই একটি ছোট গাড়ির ক্ষতি করে। আহত ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। সামান্য চোট পেয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির মালিক ক্ষতিপূরণের আবেদন করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।
>
> **চন্দন ভট্টাচার্য** *রেঞ্জ অফিসার মোরাঘাট*

নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।'

কমল রায় নামে স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'সাতসকালে দাঁতালটি আমাদের বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। বারান্দা ভেঙে ভেতরে থাকা একটি ছোট গাড়িকে দুমড়েমুচড়ে দেয়।'

বানারহাট ব্লকের মোরাঘাট জঙ্গল লাগোয়া এইসব এলাকায় হাতির তাণ্ডব যেন রোজনামচা হয়ে গিয়েছে। বন দপ্তরের নজরদারি থাকলেও উদ্বেগে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকাবাসী চাইছেন, আরও বেশি সজাগ থাকুন বনকর্মীরা, যাতে এইসব ঘটনা এড়ানো যায়।

লেপচাদের ঐতিহাসিক ডালিম দুর্গের পুরোনো চিত্র। (ডানে) আংশিক সংস্কারের পর হাল।

ডালিম ও দামসাং ফোর্টে বরাদ্দ ৯ কোটি

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২০ ডিসেম্বর : লেপচা দুর্গ ডালিম ও দামসাং ফোর্টের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে দুর্গ দুটি সংরক্ষণের প্রাথমিক কাজ শুরু করতে ন্যাশনাল হেরিটেজ কমিশনের সুপারিশ মেনে আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে। শনিবার বিষয়টি খোলসা করেছেন লেপচা কালচারাল ও ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা। রুদেন জানান, ন্যাশনাল হেরিটেজ কমিশনের সুপারিশ মেনে গরুবাথানের অদূরে ডালিম ও দামসাং দুর্গ দুটি সংরক্ষণ ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য যথাক্রমে পাঁচ কোটি ও চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। দুর্গ দুটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করে সম্ভাব্য সংরক্ষণের কাজ শুরু করা হবে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভুটানের রাজা নামগিয়ালের আগ্রাসন থেকে লেপচাদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিব্বতের সাহায্য নিয়ে লেপচাদের গড় বলে পরিচিত ডালিম ও দামসাংয়ের পাহাড় চূড়ায় দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন লেপচা রাজা পানো গ্যাবো আচিওক। শুরুতে ভুটানি আগ্রাসন প্রতিরোধে সফল হলেও পরে বন্ধুত্বের ছলচাতুরী করে ১৬৭৬ সালে লেপচা রাজা পানো গ্যাবো আচিওকের মুণ্ডুচ্ছেদ করে চেল নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় থেকেই গরুবাথানের অদূরে ডালিম ও দামসাং দুর্গ দুটি লেপচা জনজাতির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোনটিতে কত

- গরুবাথানের অদূরে ডালিম ও দামসাং দুর্গ দুটি রয়েছে
- ডালিম দুর্গের সংরক্ষণ ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে
- দামসাং দুর্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে চার কোটি
- দুর্গ দুটি লেপচা জনজাতির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

শনিবার কালিম্পংয়ের মেলা গ্রাউন্ডে সেই প্রক্রিয়া লেপচা রাজা পানো গ্যাবো আচিওকরের ২৯৪তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে দুর্গ দুটি সংরক্ষণ নিয়ে এই মন্তব্য করেন রুদে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক সামগ্রিকভাবে লেপচা জনজাতির উন্নয়নে কালিম্পং জেলার চারকোলবস্তিতে নতুন করে রাজ্য সরকার পরিচালিত একটি একলব্য স্কুল চালু করার উদাহরণ তুলে ধরেন। আপাতত অস্থায়ীভাবে স্কুলটি চালু হলেও ইতিমধ্যেই এই স্কুল ভবন নির্মাণে রাজ্য সরকারের তরফে ৪৪ কোটি আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। যদিও কালিম্পংয়ের সদ্য নিযুক্ত জেলা শাসক কুহুক ভূষণ বলেন, 'সদ্য দায়িত্বগ্রহণ করেছি। নথিপত্র সব কিছু খতিয়ে দেখে তবেই মন্তব্য করতে পারব।' কালিম্পংয়ের মেলা গ্রাউন্ডে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেপচা জনজাতির নারী-পুরুষরা তাঁদের চিরাচরিত পোশাকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরেন।

২,৬৪০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার

কুমারগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর : অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করল দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে ডাঙ্গারহাট বাগানপাড়া এলাকায় নজরদারি চালায় পুলিশ। সেই সময় একটি চারচাকার গাড়ি দ্রুতগতিতে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ আটকানোর উদ্যোগ নেয়।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গাড়ি থেকে একজন পালিয়ে গেলেও চালক সঞ্জয় পাহানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত সঞ্জয় পাহানের বাড়ি বোল্লা পঞ্চায়েত এলাকায়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২৬৪০টি কাফ সিরাপের বোতল উদ্ধার হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা।

শনিবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পলাতক সহ অন্যদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এই রুট দিয়ে দক্ষিণবঙ্গে কাফ সিরাপ সহ অন্যান্য মাদক পাচারের প্রবণতা বহুদিনের। এদিনের ঘটনায় আরও একবার প্রমাণিত হল পাচারকারীরা তাদের রুট অপরিবর্তিত রেখেছে।

আজ টিভিতে

রক্তবীজ-টু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) দুপুর ২.০০ জি বাংলা এবং রাত ১০.০০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ কিশমিশ, দুপুর ১.৪৫ কি করে তোকে বলব, বিকেল ৪.৪৫ বলো না তুমি আমার, রাত ৮.০০ আনন্দ আশ্রম, ১১.০০ পাগলু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ বদলা, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধে ৭.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.৩০ টোটাল দাদাগিরি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ তোমায় পাবো বলে, ১০.৩০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ১.৩০ দিওয়ানা, সন্ধে ৭.০০ অগ্নিপথ, রাত ১০.০০ রক্তবীজ-টু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দেবীপক্ষ, সন্ধে ৭.৩০ দাবিদার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সজনী গো সজনী

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.২০ সাম্রাজ্য, দুপুর ১.১৪ হাউসফুল ফাইভ, বিকেল ৪.২৭ ফির হেরাফেরি, সন্ধে ৭.৫০ মিরাই (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার), রাত ১০.৫৪ হনুমান

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.৫০ ভিকি বিদ্যা কা ওহ ওয়ালা ভিডিও, বিকেল ৩.২৫ জুড়ওয়া নাম্বার ওয়ান, ৫.৩৫ এক সুনামি জ্বোয়ালামুখী, সন্ধে ৭.৫৫ বে-সকল

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ জ্যায়সি করনি ওয়সি ভরনি, বিকেল ৩.৫০ ছোটে সরকার, রাত ১০.০০ কুয়াঁরা

জি সিনেমা এইচডি : সকাল ৯.০০ নীল বট্টে সন্নাটা, দুপুর ১২.০০ স্কাই ফোর্স

বাংলার সংস্কৃতির সবথেকে বড় উদযাপনের সাক্ষী থাকুন **টেলি আকাদেমি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫,** রাত ৮.০০ **স্টার জলসা**

প্রমিথিউস বিকেল ৫.১৫ **স্টার মুভিজ**

মিরাই (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Govt. of West Bengal
Office of the
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

N.I.Q No:- 02/2025-2026 Dated :- 19.12.2025 invited by the undersigned for the work at Sadar Block, Jalpaiguri. Last date of Submission of Quotation is **29.12.2025 up to 2:00 pm.** Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২০৪৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২০৪৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

E-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE MAYNAGURI MUNICIPALITY
MAYNAGURI, JALPAIGURI

Notice for Reference :
I. NIeT No.: WBMAD/e-Tender/36/of EO/MNM/JAL/2025-26, Vide Memo-2306/MNM/2025, Date: 19.12.2025, Tender ID : 2025_MAD_977508_1
II. NIeT No.: WBMAD/e-Tender/37/of EO/MNM/JAL/2025-26, Vide Memo-2307/MNM/2025, Date: 19.12.2025, Tender ID : 2025_MAD_977530_1

1	Date of publishing NIeT Documents. (online) (Publishing Date)	20.12.2025 From 6:00 P.M. onwards.
2	Tender Document download start date and time. (online)	20.12.2025 From 6:00 P.M. onwards.
3	Start Date of Bid Submission. (Technical and Financial) (online)	22.12.2025 From 6:00 P.M. onwards.
4	Closing date and time of Bid submission (Technical and Financial) (online)	14.01.2026 Upto 6:00 P.M.
5	Date and time of opening of Technical Proposals (online).	16.01.2026 After 6:00 P.M.

Sd/- Chairman
Maynaguri Municipality

সংশোধনী নং ১

টেন্ডার নং : এন_০১_ এইচকিউ-২০২৫-২৬, কাজের নাম : এইচইউএনও সেকশনের অধীনে রঙিয়া ডিভিশনের নিউ বোঙ্গাইগাঁও - গোয়ালপাড়া টাউন - কামাখ্যা (১৭৬ আরকেএম) এবং গোলকগঞ্জ থেকে অভয়াপুরী (৮৪.৮৪ আরকেএম) সেকশনে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ৪ × ৪৮ ফাইবার ওএফসি স্থাপন।

বিস্তারিত	বিদ্যমান	পরিবর্তিত করা হয়েছে
টেন্ডার নথি অনুযায়ী, অধ্যায়-III (টেন্ডার ও চুক্তির বিশেষ শর্তাবলী), ধারা ৩৬.০ পেমেন্টের শর্তাবলী:	বিল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ: বিল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হবেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার, ডিভিশনাল অ্যাকাউন্টস। কাজের বিল প্রস্তুতকারী কর্তৃপক্ষ হবেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের সিনিয়র ডিএসটিই/আরএনওয়াই।	বিল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ: বিল পাস করার কর্তৃপক্ষ হবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডিভিশনাল অ্যাকাউন্টস। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ডিভিশনগুলিতে কাজ সম্পাদনের জন্য বিল প্রস্তুতকারী কর্তৃপক্ষ হবেন সিনিয়র ডিএসটিই/আরএনওয়াই।
টেন্ডার নথির পৃষ্ঠা নং ১ ও ৩-এ	টেন্ডার নথির পৃষ্ঠা নং ১ ও ৩-এ টেন্ডার নম্বরটি এন_১_এইচকিউ-২০২৫-২৬ হিসেবে লেখা আছে।	টেন্ডার নথির পৃষ্ঠা নং ১ ও ৩-এ টেন্ডার নম্বরটি এন_০১_এইচকিউ-২০২৫-২৬ হিসেবে পড়তে হবে।

www.ireps.gov.in -এ প্রকাশিত টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
ডেপুটি সিএসটিই/এইচকিউ কাম টেলি এন্ড ওয়ার্কস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব কোর্স। ক্লাসে ও ডাকযোগে গ্যারান্টি দিয়ে শেখাই। বিস্তারিত জানতে ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/119715)

ভর্তি

■ নতুন শিক্ষাবর্ষে চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রভর্তি চলিতেছে। আসনসংখ্যা সীমিত। Mob - 9932920941/9932966039. (D/S)

টিউশন

■ Nursery থেকে Class-VI পর্যন্ত সকল বিষয় এবং Class-VII থেকে XII পর্যন্ত বাংলা পড়ানো হয় (all medium)। ঠিকানা : মধ্যশান্তিনগর, গণেশ পূজা মোড়ের নিকট। Ph 9832416919. (C/119821)

ভাড়া

■ উত্তম অবস্থায় বলেরো, মারুতি ও টাটা কার ভাড়া ও লিজে নিতে আগ্রহী। M: 8695153793. (S/C)

■ N.J.P. মেইন রোডে অফিস শোরুম, হোটেল, দোকানের জন্য, জল, বাথ সহ ঘরভাড়া দিব। M-9474962177. (C/119480)

ভাড়া

■ 4 BHK Flat 3rd floor front Babupara Main Road. Slg. 9474032007. (C/119807)

■ শিলিগুড়ি ভারতনগর ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পাশে তিন বেডরুম (স্কোয়ার ফুট 1250) পার্কিং, লিফ্ট সহ নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া 15000 টাকা। যোগাযোগ - 9433135739, 9007008581. (C/119825)

■ কোচবিহারে তেঁতুলতলাতে ব্যবসার জন্য জায়গা ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9734761948/ 9903931921.

মিউচুয়াল ট্রান্সফার

■ Assistant Professor of Political Science seeks mutual transfer from Kolkata to Jalpaiguri/Darjeeling district. Call 8016152841. (C/119248)

■ শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে হাইস্কুল থেকে ১৫-২০ কিমি-এর মধ্যে যে কোনও হাইস্কুলে মিউচুয়াল ট্রান্সফারে আগ্রহী। বিষয়- জীবন বিজ্ঞান। যোগাযোগ - 9434412425. (C/113648)

আয়া/সেবিকা

■ সদ্য মাতৃহারা যমজ শিশুদের ২৪ ঘণ্টা দেখাশোনার জন্য পিছুটানহীন সেবিকা প্রয়োজন, থাকা খাওয়া সহ ৮০০০ টাকা। যোগাযোগ- 9832485809. (C/119241)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/119711)

■ ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ কেপি জ্যোতিষ গুরু ডঃ গৌতম আচার্য্যের কাছে তিন মাসে জ্যোতিষ শিখুন M : 9749396806. (C/119236)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়িতে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট লাগোয়া ৬ কাঠা জমি শীঘ্রই বিক্রি হবে। (খতিয়ানভুক্ত) Ph- 7908987319. (C/119718)

■ 5 katha land with building in Siliguri (Champasari) is for sale. (M) 9002053942. (C/119810)

■ বিক্রয় আধা সজ্জিত 1200 sq.ft 3 BHK ফ্ল্যাট ও পার্কিং, প্রধাননগর শিলিগুড়িতে লিফট, পার্ক, সিকিউরিটি সহ দখীন ও পূর্ব খোলা। ঋণ পাওয়া যাবে। 9434010383/9647775858. (C/119689)

■ 2.5 কাঠা জমি রাস্তার ধারে বুড়ির পাট। খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার বিক্রয় হইবে। Mob -9641503821. (C/119818)

বিক্রয়

■ মধ্য শান্তিনগর, ৩ কাঠা জমি, ১৪ ফুট রাস্তার পাশে সত্বর বিক্রয় হবে। প্রকৃত ক্রেতারা যোগাযোগ করুন, দালাল নয়। M : 9474611640/ 7908246943. (C/119690)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে '১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119822)

■ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি হাট যাওয়ার মেন রোডে ছোট ছোট প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে। 9332492359. (C/119717)

■ New 3 BHK (3 nos) flats for sale (with lift) at Pradhan Nagar, Siliguri (47 Lakhs on word) 9832071221/ 6294513955. (C/119715)

■ শিলিগুড়ি শক্তিগড় মাঠের পাশে 1.5 কাঠা জমির উপর তিনতলা বাড়ি সত্বর বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। M : 8759080171. (C/119716)

■ জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোড প্রাইম লোকেশনে নতুন 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। যোগাযোগ - 7318794323. (C/119253)

বিক্রয়

■ 3 BHK-1200 sq.ft, for Sale, Lift, Gurd, Dipti Apartment, 4A-3rd floor, Hakimpara, near Ex. Employment Office, Slg. M : 9734150837/ 6294977808. (C/119716)

LAND FOR SALE

■ Land 48 katha at Rani Nagar, Jalpaiguri (near Coca Cola Factory) at four lane, best for Resort, School, Nursing Home, Petrol Pump, Warehouse. Contact - 7602007761/8250136548.

কর্মখালি

■ Floor Engineers required for NPEC Siliguri, Steel Fabrication Co. Qualifications : B.E/ Diploma/ITI (ME), Skills : Auto Cad, Location : Siliguri. Ph - 9735213993/hr@npec.in (C/119713)

■ শিলিগুড়িতে একজন বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের জন্য ভদ্র পিছুটানহীন মহিলা সর্বক্ষণের জন্য প্রয়োজন। M - 8918756394. (C/113651)

■ শিলিগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের নিকট অ্যাকোরিয়ামের দোকানে (পেট সপের) বিশ্বস্ত ছেলে লাগবে। M - 9832092874. (C/119824)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে হোমস্টেতে কাজের লোক চাই। যোগাযোগ 9073737267, 7439893600. (C/119814)

■ Wanted B.Com Executives for Accounts job in Siliguri. (M) 9775273451. (C/118953)

■ জলপাইগুড়িতে হোটেলের জন্য কুক/হেল্পার চাই। ইন্ডিয়ান, চাইনিজ। M - 8250923190, 9434199186. (C/119251)

■ বাড়িতে সবসময় থাকার জন্য মধ্য বয়স্কা মহিলা দরকার। যোগাযোগ : 7029296274. (C/119717)

■ Salesman required for a biscuit company in Siliguri. Ph - 8170029755. (C/119812)

Vacancy

■ ST. Chistiya English Medium School (N.C.-X; C.B.S.E. curr.) দারিয়াপুর, কালিয়াচক; Malda Need Teachers :- Sub. - Eng., Sc., S.S.T., Math. B.Sc./B.A.; M.Sc. B.Ed. (TGT/PGT), Free stay for hill-residents, দার্জিলিং, মিরিক, কার্সিয়াং -এর শিক্ষক অগ্রাধিকার, Eng medium background, English Fluency must. Good Salary & career. উৎসাহী, পরিশ্রমী ব্যক্তিরা শীঘ্র Bio-Data পাঠান, Ph.- 9733212856/ 7602963655. (C/119811)

কর্মখালি

■ জলপাইগুড়ি শহরে অবসরপ্রাপ্ত বিপত্নীক অধ্যাপকের ভালো রান্না ও অন্য সব কাজের জন্য ভালো ঘরের শিক্ষিত, ভদ্র, পিছুটানহীন সক্ষম মহিলা চাই। থাকা খাওয়া পারিশ্রমিক ছাড়াও Helper থাকবে। Mob - 9064061229. (C/119247)

■ Required Marketing Executive for a Financial Service Provider for Siliguri. Call/WhatsApp - 9733914297. (C/119714)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ : মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/119715)

Wanted Teachers (Male)

■ (1) Post Graduate Trained / PGT in (i) English (ii) Computer (iii) Nepali - to teach classes 9,10,11 and 12 (I.C.S.E./I.S.C) (2) Matron to look after the Boys' Dormitory. Applicants must be fluent in English. You can apply within 15 days with attested testimonials to Principal St. Anthony's School Giddhapahar, Kurseong - 734203, Darjeeling, West Bengal. Email : anthonyschool.kur@gmail.com (C/119712)

কর্মখালি

■ মুম্বাইতে বাঙালি মিষ্টির কারখানার জন্য হেল্পার, কারিগর চাই (বেতন : 12-30K) থাকা খাওয়া ফ্রী। 8169557054. (K)

■ জলপাইগুড়ি শহরে প্রতিষ্ঠিত ট্র্যাক্টর শোরুমের জন্য প্রার্থী প্রয়োজন : ১) ক্যাশিয়ার ২) ওয়ার্কশপের সার্ভিস কনসালট্যান্ট ৩) মহিলা টেলিকলার কম্পিউটারে ও উক্ত কাজে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রয়োজন। যোগাযোগ :- 8918391909/9641967543 Email :- office.mkmotors@gmail.com (C/119254)

পুরোহিত চাই

■ শিলিগুড়ি, এসএফ রোডের নিকটে একটি মন্দিরে পুরোহিত দরকার। M : 9733262845. (C/119808)

আমুদরিয়া মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
শিলিগুড়ি অফিসে চাইছে
ভিডিও এডিটর (২জন) (ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা), ভিডিওগ্রাফার (২জন), রিপোর্টার (২জন), ১জন নিউজ অ্যাঙ্কর ও জেলাভিত্তিক সংবাদ প্রতিনিধি।
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।
২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে ফোন করুন (বেলা ১২টা থেকে ২টো'র মধ্যে) বা সিভি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান 98324-94941 এ।
ই-মেল : amudaryamedia@gmail.com

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সেবাশ্রয়

সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় ১ ডিসেম্বর থেকে ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় শুরু হয়েছে সেবাশ্রয়-২। শনিবার বজবজে সেবাশ্রয় শিবির পরিদর্শন করেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাত্মা-শ্রী

মনরেগা প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দেওয়ায় কর্মশ্রী প্রকল্প তাঁর নামে করা হবে বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হল মহাত্মা-শ্রী।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কলকাতা থেকে ওডিশা যাওয়ার পথে পশ্চিম মেদিনীপুরে মাদপুরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কলকাতার বেহালার এক বাসিন্দার। তাঁর স্ত্রী ও শিশু সন্তান মেদিনীপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাড়বে তাপমাত্রা

রবিবার থেকে কুয়াশা কমলে তাপমাত্রা একটু বাড়বে। তবে বড়দিনের সময় তাপমাত্রা আরও কমবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। কলকাতা সহ দক্ষিণে কিছুটা বাড়বে দিনের তাপমাত্রা।

দুরন্ত ঘূর্ণি... শনিবার কলকাতায়। ছবি : পিটিআই

মতুয়া-বিড়ম্বনায় আসরে মোদি

ভার্চুয়াল ভাষণের পর বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি, অসন্তোষ

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

রানাঘাট ও কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : প্রত্যাশা পূরণ হল না বঙ্গ বিজেপির। হতাশ মতুয়ারাও। তবে অধিকাংশই মোদিকে নয়, দুষলেন নিজেদের দুর্ভাগ্যকেই। দমদমে এসেও মতুয়া-গড় রানাঘাটের মাটি ছুঁতে পারলেন না নরেন্দ্র মোদি। শেষপর্যন্ত দমদম থেকে পরবর্তী গন্তব্য অসমের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে টেলিফোনে ভাষণ দিলেন তাহেরপুরের নেতাজি পার্কে সমবেত জনতার উদ্দেশে। সেই ভাষণেও জায়গা পেল না রাজ্যে এসআইআর আবহে নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকারের প্রশ্নে মতুয়াদের উৎকণ্ঠার কথা।

ভুল বার্তা যাচ্ছে বুঝেই এদিন রাতে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'মতুয়া, নমঃশূদ্রদের পাশে সর্বদাই আছে কেন্দ্র। তাঁরা তৃণমূলের দয়ায় এখানে নেই। ভারতে সম্মানের সঙ্গে থাকার অধিকার সিএএ-র মাধ্যমে তাঁদের দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যে বিজেপি সরকার হলে আমরা মতুয়া, নমঃশূদ্রদের স্বপ্ন পূরণ করব।'

প্রত্যাশিতভাবেই ভাষণে অনুপ্রবেশ ও এসআইআর নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেই বর্শাফলক এদিন মোদিসুলভ ছিল না বলেই দাবি বিজেপিরই। এসআইআরের জেরে ভোটাধিকার হারাতে বসা মতুয়া সমাজকে আশ্বস্ত করতেই রানাঘাটের অদূরে তাহেরপুরে মোদিকে দিয়ে সভা করানোর পরিকল্পনা ছিল বিজেপির। সেই লক্ষ্যে রাজ্যে এসেও সভাস্থলে পৌঁছোতে পারলেন না মোদি। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল এদিন সকালেই 'কমলা বার্তা' দিয়ে রেখেছিল। শেষপর্যন্ত ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষার পর সভা বাতিল করে দমদম বিমানবন্দর থেকেই তাহেরপুরে সমবেত জনতার উদ্দেশে টেলিফোনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন নরেন্দ্র মোদি।

ভাষণের শুরুতেই মতুয়া আবেগকে মাথায় রেখে সভা বাতিলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন প্রধানমন্ত্রী। ভাষণে মোদি বলেন, 'খারাপ আবহাওয়ার কারণে আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে পারিনি। কুয়াশার জন্য হেলিকপ্টার নামার পরিস্থিতি ছিল না, তাই টেলিফোনের মাধ্যমে আপনাদের সম্বোধন করছি।' মোদির কথায়, 'আজ আবহাওয়া কিছু সমস্যা তৈরি করেছে। কিন্তু আমি এমন রাজনীতিবিদ নই যে আবহাওয়ার সমস্যাকেও রাজনীতির রঙে রাঙাব।

এরপরই মাঠে নেমেছেন তৃণমূল নেতারা। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর বলেন, 'বিজেপি বরাবরই মতুয়া-বিরোধী। তারা মতুয়াদের বিভ্রান্ত করে ভোট লুঠ করেছে। নাগরিকত্বের জন্য এখানে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাধারণ মানুষের কাছে টাকা নিয়েছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজেই কিছু বলতে পারলেন না। ফলে প্রমাণ হল, বিজেপি মতুয়াদের ঠকিয়ে ভোট চুরি করার চেষ্টা করছে।' তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'হতে পারে, প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ বক্তৃতা দেননি। কিন্তু মতুয়াদের মধ্যে যে আতঙ্ক রয়েছে,

"মতুয়া, নমশূদ্রদের পাশে সর্বদাই আছে কেন্দ্র। তাঁরা তৃণমূলের দয়ায় এখানে নেই। ভারতে সম্মানের সঙ্গে থাকার অধিকার সিএএ-র মাধ্যমে তাঁদের দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যে বিজেপি সরকার হলে আমরা মতুয়া, নমশূদ্রদের স্বপ্ন পূরণ করব।

নরেন্দ্র মোদি

"বিজেপি বরাবরই মতুয়া-বিরোধী। তারা মতুয়াদের বিভ্রান্ত করে ভোট লুঠ করেছে। এখানে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাধারণ মানুষের কাছে টাকা নিয়েছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজেই কিছু বলতে পারলেন না। ফলে প্রমাণ হল, বিজেপি মতুয়াদের ঠকিয়ে ভোট চুরি করার চেষ্টা করছে।

মমতাবালা ঠাকুর

তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য স্পষ্ট করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা না করে তিনি প্রমাণ করে দিলেন, আসলে বিজেপি ভাঁওতা দিচ্ছে।'

সভা পরিত্যক্ত হওয়ায় বিজেপির মতুয়া নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর উদ্বেগের প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে অনুচ্চারিত থাকা নিয়ে কিছুটা ভাবলেশহীন মুখে আশ্বাসবাণী শোনালেও, মতুয়া বিধায়ক আশিস বিশ্বাস, অসীম সরকাররা খুশি হতে পারেননি। আশিস বলেন, 'এবার সেই সুযোগ হয়তো পাননি।' গাইঘাটার বিধায়ক শান্তনুর সহোদর মতুয়া নেতা সুব্রত ঠাকুর, অশোক কীর্তনিয়া, স্বপন মজুমদারদের মতো বিধায়ক নেতাদের অনুপস্থিতিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

মতুয়া ড্যামেজ কন্ট্রোলে টেলিফোন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী অবশ্য অনুপ্রবেশ ও এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূলকে নিশানা করতে ছাড়েননি। মোদি বলেন, 'তৃণমূলের আপত্তি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে নয়, তাদের কাছে অনুপ্রবেশকারীরাই প্রিয়। কিন্তু আমাদের নিজেদের মানুষ, যাঁরা নির্যাতিত, যাঁরা শরণার্থী, তৃণমূল তাদের ওপর অত্যাচার করে। সিএএ-এর মাধ্যমে আমরা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিচ্ছি, কিন্তু তৃণমূল মিথ্যা প্রচার করে তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে।'

তাহেরপুরে হেলিপ্যাড থেকে সভাস্থলে যাওয়ার রাস্তা সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় শুক্রবার রাতেই প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে মোদির ছবি দিয়ে রাস্তা সাজায় বিজেপি। অভিযোগ, সেই ছবির পাশে 'গো ব্যাক মোদি' লেখা পোস্টার সাঁটিয়ে দেয় তৃণমূল।

টেলিফোন ভাষণে তা নিয়েও তৃণমূলকে নিশানা করে মোদি বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে 'গো ব্যাক মোদি' বলা হচ্ছে, কিন্তু 'গো ব্যাক অনুপ্রবেশকারী' বলতে তারা চুপ।' তবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মোদি-শা'র এই অভিযোগ নতুন নয়।

প্রধানমন্ত্রীর সভার পথে দুর্ঘটনা

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত ৩

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : স্বচ্ছ ভারত অভিযান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন বারবার প্রচার চালাচ্ছেন, তখন নদিয়ার তাহেরপুরে তাঁর সভায় যোগ দেওয়া তিন বিজেপি কর্মী রেললাইনের ধারে প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেলেন। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন আরও দুই বিজেপি কর্মী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই 'মোদি ফানুস' সামনে আনতে চাইছে তৃণমূল। মৃতরা সকলেই মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানা এলাকার বাসিন্দা। এদিন সকালেই তাঁরা বাসে মোদির সভাস্থলে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু সেখানে কোনও শৌচালয় না থাকায় ওই পাঁচজন রেললাইনের ধারে প্রাতঃকৃত্য সারছিলেন। আর তখনই কৃষ্ণনগর-রানাঘাট শাখার একটি ট্রেন তাঁদের ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। এরপরই 'স্বচ্ছ ভারত' নিয়ে মোদিকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এক প্রতিনিধি দল মৃত তিন বিজেপি কর্মীর বাড়িতে পৌঁছোন। তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন অভিষেক।

ভাষণে দুঃখ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'যাঁদের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। এই মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে আমরা আছি।' সভার শেষে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শুভেন্দু অধিকারী শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে গিয়ে মৃতদের দেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

নদিয়ার মতুয়া অধ্যুষিত তাহেরপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বাসিন্দা গোপীনাথ দাস (৫২), মুক্তিপদ সূত্রধর (৫৬) ও রামপ্রসাদ ঘোষ (৫৫) সহ প্রায় ৪০ জন বিজেপি কর্মী। সকালে সভাস্থলে পৌঁছোলেও সেখানে কোনও শৌচালয়ের ব্যবস্থা ছিল না। তাই তাঁরা তাহেরপুর ও বাদকুল্লা স্টেশনের মাঝে রেললাইনের ধারে প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়েছিলেন। আর সেখানেই ট্রেনের ধাক্কায় ওই তিনজনের মৃত্যু হয়। জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও দুজন। স্থানীয় লোকজন জখমদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। তাঁদের অবস্থা গুরুতর।

এই ঘটনার পরেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এই ঘটনার জন্য বিজেপিকে দায়ী করে বলেন, 'মুর্শিদাবাদ থেকে লোক নিয়ে এসে তাঁদের নিরাপত্তা দিতে পারে না মোদি সরকার।' তৃণমূলের পক্ষ থেকে পোস্ট করে বলা হয়, 'মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মোদি সরকার। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করে যদি সভায় ভিড় বাড়ানো যায়, দৃশ্যপট তৈরি করা যায়, খবরে শিরোনাম দখল করা যায়, তাহলে বিজেপি এক মুহূর্ত দ্বিধা করে না। আর এই ঘটনা তো নতুন নয়। বারবার বিজেপি মানুষের জীবনের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলেছে। ওরা যেখানে যায় সেখানেই মৃত্যুমিছিল আর ধ্বংসলীলা। এই রক্তের দাগ এবার দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছোবে।

সংঘকে অনুমতি

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : রবিবার সায়েন্সসিটির প্রেক্ষাগৃহে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সেমিনারের অনুমতি কলকাতা হাইকোর্ট। ১০০ বছর পূর্তিতে আরএসএস এক দিবসীয় বক্তৃতামালা ও মতবিনিময় সভার কর্মসূচি রাখা হয়। কিন্তু পুলিশের তরফে এনওসি না মেলায় জরুরি ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। শনিবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় বিশেষ বেঞ্চ বসে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দেন, লালবাজার থেকে এদিন রাত ৯টার মধ্যে এনওসি সংগ্রহ করে ওই কর্মসূচি করা যাবে।

দলে দুর্নীতি, বিস্ফোরক ব্যাপারি

'নেতাদের ৫০টা কম্বল দিলে ৪০টাই রেখে দেন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২০ ডিসেম্বর : 'জিভে তালা নেই', তাই তিনি দলের মিটিংয়ে ব্রাত্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ এক দীর্ঘ পোস্টে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক তথা সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী।

তাঁর সরাসরি অভিযোগ, বালি ও মাটি মাফিয়াদের দাপট এবং র‍্যাশন দুর্নীতি রুখে দেওয়ার কারণেই দলের একাংশের নেতারা তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ। ভোটের মুখে খোদ শাসকদলের বিধায়কের এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘিরে হুগলি জেলা তো বটেই, রাজ্য-রাজনীতিতেও তীব্র শোরগোল পড়েছে।

বিধায়কের দাবি, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগে বলাগড়ে মাটির রাজস্ব বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা পড়ত মাত্র ২০-২৫ লক্ষ টাকা। তাঁর কড়া নজরদারিতে বর্তমানে সেই আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায়। মনোরঞ্জনবাবুর প্রশ্ন, মাঝের এই বিপুল পরিমাণ টাকা আগে কাদের পকেটে যেত? শুধু তাই নয়, সরকারি ত্রাণসামগ্রী বণ্টনেও স্থানীয় নেতাদের দুর্নীতি করার 'সুখ' তিনি কেড়ে নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, 'নেতাদের হাতে ৫০টা কম্বল দিলে ৪০টাই নিজেদের জন্য রেখে দিত। আমি নিজে ঘুরে ঘুরে গরিব মানুষের হাতে তা পৌঁছে দিয়েছি। এটাই আমার অপরাধ।'

গত কয়েক মাস ধরে দলীয় কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা না যাওয়া প্রসঙ্গে বিধায়কের সাফাই, সত্য বললে নেতারা বিড়ম্বনায় পড়বেন, তাই তাঁকে আর ডাকা হয় না। তিনি জানান, গোরু পাচার, সবুজদ্বীপের গাছ কাটা এবং জুয়ার ঠেক বন্ধ করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর ফলে যারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারাই এখন তাঁর বিরুদ্ধে একজোট।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বালি বা পাথর খাদান নিয়ে যে ধরনের অভিযোগ প্রায়শই ওঠে, দক্ষিণবঙ্গের বলাগড়েও খোদ বিধায়কের গলায় সেই একই সুর শোনা গেল।

তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাওয়া নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত নন বলে জানিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, রাজনীতি তাঁর কাছে চাকরি বা ব্যবসা নয়, জনসেবার মঞ্চ মাত্র।

নির্বাচন এগিয়ে আসার মুখে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর এই 'বিদ্রোহী' মেজাজ তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্বের অস্বস্তি বাড়াল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আশঙ্কায় হাজার বিএড পড়ুয়া

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : রাজ্যের প্রায় ৫০টি বিএড কলেজের বিরুদ্ধে (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন) এনসিটিই-র কাছে বেনামে অভিযোগ জমা পড়েছে। তাই ওই কলেজগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারে এনসিটিই। ফলে ওইসব কলেজের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। অবিলম্বে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করার জন্য এনসিটিই-র কাছে আবেদন জানিয়েছে সেলফ ইউনাইটেড কলেজ ফোরাম অ্যাসোসিয়েশন বা ইউনাইটেড ফোরাম। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয় এবং ওই অভিযোগ কারা করেছে, তা নিয়ে প্রয়োজনীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে চিঠিও দেওয়া হয়েছে এনসিটিই-কে।

ইউনাইটেড ফোরামের আহ্বায়ক মহম্মদ বসিরুদ্দিন বলেন, 'আমাদের প্রায় ৫০টি কলেজের বিরুদ্ধে বেনামে অভিযোগ জমা হয়েছে। অভিযোগকারীরা কেউ এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত নন। তাই এই কলেজগুলিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আমরা শনিবারই এনসিটিই-র মেম্বার সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়ে এই নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছি।

শতদ্রুর ২২ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় নজরে রয়েছে ক্রীড়া দপ্তরও। ঘটনার দিন অতিরিক্ত গেট পাস দেওয়া হয়েছিল। কার নির্দেশে পাসের সংখ্যা বাড়ানো হয়, তা জানতে চেয়েছে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তর ব্যাংকের ২২ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্য পুলিশের সিট। তবে এই টাকার মধ্যে টিকিট বিক্রির অর্থ আছে নাকি স্পনসরদের দেওয়া টাকা, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

শুক্রবারই সিট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ওই ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছিল। ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের অনুরোধে ৩০০ টিকিট দিতে হয়েছিল শতদ্রু দত্তকে। তার মধ্যে ক্লোজ এনক্লোজারে ৫০ জন ঢুকতে পেরেছিলেন। বাকিরা ভিআইপি আসনে ছিলেন। এছাড়াও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার ১৫০ জন কর্মী ক্লোজ এনক্লোজারে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর তার ফলে বিশৃঙ্খলা চরম মাত্রা নেয়। অরূপ বিশ্বাস যে টিকিটগুলি দিয়েছিলেন, তা তাঁর মূলত সুরুচি সংঘ ক্লাব ও তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠদের কাছে।

সিট ওই তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, গোটা ইভেন্টের জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 'গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর জন্য মেসি ভারতীয় মুদ্রায় ৮৯ কোটি টাকা নিয়েছিলেন। এছাড়াও জিএসটি সহ অন্যান্য বাবদ সবমিলিয়ে ১০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

তদন্তকারীরা শতদ্রুর কাছে জানতে পেরেছে আদানি সহ বিভিন্ন স্পনসরদের কাছ থেকে ৩০-৩৫ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। বাকি টাকা টিকিট বিক্রি করে এসেছে। আগামী সপ্তাহে ধৃত শতদ্রুকে জেরা করতে পারেন সিটের সদস্যরা। কীভাবে এত লোক ক্লোজ এনক্লোজারে ঢুকতে পারল, তা জানা এখন সিটের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শতদ্রুকে ইতিমধ্যেই জেরা করা হয়েছে। তিনি জেরায় জানিয়েছেন, মেসিকে এক ঝলক দেখার জন্য গ্যালারির টিকিটের ন্যূনতম দাম রাখা হয়েছিল প্রায় ৪৫০০ টাকা। তার আগে হোটেলে মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে ছবি তোলার জন্য ২৫ লক্ষ টাকার প্যাকেজ সাজানো হয়েছিল। কলকাতা বাদে চারটি শহর মিলিয়ে টিকিট ও ছবি তোলার বিশেষ পাস বিক্রি করে যে টাকা ওঠে তার ৩০ শতাংশ মেসিকে আনার খরচে কাজে লাগানো হয়।

এছাড়াও শতদ্রু জানিয়েছেন, পিঠে হাত দেওয়া, জড়িয়ে ধরা একেবারে পছন্দ করেননি মেসি। বিদেশ থেকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের বার বার বিষয়টি জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। প্রথমে ১৫০ জনের গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড করে দেওয়া হয়েছিল। প্রভাবশালীদের চাপে সেই পাসের সংখ্যা তিনগুণ বাড়াতে হয়। সমস্ত আর্থিক হিসেব নিয়ে তদন্তকারীরা বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছেন।

কংগ্রেসের সংবিধান পাঠ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বঙ্গ সফরের দিনই সংবিধান পাঠ করল প্রদেশ কংগ্রেস। রানি রাসমণি রোডে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, এআইসিসির ভারপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর, প্রদীপ ভট্টাচার্য সহ কংগ্রেস নেতাদের উপস্থিতিতে সংবিধান পাঠ হল। পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের দিনই সহস্র কণ্ঠে সংবিধান পাঠের বিষয়টি ঘোষণা করা হয়েছিল। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে ক্ষুদ্র করে দেখে সংবিধানকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'সংবিধানকে উপেক্ষা করার চেয়ে তা গুরুত্ব দিলে তবেই আমাদের ধর্মীয় অধিকার ও মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।' বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংবিধানকে উপেক্ষা করা হচ্ছে বলে দাবি করলেন কংগ্রেস নেতারা।

ওপারের প্রিয়জনের জন্য দুশ্চিন্তা এপারে

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠা হাহাকারের ছবিগুলি উথালপাতাল করে তুলছে কৃষ্ণা মালাকারকে। ভাই, তাঁর পরিবার থাকেন ঢাকায়। কী পরিস্থিতিতে আছেন তাঁরা? উদ্বেগভরা কণ্ঠে বললেন, 'চিকিৎসার জন্য মাঝেমধ্যেই ওঁরা এখানে আসেন। এখন যোগাযোগ করতেও ভয় লাগছে।' ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়েছে বাংলাদেশে। যার আঁচ থেকে রেহাই পায়নি সাংবাদিক, শ্রমিক, প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি ধানমন্ডি ৩২, ভারতীয় হাইকমিশন। ভাঙচুর, লুটপাট, খুনের হাত থেকে রেহাই পায়নি সাধারণ মানুষও।

গত বছরের ৫ অগাস্ট উগ্র মৌলবাদের জেরে বাংলাদেশ জুড়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, ফের যেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। সেই সংবাদ জ্বলজ্বল করছে এদেশের সংবাদমাধ্যমের শিরোনামেও। এপার বাংলার বহু পরিবারের শিকড় এখনও যে ওপার বাংলায় রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তাই দেশভাগের জেরে মানচিত্র বদলালেও সম্পর্কের ওলটপালট হয়নি। ফলে ওপার বাংলার আত্মীয়-পরিজনদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন এপার বাংলার মানুষরাও।

কারও মেয়ে, কারও দিদি, কারও মামা, আবার কারও শৈশবের বন্ধু রয়েছেন ওদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এই পরিস্থিতিতে উৎকণ্ঠা যেন কিছুতেই থামছে না। বেলেঘাটার শোভারানি দাস বললেন, 'আমার বোন ও তাঁর পরিবারের সকলে মাঝেমধ্যে আমার কাছে আসে। এবারও আসার

পদ্মাপারে বিদ্বেষ

কথা ছিল। কিন্তু কীভাবে আসবে?' মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মীরানি শীল বললেন, 'বহু বছর আগে এদেশে চলে আসি। আত্মীয়-পরিজন সব রয়েছে ওই দেশে। কথা হয়। তাঁরা এখানে চলে আসতে চাইছেন।'

ব্যবসা, চিকিৎসা, পারিবারিক অনুষ্ঠান সবেতেই রয়েছে এপার-ওপারের যাতায়াত। কিন্তু বর্তমান ইউনূস সরকারের আমলে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর উৎপীড়নের ঘটনায় নিজের মেয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে ভয় পাচ্ছেন মণিবালা শীল। তাঁর প্রশ্ন, 'দেশভাগের সময়ে চলে এসেছি। মেয়ে তাঁর পরিবার নিয়ে ওখানেই রয়েছে। এখন যা দেখছি, তাতে যোগাযোগ করলে ওঁদের ওপর যদি অত্যাচার হয়?' গোবরডাঙার মৌমিতা পোদ্দারের বিয়ে ফেব্রুয়ারিতেই। তাঁর আশঙ্কা, 'আমার মামারবাড়ি বাংলাদেশে। ওঁদের নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। ফোনে বলেছেন নিরাপদে আছেন। তবে জানি না ওঁরা বিয়েতে আসতে পারবেন কি না।'

গাইঘাটার সাগর দাসের কথায়, 'মৌলবাদীদের দাপটে আত্মীয়রা ভারতে চলে আসতে চাইছেন। ঠাঁই দিতে পারব নাকি?' আতঙ্ক নিয়েই মল্লিকপুরের সংগীতা দাস বললেন, 'গত বছর থেকে অত্যাচার দেখছি। মামাদের এখানে আসতে বলতেও ভয় লাগে। এখন যোগাযোগ করছি না ভয়ে।' ওপার বাংলার যশোরে বাড়ি ছিল পাটুলির বাসিন্দা সুজাতা সেনের। তাঁর কথায়, 'আগে যেতাম দেশের বাড়ি। এখন ভয় লাগে। ভারতীয় শুনলেই যদি আক্রমণ করে।' সুদূর সৌদি আরবে কাজ করতে গিয়েও পরিজনদের কাছে মন পড়ে আছে কালু শীলের। বললেন, 'কী জানি মা, স্ত্রী, মেয়ে কেমন আছে?' কাঁটাতারের বেড়া, পাসপোর্ট-ভিসার জটিলতা, রাষ্ট্রীয় সীমারেখা ব্যবধান তৈরি করলেও এক অদৃশ্য টান যেন এপার বাংলায় বসেই অনুভব করছেন বহু মানুষ। যার মধ্যে রয়েছে শিকড়ের উদ্বেগ ও নিঃশব্দ প্রার্থনা।

আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক যৌথ গোপন মিশনের ভুলে আজ ভারত এক ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দিন গুনছে। সেই ভুলের মাশুল আমাদের বছরের পর বছর ধরে ভুগতে হতে পারে। কী সেই মিশন? কেনই বা নন্দাদেবী পর্বতে ফেলে আসা হল এক মারণাস্ত্র? আজকের উত্তর সম্পাদকীয়র পাতায় সেই রোমহর্ষক কাহিনী

নন্দাদেবীর বুকে টাইম বম্ব?

শুভময় মুখোপাধ্যায়

হিমালয় মানেই আমাদের কাছে প্রশান্তি, ধবধবে সাদা বরফের চাদর আর এক অদ্ভুত রহস্য। কিন্তু এই শান্ত হিমালয়ের বুকেই যদি লুকিয়ে থাকে এক মারণবিষ? যদি বলা হয়, গত ৬০ বছর ধরে নন্দাদেবীর দুর্গম হিমবাহের গভীরে সুপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে এক পারমাণবিক যন্ত্র, যা আজ বা কাল, কোনও মুহূর্তে বিষিয়ে দিতে পারে গঙ্গার জল? শুনতে সিনেমার চিত্রনাট্য মনে হলেও, এটি কল্পবিজ্ঞান নয়। এটি ইতিহাসের এক নির্মম সত্য, এক হাড়হিম করা ভুলের মাশুল, যা হয়তো আজ আমাদের গুনতে হতে পারে।

১৯৬৫ সাল। ঠান্ডা যুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ার তখন তুঙ্গে। আর সেই যুদ্ধের উত্তাপ এসে পড়েছিল আমাদের হিমালয়ের চূড়োয়। আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ (CIA) এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (IB) এক যৌথ গোপন মিশনের ভুলে আজ ভারত এক ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দিন গুনছে।

মিশন 'নন্দাদেবী': এক গোপনীয়তার মোড়ক

গল্পের শুরুটা বেশ নাটকীয়। ১৯৬৪ সাল। প্রতিবেশী চিন শিনজিয়াং প্রদেশে তাদের প্রথম পারমাণবিক বোমার সফল বিস্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনায় আমেরিকার কপালে চিন্তার ভাঁজ। চিনের ওপর নজরদারি চালানো তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অস্তিত্ব রক্ষার শামিল। কিন্তু সমস্যা হল, চিনের ভূখণ্ডে ঢুকে নজরদারি চালানো প্রায় অসম্ভব।

তখনই সিআইএ-র মাথায় এক অদ্ভুত পরিকল্পনা আসে। হিমালয়ের ওপর থেকে চিনের মিসাইল টেস্টিং সাইটের ওপর নজর রাখা। পরিকল্পনামতো ঠিক করা হয়, ভারতের নন্দাদেবী শৃঙ্গে- যা ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ- বসানো হবে একটি অত্যাধুনিক সেন্সর বা ট্র্যাকিং ডিভাইস। এই যন্ত্রটি সুদূর চিনের ভূখণ্ডে হওয়া মিসাইল পরীক্ষার সিগন্যাল ধরে ফেলবে। কিন্তু বাদ সাধল বিদ্যুৎ। ওই দুর্গম উচ্চতায়, যেখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের বহু নীচে, সেখানে এই যন্ত্র চলবে কী করে? ব্যাটারিতে তো কাজ হবে না। সমাধান হিসেবে বেছে নেওয়া হল- পারমাণবিক জেনারেটর বা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্যাক। পোশাকি নাম 'SNAP-19C'। এর জ্বালানি? প্লুটোনিয়াম-২৩৮ এবং প্লুটোনিয়াম-২৩৯। নাগাসাকিতে যে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল, তার চেয়েও শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঠাসা ছিল ওই জেনারেটরে।

ঝড়, মৃত্যুভয় এবং এক ভুল সিদ্ধান্ত

সিআইএ বেছে নিল আমেরিকার সেরা পর্বতারোহীদের। সঙ্গে থাকলেন ভারতের সেরা ক্লাইম্বাররা, যার নেতৃত্বে ছিলেন কিংবদন্তি ক্যাপ্টেন এমএস কোহলি। মিশনটি ছিল এতটাই গোপনীয় যে, পর্বতারোহীদের শপথ করানো হয়েছিল- মৃত্যু হলেও মুখ খোলা যাবে না।

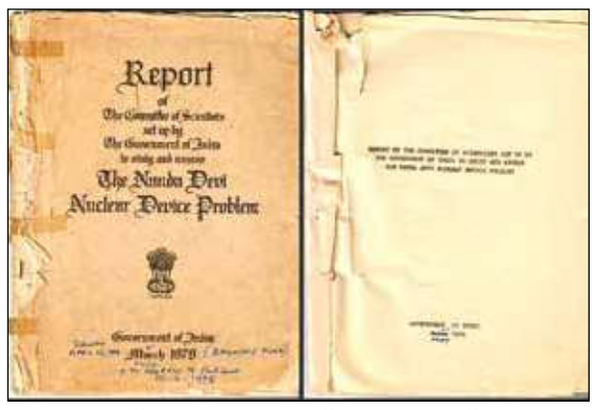

হারিয়ে যাওয়া পারমাণবিক জেনারেটরটির বিষয়ে ১৯৭৯ সালে ভারত সরকারের রিপোর্ট।

১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাস। নন্দাদেবীর গা বেয়ে ওপরে উঠছেন একদল পর্বতারোহী। পিঠে তাদের ভারী বোঝা। অ্যান্টেনা, কেবল এবং সেই অভিশপ্ত নিউক্লিয়ার জেনারেটর। জেনারেটরটির ওজন ছিল প্রায় ৫০ পাউন্ড (প্রায় ২৩ কেজি)। দেখতে অনেকটা বড়সড়ো বিচ-বলের মতো। এর ভেতরেই ছিল প্লুটোনিয়ামের ক্যাপসুল। ক্যাম্প ফোর-এ পৌঁছানোর পর হঠাৎই আবহাওয়া বিগড়ে গেল। শুরু হল ভয়ানক তুষারঝড় বা ব্লিজার্ড। চোখের সামনে তখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এক পা ভুল ফেললেই হাজার ফুটের খাদ। ক্যাপ্টেন কোহলি বুঝতে পারলেন, এখন যদি ওই ভারী যন্ত্র পিঠে নিয়ে নামতে হয়, তবে দলের সবার মৃত্যু নিশ্চিত।

ওয়াকিটকির কর্কশ শব্দে ভেসে এল নির্দেশ, 'জীবন বাঁচাতে হলে যন্ত্র ওখানেই রেখে নেমে এসো। ওটা নীচে আনার চেষ্টা কোরো না।' সেই নির্দেশই ছিল চরম ভুল। পর্বতারোহীরা প্রাণ বাঁচাতে ওই নিউক্লিয়ার জেনারেটরটি একটি বরফের খাঁজে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দ্রুত নীচে নেমে আসেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল, আবহাওয়া ঠিক হলে বা পরের বছর এসে ওটা নিয়ে যাবেন বা ওপরে ফিট করবেন।

কিন্তু হিমালয় যে তার নিজের নিয়মেই চলে।

উধাও 'মৃত্যুদূত'

১৯৬৬ সালের বসন্তকাল। আকাশ পরিষ্কার হতেই আবার নন্দাদেবীতে অভিযান চালায় সিআইএ এবং ভারতীয় দল। উদ্দেশ্য, ফেলে আসা সেই যন্ত্রটি উদ্ধার করে শৃঙ্গে বসানো। কিন্তু ক্যাম্প ফোর-এ পৌঁছে তাঁদের চোখ কপালে উঠল। যে বরফের খাঁজে ওটা রাখা হয়েছিল, সেই খাঁজটাই নেই! সম্ভবত শীতের তুষারধসে পুরো বরফের চাঁই ভেঙে নীচে পড়ে গিয়েছে। আর তার সঙ্গেই তলিয়ে গিয়েছে সেই প্লুটোনিয়াম প্যাকড জেনারেটর। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। মেটাল ডিটেক্টর, ইনফ্রারেড সেন্সর— সব ব্যবহার করা হল। কিন্তু সেই 'মৃত্যুদূত'-এর টিকিটিও মিলল না। বিগত ৬০ বছর ধরে সেটি নন্দাদেবীর কোনও এক গভীর হিমবাহের নীচে চাপা পড়ে আছে। আর এখানেই ঘনিয়ে উঠছে আতঙ্ক।

কেন আমরা বিপদের মুখে?

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, নন্দাদেবীতে কিছু হারিয়েছে তো আমাদের কী? ভয়ের কারণ আছে, এবং তা যথেষ্ট গুরুতর। নন্দাদেবীর হিমবাহ গলে যে জলধারা নামে, তা ঋষি গঙ্গা হয়ে মেশে অলকানন্দায়। আর অলকানন্দা মেশে গঙ্গায়। এই গঙ্গা ভারতের কোটি কোটি মানুষের জীবনরেখা। প্লুটোনিয়াম-২৩৮ একটি অত্যন্ত বিষাক্ত এবং তেজস্ক্রিয় মৌল। এর 'হাফ-লাইফ' বা তেজস্ক্রিয়তা অর্ধেক হতে সময় লাগে ৮৮ বছর। অর্থাৎ, আজও সেই জেনারেটরের ভেতরের মালমশলা দিব্যি তাজা এবং গরম।

বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, ওই জেনারেটরটি যেহেতু তেজস্ক্রিয় তাপ উৎপন্ন করে, তাই এটি নিজের চারপাশের বরফ গলিয়ে ক্রমশ হিমবাহের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। যতদিন এটি অক্ষত আছে, ততদিন হয়তো রক্ষা। কিন্তু কোনওভাবে যদি পাথরের আঘাতে বা চাপে ওই জেনারেটরের বাইরের আবরণ ফেটে যায়? যদি প্লুটোনিয়াম মিশে যায় হিমবাহের জলে? তবে সেই জল যখন গঙ্গা হয়ে নামবে, তখন তা আর জীবনদায়ী থাকবে না, হয়ে উঠবে মারণবিষ। তেজস্ক্রিয় জল পান করলে হাড়ের ক্যানসার, লিভারের সমস্যা এবং জিনগত বিকৃতি ঘটা কেবল সময়ের অপেক্ষা।

শেরপাদের 'গুরু রিম্পোচে' এবং এক মর্মান্তিক সত্য

এই অভিযানের একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক দিক আছে, যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। ক্যাপ্টেন কোহলি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, ওই জেনারেটরটি থেকে সবসময় তাপ বের হত। হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় শেরপারা জানতেনই না ওটা আসলে কী। তারা ওই গরম যন্ত্রটিকে আদর করে নাম দিয়েছিলেন 'গুরু রিম্পোচে' (বৌদ্ধ ধর্মগুরু)। রাতের পর রাত শেরপারা ওই তেজস্ক্রিয় যন্ত্রটিকে বুকে জড়িয়ে বা পিঠে ঠেকিয়ে ঘুমিয়েছেন একটু উষ্ণতার লোভে। জানতেন না যে, তাঁরা আসলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছেন। অভিযানের শেষের দিকে অনেক শেরপাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। দলের অন্যতম আমেরিকান সদস্য জিম ম্যাকার্থি পরবর্তীকালে টেস্টিকুলার ক্যানসারে আক্রান্ত হন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ওই জেনারেটরটিই তাঁর এই রোগের কারণ।

চামোলি বিপর্যয় : প্রকৃতির মার নাকি তেজস্ক্রিয়তা?

২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় ঘটে যায় এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। নন্দাদেবীর কাছেই একটি হিমবাহের অংশ ভেঙে ঋষি গঙ্গা নদীতে আছড়ে পড়ে। সেই হড়পায় ধুয়েমুছে যায় জলবিদ্যুৎকেন্দ্র, প্রাণ হারান ২০০-র বেশি মানুষ। এই ঘটনার পর আবারও সেই ৬০ বছর আগের স্মৃতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের একাংশ এবং কিছু বিশেষজ্ঞের সন্দেহ, সেই হারিয়ে যাওয়া নিউক্লিয়ার জেনারেটরটি কি কোনওভাবে বিস্ফোরিত হয়েছে? নাকি ওটার অত্যধিক তাপে হিমবাহ ভেতর থেকে গলে গিয়ে এই ধস নামিয়েছে? যদিও সরকার বা বিজ্ঞানীদের কাছে এর কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। তারা একে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বা জলবায়ু পরিবর্তনের ফল বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু স্থানীয় মানুষের মনের ভয় তাতে কাটেনি। উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী সৎপাল মহারাজ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছেন, যাতে এই জেনারেটরটি খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করা হয়।

নন্দাদেবী পর্বতকে কেন্দ্র করে ভারত ও চিনের অবস্থান।

এই দলটিই নন্দাদেবী পর্বতে অভিযান চালায়। রয়েছেন ক্যাপ্টেন এমএস কোহলিও।

নীরবতার ষড়যন্ত্র এবং এক সাংবাদিকের লড়াই

এত বড় একটা ঘটনা, অথচ ভারত বা আমেরিকার সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর এর কিছুই জানতে পারেননি। কেন? কারণ- 'টপ সিক্রেট'। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এই ঘটনাটি ফাইলের নীচে চাপা পড়েছিল। আমেরিকার 'আউটসাইড' ম্যাগাজিনের সাংবাদিক হওয়ার্ড কোন প্রথম এই বোমা ফাটান। তিনি প্রকাশ্যে আনেন সিআইএ-র এই কেলেঙ্কারি। গোটা বিশ্বে হইচই পড়ে যায়। ভারতে তখন মোরারজি দেশাইয়ের সরকার। সংসদে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। বিরোধীরা অভিযোগ তোলেন, আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত নিজের জলেই বিষ ঢালছে।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সংসদে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, হ্যাঁ, এমন একটি যন্ত্র সত্যিই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি আশ্বাস দেন, গঙ্গার জলে কোনও তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যায়নি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারও তখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে এই বিষয়টি ধামাচাপা দিতে সাহায্য করেন। দুই দেশের রাষ্ট্রনেতারাই তখন চাইছিলেন, এই 'অস্বস্তিকর' অধ্যায়টি মানুষ ভুলে যাক।

বর্তমান পরিস্থিতি : বিপদ কি বেড়েছে?

বর্তমানে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। একে তো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হিমালয়ের বরফ দ্রুত গলছে। ফলে এতদিন যা বরফের গভীরে চাপা ছিল, তা বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা বাড়ছে। তার ওপর উত্তরাখণ্ডে একের পর এক বাঁধ নির্মাণ, রাস্তা চওড়া করার কাজ এবং পর্যটকদের ভিড়— হিমালয়ের ইকো-সিস্টেমকে নড়বড়ে করে দিয়েছে।

আমেরিকান ক্লাইম্বার জিম ম্যাকার্থি, যিনি ওই দলে ছিলেন এবং এখন নবতিপর বৃদ্ধ, আজও আতঙ্কে ভোগেন। তিনি সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কান্নাজড়িত গলায় বলেছেন, 'গঙ্গার উৎসমুখে প্লুটোনিয়াম ফেলে আসাটা ছিল এক বিশাল ভুল।

আমি তখন চেঁচিয়ে বলেছিলাম, ওটা নীচে নিয়ে চলো। কেউ শোনেনি। আজ আমার ভয় হয়, গঙ্গার ওপর নির্ভরশীল কোটি কোটি মানুষের কী হবে!' সম্প্রতি বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবেও এই প্রসঙ্গটি আবার তুলে এনেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'কেন ভারতের মানুষ এই ভুলের মাশুল দেবে? আমেরিকার উচিত এখনই তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওই জেনারেটরটি খুঁজে বের করে নিয়ে যাওয়া।'

টিকটিক করা এক রহস্য

আজ যখন আমরা উত্তরবঙ্গে বসে তিস্তার জল বা গঙ্গার পলিমাটি নিয়ে ভাবছি, তখন আমাদের মাথার অনেক ওপরে, নন্দাদেবীর নিস্তব্ধতায়, সেই নিউক্লিয়ার ডিভাইসটি হয়তো ধীরে ধীরে তার খোলস পালটাচ্ছে।

এটি কি ফেটে গিয়েছে? নাকি এখনও অক্ষত অবস্থায় কোথাও আটকে আছে? কেউ জানে না। বিজ্ঞানীরা বলেন, ওটা খুঁজে পাওয়া এখন খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো। কিন্তু সুচটি যদি বিষাক্ত হয়, তবে তা না খোঁজাটা আরও বড় বোকামি।

ক্যাপ্টেন এমএস কোহলি মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন, 'ওই অভিযানটি ছিল আমার জীবনের এক দুঃখজনক অধ্যায়। সিআইএ-র জেদ আর আমাদের অক্ষমতা— সব মিলিয়ে আমরা এক ভয়ানক উত্তরাধিকার রেখে গেলাম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।' নন্দাদেবীর বরফ হয়তো একদিন গলবে। কিন্তু সেই গলা বরফের জল আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে নামবে, নাকি তেজস্ক্রিয় অভিশাপ হয়ে— তা কেবল সময়ই বলতে পারবে। ততক্ষণ পর্যন্ত, এক অদৃশ্য পারমাণবিক বোমা টিকটিক করেই চলেছে আমাদের মাথার ওপর।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

বড়দিনের আগে খুশির হাওয়া দার্জিলিংয়ে

ফের খুলল শতাব্দীপ্রাচীন গির্জা

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জা সংস্কারের পরে পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি এই গির্জার উদ্বোধন করেছেন। দীর্ঘদিন ভগ্নপ্রায় অবস্থায় থাকার পর বড়দিনের আগে দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী এই গির্জা পুনরায় চালু হওয়ায় শুধু খ্রিস্টধর্মের উপাসকরা নন, খুশি পাহাড়ের সাধারণ মানুষ এবং পর্যটকরাও। ইতিমধ্যেই নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা গির্জাতে সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে।

সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জার মডারেটর রেভারেন্ট রুপার্ট এলএস রাইয়ের কথায়, ''গির্জাটি তার 'আংলিকান' পরিচয় ধরে রেখেছে। গির্জাটির পরিকাঠামো এতদিন ভালো না থাকলেও প্রতি রবিবার প্রার্থনার আয়োজন এবং অন্য ক্রিয়াকর্ম হয়েছে।''

দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তা সংলগ্ন ভানু ভবনের উলটোদিকের টিলার ওপরে রয়েছে গির্জাটি। দার্জিলিংয়ের বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর। শৈল শহরে এটাই প্রথম গির্জা। প্রায় এক বছরের মাথায় ১৮৪৪ সালের অক্টোবর মাসে এখানে প্রথম প্রার্থনার আয়োজন হয়। দু'দশক পরে ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বজ্রপাতের আঘাতে ভেঙে পড়ে গির্জার চূড়া। ফলে স্থগিত হয়ে যায় প্রার্থনা।

দার্জিলিংয়ের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জা। শনিবার।

পরবর্তীতে ১৮৬৯ সালের মে মাসে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের আর্থিক সহযোগিতায় ফের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জাটি পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৮৭৩ সালের ১ মে লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং স্থানীয় অতিথিদের উপস্থিতিতে ভারতের মহানগর বিশপ মিলম্যান গির্জার উদ্বোধন করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৮৮২ সালে এখানে ঘড়ি টাওয়ার এবং বেলফ্রি জোন তৈরির কাজের সূচনা হয়। কিন্তু ২০১১ সাল এবং পরবর্তীতে একাধিকবার জোড়াল ভূমিকম্পে এই গির্জার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। নিয়মিত প্রার্থনাসভা চললেও গির্জাটি ভালোভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল না। এখানে পর্যটকদের প্রবেশও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

রাজ্যের উদ্যোগ

দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তা সংলগ্ন ভানু ভবনের উলটোদিকের টিলার ওপরে রয়েছে গির্জাটি

২০২৩ সালে রাজ্যের পর্যটন বিভাগ এই গির্জাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়

এক কোটি ৫৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা খরচ করে প্রায় দু'বছরের মধ্যে সাজানো হয়

২০২৩ সালে রাজ্যের পর্যটন বিভাগ এই ঐতিহ্যবাহী গির্জাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। এক কোটি ৫৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা খরচ করে প্রায় দু'বছরের মধ্যে চার্চটিকে ঢেলে সাজানো হয়। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা বলেন, 'পুরোনো ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেই গির্জাটির সংস্কার করা হয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি গির্জাটির উদ্বোধন করেন। দার্জিলিং বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের জায়গা এই গির্জাটি।'

কুয়াশামোড়া সকাল।। *শনিবার ময়নাগুড়িতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।*

ভন্ডুল বৈঠক, সমাধান অধরা

গাড়ি সমস্যায় অনড় দু'পক্ষই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শনিবারের বৈঠকেও মিলল না সমাধানসূত্র! দু'পক্ষ নিজেদের দাবিতে অনড় থাকায় ভেস্তে গেল শনিবারের বৈঠক।

সূত্রের খবর, পাহাড়ের সংগঠনগুলি এদিনের বৈঠকে সমতলের গাড়ি যাতে পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে না যেতে পারে সেইমতো একটি চুক্তি করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সমতলের সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা সেটা মানতে চাননি। বরং তাঁরা পালটা দাবি করেন, পাহাড়ের গাড়ি শুধু দর্শনীয় স্থানগুলিতে পর্যটক নিয়ে যাতায়াত করুক, বাকি সমস্তটা সমতলের গাড়ি করবে। এদিকে আবার সেটাও মানতে চায়নি পাহাড়ের সংগঠনগুলি। এই পরিস্থিতিতে বৈঠক একপ্রকার ভেস্তে যায়।

বৈঠকে উপস্থিত সমতলের এক প্রতিনিধি বলেন, 'আমাদের রীতিমতো চাপ দিয়ে চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে, সমতলের কোনও গাড়ি দর্শনীয় স্থানগুলিতে যাবে না। আমরা কোনও চুক্তিপত্রে সই করিনি। কেননা আমরা কেউ এই দাবি মানতে রাজি নই।'

পাহাড়ের সংযুক্ত চালক সংঘের এক প্রতিনিধি বলেন, 'আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি।'

পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে সমতলের গাড়ি চলাচল করতে না দেওয়ার দাবি তুলেছে সেখানকার পরিবহণ সংগঠনগুলি। তিন সপ্তাহ ধরে তারা এই দাবিতে অনড় রয়েছে। একাধিক জায়গায় সমতলের গাড়ি আটকানো, গাড়ি ভাঙচুর, চালককে হুমকি দেওয়ার মতো অভিযোগও উঠেছে। যা নিয়ে পাহাড়-সমতলের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ দিন-দিন বাড়ছে। এমনকি প্রশাসন হস্তক্ষেপ করেও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার থেকে পর্যটক নিয়ে টাইগার হিলে যাওয়া বন্ধ রেখেছে পাহাড়ের গাড়িগুলি। ফলে দু'দিন ধরে পর্যটকরা টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের নৈসর্গিক দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এরই মধ্যে পাহাড় এবং সমতলের সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা শনিবার বিকেলে কার্সিয়াংয়ে বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে পাহাড়ের প্রতিনিধিরা দর্শনীয় স্থানগুলিতে শুধুমাত্র পাহাড়ের গাড়িকেই চলতে

পাহাড়-সমতলের চালকদের দ্বন্দ্ব

দেওয়ার দাবি তোলেন। তাঁদের দাবি, সমতলের গাড়িগুলি পাহাড়ে এসে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পর্যটক নামিয়ে ফিরে যাক। দর্শনীয় স্থানগুলিতে পাহাড়ের গাড়িগুলি প্যাকেজ করে পর্যটকদের নিয়ে ঘুরবে। যদিও সমতলের কোনও প্রতিনিধি সেই দাবিতে সম্মত হননি।

বরং সমতলের এক প্রতিনিধি প্রস্তাব দেন, তাহলে পাহাড়ের গাড়িগুলি শুধু দর্শনীয় স্থানগুলিতেই পর্যটক নিয়ে যাওয়া আসা করুক। পর্যটকদের নিয়ে আসা এবং ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করবে সমতলের গাড়িগুলি। পাহাড়ের কোনও গাড়ি পর্যটক নিয়ে সমতলে যেতে পারবে না। পাহাড়ের প্রতিনিধিরা আবার এই প্রস্তাবে সম্মতি দেননি। ফলে আলোচনা ভেস্তে যায়। এদিনের বৈঠকের নিয়ে আলোচনার জন্য সোমবার ফের সমতলের পরিবহণ ও পর্যটন সংগঠনগুলি বৈঠকে বসতে চলেছে।

হাতির দাঁত পাচারের চেষ্টায় গ্রেপ্তার ২

ফাঁসিদেওয়া, ২০ ডিসেম্বর : হাতির দাঁত পাচারের ছক বানচাল করল কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জের আধিকারিকরা। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শনিবার বিকালে প্রায় এক ফুট লম্বা একটি হাতির দাঁত উদ্ধার করার পাশাপাশি দুজনকে গ্রেপ্তার করেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। ধৃত গণেশ শা নেপালের এবং কমল আগরওয়াল শিলিগুড়ির খালপাড়ার বাসিন্দা। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ধৃতদের ফাঁসিদেওয়া থানার হেপাজতে রাখা হয়েছে। রবিবার দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার সাম্যব্রত সাধু বলেন, 'গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। কোথা থেকে হাতির দাঁত এনে পাচারকারীরা কার কাছে সরবরাহ করছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেইসঙ্গে, বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের চক্রে আর কারা যুক্ত তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

বন আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শনিবার বিকালে গোপন সূত্রে খবর আসে একটি যাত্রীবাহী চারচাকা গাড়িতে করে হাতির দাঁত পাচারের চেষ্টা হচ্ছে। সেই মতো ঘোষপুকুর রেঞ্জের মোবাইল পেট্রলিং ভ্যান বাগডোগরা বিহার মোড়ে অপেক্ষা করে। সন্দেহজনক গাড়িটি আসতেই সেটি আটক করা হয়। তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় একটি এক ফুট লম্বা হাতির দাঁত। গাড়িতে থাকা দুজনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া হাতির দাঁত নেপাল থেকে শিলিগুড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শিলিগুড়ি হয়ে বিদেশে পাচারের কোনও ছক ছিল কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। হাতির দাঁতটি ফরেন্সিকের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বেহাল রিজার্ভার, জলকষ্টে মমতাপাড়া

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : এলাকার মানুষ যাতে পরিশ্রুত পানীয় জল পান, সেই কারণে গতবছর ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মমতাপাড়ায় সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের রিজার্ভার বসিয়েছিল পিএইচই দপ্তর। যদিও বসানোর কয়েক মাস পর থেকেই সেই রিজার্ভারটি বেহাল হয়ে যায়। তারপর থেকেই পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে এই এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, রিজার্ভার খারাপ হওয়ার বিষয়টি একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসন ও পিএইচই দপ্তরকে জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, এলাকায় টাইমকলের কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে আশপাশের এলাকা থেকে জল এনে পান করতে হচ্ছে তাঁদের। অনেকে আবার আয়রনযুক্ত কুয়োর জল পান করছেন।

স্থানীয় সুপ্রকাশ রায় বলেন, 'কুয়োর জলে অনেক আয়রন। তাই বাধ্য হয়ে ২ কিলোমিটার দূর থেকে জল আনতে হয়।' এলাকার মানুষের এমন সমস্যা নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিনীতা রায়ের জবাব, 'পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর জন্য আলোচনা করা হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলামের আশ্বাস, 'সোলারের যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যাওয়ার জন্য এমন সমস্যা তৈরি হয়েছে। ওই এলাকায় আরও কিছু সৌরবিদ্যুৎচালিত রিজার্ভার ও হ্যান্ডপাম্প বসানোর ব্যবস্থা করা হবে।'

শিলিগুড়ির ছেলের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

গবেষণার জন্য আইসিটিপি পুরস্কার

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : কোয়ান্টাম তথ্যবিজ্ঞানে ব্যাতিক্রমী ও মৌলিক অবদানের জন্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স (আইসিটিপি) পুরস্কার পেলেন শিলিগুড়ির ডঃ তিতাস চন্দ। বর্তমানে আইআইটি মাদ্রাসের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন শিলিগুড়ির পূর্ব রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা তিতাস। কোয়ান্টাম তথ্যবিজ্ঞান এবং কোয়ান্টাম মাল্টি বডি পদার্থবিদ্যায় মৌলিক অবদানের জন্য তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

২০০৬ সালে মাধ্যমিকে জেলায় তৃতীয় হয়েছিলেন শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনী তিতাস। পরে ২০০৮ সালে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তারপর পদার্থবিদ্যা নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। স্নাতক শেষ করে পদার্থবিদ্যায় এলাহাবাদে হরিশ্চন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করেন। তারপর পোল্যান্ড ও ইতালিতে গিয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর পোস্ট ডক্টরেট করেন।

ডঃ তিতাস চন্দ

> লক্ষ্য স্থির রেখে পড়াশোনা করেছে বলেই আজকে এই সাফল্য পেয়েছে। আমিও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক ছিলাম। তাই বর্তমান সময়ে ছেলের এই গবেষণার গুরুত্ব কতটা রয়েছে তা ভালো করে বুঝতে পারছি।
>
> **তিতাসের বাবা**

পোস্ট ডক্টরেট শেষ করে ২০২১ সালে দেশে ফিরে আইআইটি ইন্দোর-এ সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত হন। সেখানে একবছর চাকরি করার পর আইআইটি মাদ্রাসে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তথা তিতাসের বাবা তমাল চন্দ। তিনি বলেন, 'লক্ষ্য স্থির রেখে পড়াশোনা করেছে বলেই আজকে এই সাফল্য পেয়েছে। আমিও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক ছিলাম। তাই বর্তমান সময়ে ছেলের এই গবেষণার গুরুত্ব কতটা রয়েছে তা ভালো করে বুঝতে পারছি।' তাঁর সংযোজন, মেধার কাছে যে মাধ্যম কোনও প্রতিবন্ধকতা নয়, সরকারি বাংলামাধ্যম স্কুলে পড়েও তিতাসের এই সাফল্য তা প্রমাণ করেছে। ছেলের সাফল্যে খুশি তাঁর মা ঝর্ণা চন্দও।

নিজের গবেষণা নিয়ে তিতাস জানিয়েছেন, কোয়ান্টাম ফিজিক্সের নতুন তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক যুগে কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরনের কাজ যাতে আরও দ্রুততার সঙ্গে এবং সঠিকভাবে করা যায় সে বিষয়েই গবেষণা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই তত্ত্ব ব্যবহার করে নানা ধরনের মৌলিক গবেষণামূলক কাজ সঠিকভাবে করা যাবে বলে তাঁর মত।

প্রাণীর হামলা

চোপড়া, ২০ ডিসেম্বর : কুসুম চা বাগানের পর এবার চন্দন চা বাগান। ফের ছড়াল চিতাবাঘের আতঙ্ক। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দন চা বাগানের বালাবাড়ি এলাকায় শুক্রবার বিকালে একটি গোরুর ওপর হামলা চালায় কোনও অজানা জন্তু। বিষয়টি জানাজানি হতেই চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যদিও চোপড়া বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, বনকর্মীরা শনিবার দিনভর খোঁজ চালিয়েও কোনও জন্তুর হদিস পাননি। এমনকি পায়ের ছাপও মেলেনি। নজরদারি রাখা হচ্ছে।

দুর্ঘটনায় জখম

চোপড়া, ২০ ডিসেম্বর : চোপড়া থানা এলাকায় শনিবার সন্ধ্যায় পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় দুজন জখম হন। আহতদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। এদিন মেরধাগছ এলাকায় জাতীয় সড়ক পারাপারের সময় এক মহিলা পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আহত হন। অন্যদিকে, চোপড়ার কাচনাডাঙ্গি এলাকায় রাজ্য সড়কে বাইক ও টোটোর সংঘর্ষে বাইকচালক জখম হন।

বিদ্যুৎ চুরি

নকশালবাড়ি, ২০ ডিসেম্বর : নকশালবাড়ির প্রেমনগর এলাকায় হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার বিদ্যুৎ দপ্তরের ভিজিলেন্স টিম অভিযান চালাতেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। শনিবার অভিযুক্ত সরবন হরিজনের বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিদ্যুৎ দপ্তর। অভিযোগ দায়ের হতেই সরবন গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে খবর।

মেডিকেল ও জেলা হাসপাতালে হয়রানি

বিকল এক্স-রে মেশিন

রণজিৎ ঘোষ ও অমিত রায়

মেডিকেলের এক্স-রে বিভাগে ঝুলছে তালা। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : ফের অচল এক্স-রে মেশিন। আর তার জেরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগীরা। বুধবার রাত এক্স-রে মেশিন খারাপ হয়ে থাকা প্রসঙ্গে হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ বলছেন, 'বিষয়টি জানি। এ ক্ষেত্রে যাঁদের জরুরি প্রয়োজন, সেই রোগীদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। আর যাঁদের ছোটখাটো সমস্যা থাকে, তাঁদের কয়েকদিন পর আসতে বলা হয়।'

কিন্তু মেডিকেলের পরিস্থিতিও যে এক! সেখানেও যে এক্স-রে মেশিন বিকল হয়ে পড়ে! চলতি মাসেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনবার এক্স-রে মেশিন খারাপ হয়েছে বলে অভিযোগ।

এ নিয়ে চন্দন ঘোষ বলেন, 'বিষয়টা আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি।' মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের সরকারি এক্স-রে পরিষেবাও মিলছে না। স্থায়ী সুপারহীন উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় এই মেডিকেলের অব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। মেডিকেলের ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডল বলেন, 'এক্স-রে'র বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে কথা হয়েছে। ওই সংস্থা টেকনিসিয়ান এনে দ্রুত মেশিন মেরামতির চেষ্টা করছে।'

মেডিকেলে দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জরুরি বিভাগের পাশে এক্স-রে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

সমস্যা যেখানে

- প্রতিদিন মেডিকেলের বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ মিলিয়ে প্রায় ৪০০ রোগীর এক্স-রে করতে হয়
- চলতি মাসে মেডিকেলে তিনবার এক্স-রে মেশিন খারাপ হয়েছে
- বুধবার রাত থেকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের এক্স-রে মেশিনও বিকল
- বাধ্য হয়ে বেশি টাকা দিয়ে বাইরে থেকে এক্স-রে করাতে হচ্ছে অনেককে

এছাড়া সুপারস্পেশালিটি ব্লকেও সরকারি এক্স-রে মেশিন রয়েছে। মেডিকেল সূত্রে খবর, প্রতিদিন বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ মিলিয়ে প্রায় ৪০০ রোগীর এক্স-রে করাতে হয়। সরকারি এক্স-রে ব্যবস্থা থাকলেও বেশিরভাগ রোগীকে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে চলা এক্স-রে পরিষেবায় পাঠানো হচ্ছে। সুপারস্পেশালিটি ব্লকের সরকারি পরিষেবা শুধুমাত্র সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত পাওয়া যায়।

পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসক এবং মেডিকেল টেকনলজিস্ট থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি পরিষেবায় বেশিরভাগ রোগীকে পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, সরকারি পরিষেবাকে সীমিত করে বেসরকারি সংস্থাকে বেশি সংখ্যক বিল পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর বাড়তি চাপ নিতে গিয়ে হামেশাই বেসরকারি সংস্থার এক্স-রে মেশিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেকে বাইরে থেকে ৩০০-৫০০ টাকা খরচ করে এক্স-রে করিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

শুক্রবার থেকে মেডিকেলের বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে চলা এক্স-রে মেশিন খারাপ হয়ে রয়েছে। শনিবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, 'মেশিন খারাপ' বলে বাইরে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার এক কর্মী বললেন, 'এটা নিয়ে এই মাসে তিনবার এক্স-রে মেশিন খারাপ হল।'

সোনাপুরের বাসিন্দা আনিসুর রহমান বললেন, 'শুক্রবার বহির্বিভাগে দেখিয়েছিলাম। ডাক্তার এক্স-রে করাতে বলেছেন। সেদিন মেশিন খারাপ থাকায় এক্স-রে হয়নি। বলেছিল, শনিবার আসুন। আজ এলাম, বলছে মেশিন খারাপ। কবে ঠিক হবে বলতে পারছি না।' এখান থেকে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের এক্স-রে বিভাগে যান ওই রোগী। সেখানে তাঁকে জানুয়ারি মাসে এক্স-রে করার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও চরম হয়রান হচ্ছেন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা। কল্পনা ভৌমিক নামে এক রোগীর অভিযোগ, 'হাসপাতাল থেকে বলছে মেশিন খারাপ আছে। এখন এক্স-রে হবে না। সোমবার আসুন।' এ ব্যাপারে হাসপাতালের এক্স-রে বিভাগের টেকনিসিয়ান কৌশিক রায় বলেন, 'বুধবার রাত থেকে এই এক্স-রে মেশিন খারাপ হয়ে আছে। ইঞ্জিনিয়াররা ঠিক করতে আসবেন। সোমবার থেকে এক্স-রে মেশিন ঠিক হয়ে যাবে।'

ট্রাফিক পুলিশের পরিত্যক্ত বুথে দুষ্কৃতীদের ঘাঁটি

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : নীল-সাদা রংয়ের ঘরটা এখনও দাঁড়িয়ে। তবে দরজা বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আশপাশে গজিয়ে উঠেছে ঝোপঝাড়। বছর চারেক আগে এটাই ছিল সাহুডাঙ্গির ট্রাফিক পুলিশের বুথ। তবে সেই বুথে এখন ট্রাফিক পুলিশ নয়, বরং মাদকাসক্তদের আনাগোনা লেগে থাকে বলে অভিযোগ। ট্রাফিক পুলিশের ওই পরিত্যক্ত বুথ যে সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে, তা বলছেন এলাকাবাসী। ক্ষোভ জমছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যেও। তাঁদের বক্তব্য, পরিত্যক্ত ওই বুথে ঘাঁটি গেড়ে এলাকায় চুরির ছক কষে দুষ্কৃতীরা। যদিও ডিসিপি ট্রাফিক সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

যান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাণেশ্বর মোড়ে ঘটা করে আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ডের উদ্বোধন করা হয়েছিল। অথচ কয়েকবছর আগে সাহুডাঙ্গিতে তৈরি ট্রাফিক পুলিশের বুথটি এখন পরিত্যক্ত। আর সেখানেই দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি বাড়ছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। সন্ধ্যা নামলেই ঝোপজঙ্গলে ভরে থাকা বুথটিতে নেশার আসর বসে বলে অভিযোগ।

কী অভিযোগ

- কয়েকবছর আগে সাহুডাঙ্গিতে তৈরি ট্রাফিক পুলিশের বুথটি এখন পরিত্যক্ত
- দরজা ভেঙে গিয়েছে, বুথের আশপাশে গজিয়ে উঠেছে ঝোপঝাড়
- বুথটির আর প্রয়োজনীয়তা না থাকলে তা ভেঙে ফেলার দাবি স্থানীয়দের

পরিস্থিতির বদল আনতে এলাকায় পুলিশি উপস্থিতি চাইছেন স্থানীয়রা।

প্রায় চার বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ঘরটি। অভিযোগ, ঘরটি একদল নেশাগ্রস্ত তরুণের দখলে চলে গিয়েছে। সে কারণে সন্ধ্যার পর ওই বুথের পাশ দিয়ে যেতে অস্বস্তি বোধ করছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা অজয় বিশ্বাস বলেন, 'এখন ঘরটির দখল নিয়েছে মাদকাসক্তরা। ইদানীং এলাকায় চুরির ঘটনাও বেড়েছে। মনে হয়, এই মাদকাসক্তরাই জড়িত।' প্রায়দিন রাতেই ওখানে গণ্ডগোল বাধে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এমন পরিস্থিতিতে অতিষ্ঠ স্থানীয় ব্যবসায়ী সজল রায়ের বক্তব্য, 'বহুবার বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বুথটির আর প্রয়োজনীয়তা না থাকলে ভেঙে দেওয়া হোক, তাহলে আর অসামাজিক কার্যকলাপ হবে না।' ট্রাফিক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'করোনাকালে লকডাউনের সময় বুথটি তৈরি করা হয়েছিল। তবে অনেকদিন ধরে বুথটি ব্যবহার হচ্ছে না।'

ইন্ডিয়ান ব্যাংকের ই-নিলাম

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে নিজেদের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্যাংকের হেপাজতে থাকা সম্পত্তির ই-নিলাম আয়োজন করল ইন্ডিয়ান ব্যাংক। শনিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের জোনাল ম্যানেজার গণেশ মহাপাত্র সহ অন্য আধিকারিকরা। এই ই-নিলামে শিলিগুড়ি ছাড়াও আশপাশের এলাকার অনেকে অংশগ্রহণ করেন। ব্যাংকের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ৩৮টি সম্পত্তি এদিন নিলামে তোলা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিসর্গ।। কালিম্পংয়ের রিশপে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের বাপি দাস।

সত্যিই কি অপহরণ, ঘনাচ্ছে রহস্য

২৪ ঘণ্টা পর ফিরলেন তরুণ

কার্তিক দাস ও শমিদীপ দত্ত

খড়িবাড়ি ও শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : বেসরকারি সংস্থার হয়ে খড়িবাড়িতে ঋণের টাকা আদায়ে গিয়ে ২৪ ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ। তারপর সবার অগোচরে বাড়ি ফেরা। গোটা শরীরে কালশিটের দাগ। শিলিগুড়ির বাসিন্দা অসিত পালকে কেন্দ্র করে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ খড়িবাড়ি শচীন্দ্রচন্দ্র চা বাগান এলাকায় খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কের পাশে ওই তরুণের বাইক পড়ে ছিল। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ সেটি উদ্ধার করে। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। রাতভর তল্লাশির পর ওই তরুণের খোঁজে শনিবার ড্রোন ও স্নিফার ডগকে কাজে লাগানো হয়।

পরিবারের সদস্যরা এদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই অসিত বাড়িতে উপস্থিত হন। ওই তরুণের দাবি, মুখে কালো কাপড় পরা কয়েকজন তাঁকে একটি গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গাড়ির মধ্যেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। পরে ওই দুষ্কৃতীরাই তাঁকে শহরে নিয়ে এসে টোটোতে উঠিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কারা কী উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটি ঘটাল তা এখনও পরিষ্কার নয়। তদন্ত চলছে বলে নকশালবাড়ি সার্কেলের এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় জানিয়েছেন।

হায়দরপাড়ার বাসিন্দা অসিত বেশ কিছু বছর ধরে একটি বেসরকারি ফিন্যান্স কোম্পানিতে কালেকশন এগজিকিউটিভ পদে কর্মরত। ঋণের টাকা আদায়ে তিনি শুক্রবার বেলা ১২টা নাগাদ খড়িবাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। সংস্থার ম্যানেজার মহম্মদ ইব্রাহিম বলেন, 'অসিত খড়িবাড়ির বাতাসি, জায়গিরজোত ও হাওদাভিটা এলাকায় তিনজনের কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করতে গিয়েছিলেন। হাওদাভিটা এলাকার কাজ শেষে তিনি শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। তারপর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মিলছিল না।' সবকিছু জানিয়ে ইব্রাহিম খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অসিতের স্ত্রী রিতা পাল বলেন, 'সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বেশ কয়েকবার ফোন করলেও স্বামী সাড়া দেননি।'

যা ঘটেছে

- অসিত পাল একটি ফিন্যান্স কোম্পানিতে কালেকশন এগজিকিউটিভ পদে কর্মরত
- ঋণের টাকা আদায়ে খড়িবাড়িতে গিয়ে শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন, শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন
- দুষ্কৃতীরা তাঁকে অপহরণ করেছিল, মারধর করে, তারাই তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যায় বলে তরুণের দাবি

পুলিশ অসিতের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ও স্থানীয় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও ওই তরুণের নিখোঁজ রহস্যের কোনও সুরাহা হয়নি। শনিবার বিকেলে দার্জিলিং পুলিশের উদ্যোগে খড়িবাড়ি শচীন্দ্রচন্দ্র চা বাগান এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে তল্লাশি চলে।

অসিতের দাবি, দুষ্কৃতীরা একটি গাড়িতে করে তাঁকে বাঘা যতীন পার্কের সামনে এসে নামায়। তারপর একটি টোটো ডেকে তাঁকে তাতে উঠিয়ে দেয়। টোটোচালক তাঁকে বাড়ির সামনে ঘুগনি মোড়ে নামানোর পর ভাড়াও নেননি। কে বা কারা কী কারণে ঘটনাটি ঘটিয়েছে তা তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। ওই তরুণ নিজেই ঘটনাটি ঘটিয়ে মনগড়া গল্প ফেঁদেছেন কি না সেটাও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

আবাসিকদের মিলন উৎসব

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : অনাথ আশ্রমের শিশু ও বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে মিলন উৎসবের আয়োজন করল নর্থ-ইস্টার্ন বিজনেস এমপাওয়ারমেন্ট ফাউন্ডেশন। শনিবার শিলিগুড়ির আনন্দমার্গ স্কুলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নর্থ-ইস্টার্ন বিজনেস এমপাওয়ারমেন্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি দীপ্তেন্দু তালুকদার বলেন, 'এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল শিশুদের মধ্যে মানবিকতা, সহানুভূতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরি করা। একইসঙ্গে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা প্রবীণদের একাকিত্ব দূর করা মূল লক্ষ্য।'

এদিনের অনুষ্ঠানে শিশুরা বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে উপহার তুলে দেয়। পাশাপাশি বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা শিশুদের হাতে উপহার তুলে দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে শিশুরা সংগীত পরিবেশন, আবৃত্তি করে। সবমিলিয়ে হাসিমজায় একটা দিন কাটায় সকলে।

বাইপাসে ফের দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : সচেতনতা চালানোর মধ্যেও শনিবার ফের ইস্টার্ন বাইপাসে দুর্ঘটনার মুখে পড়লেন এক তরুণী। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই তরুণী স্কুটারে করে যাচ্ছিলেন। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। সেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটারে ধাক্কা মারে। এরপরই পড়ে গিয়ে জখম হন ওই তরুণী। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই তরুণীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের তরফে এদিন সেবক রোডে রাস্তা দখল করে বসা ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়। ব্যবসায়ীরা রাস্তা দখল করে থাকলে পরবর্তীতে জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হবে বলেও এদিন ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ

প্রস্তুতি দেখলেন বিচারপতিরা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনের চূড়ান্ত প্রস্তুতিপর্ব শনিবার খতিয়ে দেখলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। কোথায় মঞ্চ তৈরি হবে, অতিথিরা কোথায় বসবেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ আমন্ত্রিত ভিআইপি-রা কোন গেট দিয়ে ঢুকবেন, পার্কিংয়ের ব্যবস্থা কী রয়েছে- এই সমস্ত বিষয়ে জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারকে সঙ্গে নিয়ে খতিয়ে দেখেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচাপতি। বিচারপতিদের বাংলো এবং কর্মীদের আবাসনের বাকি কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী পরিকাঠামোর কনফারেন্স রুমে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও দেখা করেন প্রধান বিচারপতি। বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে পাহাড়পুরের স্থায়ী ভবনে স্থায়ী বেঞ্চ চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয় তাঁকে।

শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউস থেকে পাহাড়পুর এলাকায় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত স্থায়ী ভবনে আসেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাইকোর্টের আরও চারজন বিচারপতি এবং জেলা আদালতের বিচারকরা। নতুন সার্কিট বেঞ্চে পৌঁছে জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সহ প্রশাসনের অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে নবনির্মিত ভবনের বাইরের অংশ ঘুরে দেখেন। ১৭ জানুয়ারি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চ কোথায় হবে এবং অতিথিরা কোন দিক থেকে কীভাবে আসবেন, তা বিস্তারিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বুঝে নেন প্রধান বিচারপতি। স্থায়ী ভবনের প্রতিটি এজলাস থেকে শুরু করে সমস্ত ঘর ঘুরে দেখেন তিনি।

সূত্রের খবর, কলকাতার একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মঞ্চ তৈরি থেকে শুরু করে অনুষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিন সেই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার এক প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, ১৭ জানুয়ারি দুপুর ১টার সময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। উপস্থিত থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তাঁর সঙ্গে আমন্ত্রিত হিসেব থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের আরও কয়েকজন বিচারপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন দেশের পাঁচটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বেশ কয়েকজন বিচারপতি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। নবনির্মিত ভবনের সামনেই মঞ্চ তৈরি হবে। অতিথিদের বসার জায়গা দুটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। মূল মঞ্চ থেকে ডি জোনের পরেই থাকছে জোন-১। সেখানে দুশোজনের বসার ব্যবস্থা থাকবে। জোন-১'এ থাকবেন বিশিষ্ট আমন্ত্রিতরা। বিশিষ্ট আমন্ত্রিতদের মধ্যে থাকবেন বিচারপতিরা, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা, বিচারকরা, প্রশাসনিক আধিকারিকরা, বার কাউন্সিল এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। জোন-১'এর পর অতিথিদের নিরাপত্তার জন্য কিছুটা ফাঁকা জায়গা থাকবে। তারপর জোন-২'তে প্রায় দুই হাজার জনের বসে অনুষ্ঠান দেখার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা থাকছে। জোন-২'তে যাঁরা বসবেন, তাঁদের ঢুকতে হবে সার্কিট বেঞ্চের ২ নম্বর গেট দিয়ে। চার নম্বর গেট দিয়ে শুধুমাত্র জোন-১'এর আমন্ত্রিতরা এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্য বিচারপতিরা ঢুকবেন।

সার্কিট বেঞ্চের সামনে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। শনিবার।

খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

নকশালবাড়ি, ২০ ডিসেম্বর : অবশেষে খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। শুক্রবার রাতে নকশালবাড়ির জাবরা চা বাগানের চার নম্বর সেকশনে চিতাবাঘটি খাঁচাবন্দি হয়। চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ায় স্বস্তিতে বাগানের বাসিন্দারা। কয়েকদিন ধরে এই চা বাগানে চিতাবাঘের আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। বাগানের বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক গবাদিপশুর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। গত শনিবার খাঁচা পাতার দাবিতে পানিঘাটা রেঞ্জের কলাবাড়ি বিট অফিসে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। এরপরই শ্রমিকদের দাবিমতো বন দপ্তরের তরফে খাঁচা পাতা হয়। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, খাঁচাবন্দি চিতাবাঘটিকে বেঙ্গল সাফারিতে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর জঙ্গলে ছাড়া হবে।

নকশালবাড়ির জাবরা চা বাগানে খাঁচায় বন্দি চিতাবাঘ। শনিবার।

বংশীকে নিশানা উদয়নের

শুভদীপ চক্রবর্তী

চৌধুরীহাট, ২০ ডিসেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনের। দিনকয়েক আগে দিনহাটায় সভা করে উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য করেছিলেন বংশীবদন। এবার তৃণমূলের সভা থেকে বংশীকে তুলোধোনা করলেন উদয়ন। এর আগে বংশীবদন বর্মন ২৫টি আসন দাবি করে বলেছিলেন, যাঁরা ২৫টি আসন দেবেন তাঁদেরই সমর্থন করবেন। এদিন বংশীর নাম না করে উদয়ন বলেন, '২৫টি আসনে দাঁড়িয়ে প্রার্থী জেতাক।' বংশীর নীলবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে ঘোরাকেও কটাক্ষ করেন উদয়ন।

শনিবার দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রাম অঞ্চলের মোক্তারেরবাড়ি হাইস্কুলের মাঠে তৃণমূলের তপশিলি সংলাপের ডাকে দিনহাটা বিধানসভাভিত্তিক ভূমিপুত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী বলেন, 'দিদিকে বলব ওকে একটা আসনও দেওয়ার দরকার নেই, ওর যদি হিম্মত থাকে তাহলে একাই ২৫টি আসনে দাঁড়িয়ে প্রার্থী জেতাক।' বংশীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'দিনহাটায় সভা করে বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় নীলবাতি গাড়ি নিয়ে ঘোরা, ওটা তো তৃণমূলের নেত্রীর দয়ায় পেয়েছেন। ওটা কেন ছেড়ে দেন না। ওটা ছেড়ে দিয়ে দেখান তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।'

এদিনের সভায় রাজবংশী স্কুলগুলির প্রসঙ্গেও বংশীকে কাঠগড়ায় তোলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এর আগে ২০০ স্কুল দিদি দয়া করে দিয়েছেন। এখন এক হাজার স্কুল চাইছেন। এক হাজার স্কুল রাজবংশীদের জন্যে নয়, নিজের পকেট ভারী করার জন্যে সেই স্কুল চাইছেন।' মন্ত্রী এসআইআর ইস্যুতে বিজেপিকেও নিশানা করেন।

> যিনি ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে নিজেদের নীতি আদর্শকে বিসর্জন দেন সেই নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তির মুখে নীতির কথা মানায় না। তাঁদের কথার জবাব দেওয়াটাও কোনও বিচক্ষণ মানুষের পক্ষে ঠিক নয়।
>
> **বংশীবদন বর্মন**

বংশীবদন পালটা বলছেন, 'যিনি ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে নিজেদের নীতি আদর্শকে বিসর্জন দেন সেই নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তির মুখে নীতির কথা মানায় না। তাঁদের কথার জবাব দেওয়াটাও কোনও বিচক্ষণ মানুষের পক্ষে ঠিক নয়। ওঁর কাছে কি নীতি শিখব? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক। উনি বলবেন আর দিদি কথা শুনবেন!'

মাদকাসক্ত কিশোরদের মূলস্রোতে ফেরাতে লড়াই

হতদরিদ্র পরিবারের অনেক সন্তানই কিশোর বয়সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। এরপর নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে চুরি-ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়ছে। ওই কিশোরদেরই নেশামুক্তিকেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে সুস্থ জীবন উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছেন পুলিশকর্মীরা।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : বছরখানেক আগে চুরির অভিযোগে মার খেয়েছিল বছর ষোলোর ছেলেটি। ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে ওই কিশোরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসার পর খবর দেওয়া হয়েছিল পরিবারকে। নিতান্ত দিনমজুর পরিবারের ওই কিশোরকে এমন অবস্থায় দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন বাবা-মা। পরিবারের দাবি, ছেলেটা নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়েই চুরির ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি দেখে পুলিশকর্মীরা সিদ্ধান্ত নেন, ওই কিশোরের অভিভাবকদের সম্মতিতে থানা এলাকার একটি নেশামুক্তিকেন্দ্রে তাকে ভর্তি করবেন।

কিন্তু খরচ জোগাড় হবে কীভাবে?

এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন পুলিশকর্মীরা। তাঁরাই ওই কিশোরের খাবারের ব্যবস্থা করে দেন। আর সেখানে রাখার অন্য খরচ বহন করার দায়িত্ব নেয় নেশামুক্তিকেন্দ্র কর্তৃপক্ষই।

ওই কিশোর এখন সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসেছে। আর এতেই ওই থানার পুলিশকর্মীরা বুঝতে পারেন, নেশাগ্রস্ত ছেলেদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিতে হবে তাঁদেরই।

বর্তমানে এলাকার দশ কিশোরকে নেশামুক্তিকেন্দ্রে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে অন্য লড়াই শুরু করেছেন মাটিগাড়া থানার পুলিশকর্মীরা। ইতিমধ্যেই চারজন মূলস্রোতে ফিরেও এসেছে। মূলস্রোতে ফিরে আসা ওই কিশোররাই এখন যেন হয়ে উঠেছে ওই থানা এলাকার পুলিশের তরফে চালানো সচেতনতা প্রচারের রোল মডেল। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলছেন, 'এই উদ্যোগ বেশকিছু ক্ষেত্রে কাজে লাগছে। অপরাধ থেকে নেশার জালে জড়িয়ে পড়া ওই কিশোরদের বাঁচানোর পাশাপাশি তাদের সুন্দর জীবনের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

শহর সংলগ্ন মাটিগাড়া এলাকায় নেশার দাপট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরদের মধ্যেও তার জাল ছড়িয়ে পড়ছে। এলাকার বস্তি এলাকায় বাড়ি বাড়ি এই জাল ছড়িয়ে পড়ায় নেশার টাকা জোগাড়ে বাড়ছে অপরাধের সংখ্যাও। সুযোগ বুঝে বাড়ছে চুরির ঘটনা। নেশার টাকা জোগাড়ের জন্য বড়দের পাশাপাশি কিশোরদের মধ্যেও এই প্রবণতা বাড়তে থাকায় রীতিমতো কালঘাম ছুটছে পুলিশকর্মীদের। ষোলো-সতেরো বছর বয়সি ওই কিশোরদের যদি নেশার জাল থেকে ছাড়িয়ে আনা যায়, তাহলেই সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

> অপরাধ থেকে নেশার জালে জড়িয়ে পড়া ওই কিশোরদের বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তাদের সুন্দর জীবনের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
>
> **অরিন্দম ভট্টাচার্য**
> *আইসি, মাটিগাড়া থানা*

পুলিশের উদ্যোগ

- ছিঁচকে চুরিতে জড়িয়ে পড়ছে এমন কিশোরদের প্রথমে চিহ্নিত করছে পুলিশ
- এরপর তাদের পরিবারকে খুঁজে বের করা হচ্ছে
- ছেলের পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিবারের ভাবনা কী, তা বোঝার চেষ্টা করছেন পুলিশকর্মীরা

পুলিশের সূত্রে জানা গিয়েছে, চুরিতে জড়িয়ে পড়ছে এমন কিশোরদের প্রথমে চিহ্নিত করছে পুলিশ। এরপর তাদের পরিবারকে খুঁজে বের করা হচ্ছে। ছেলের পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিবারের ভাবনা কী, তা বোঝার চেষ্টা করছেন পুলিশকর্মীরা। পুলিশকর্মীদের কথায়, 'এধরনের কিশোরদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, অনেক অভিভাবকই নিজেদের ছেলে সম্পর্কে উদাসীন। অনেকে আবার ভালো করতে চাইলেও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অর্থের।' যদিও এক্ষেত্রে সেই দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন থানার পুলিশকর্মীরা।

এলাকায় থাকা নেশামুক্তিকেন্দ্রগুলোতে পাঠিয়ে প্রতি সপ্তাহে ওই কিশোরদের সঙ্গে দেখা করে আসছেন পুলিশকর্মীরা। সেইসঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের সারা সপ্তাহের প্রয়োজনীয় খাবারের সামগ্রী। সম্প্রতি চুরির অভিযোগে স্থানীয়রা আটকে রেখেছিলেন সতেরো বছরের এক কিশোরকে। পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করার পর পরিবারের অনুমতি নিয়ে পাঠানো হয় স্থানীয় নেশামুক্তিকেন্দ্রে।

বর্তমানে তার হাসিমুখের ছবি দেখিয়ে এক পুলিশকর্মী তৃপ্তির সুরে বলছিলেন, 'সেদিন ছেলেটাকে দেখে খুব কষ্ট হয়েছিল। আজকে খাবার দিয়ে আসার সময় ছেলেটার হাসিমুখের ছবি নিয়ে এলাম। সত্যি খুব ভালো লাগছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ওই নেশামুক্তিকেন্দ্রগুলোও সহযোগিতা করছে।' মাটিগাড়া থানার এই উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই যে নতুন দিশা দেখাচ্ছে, সেটা আলাদা করে বলার নেই। আর এসবের মধ্যেই মূলস্রোতে ফেরা এক কিশোরের কথায়, 'পুলিশকাকুদের কথা ভুলব না। এলাকাতেও বন্ধুদের বলছি, এই নেশা থেকে সবাই যেন দূরে থাকে।'

পিঁপড়ের ‘স্বেচ্ছামৃত্যু’!

অসুস্থ হলেই আর্জি

‘বাঁচাও আমারে মারিয়া’

পিঁপড়েদের থেকে এবং দেখে আমরা, মানুষরা চাইলে অনেক কিছু শিখতে পারি!

জীবনযন্ত্রণা ভোগের সম্ভাব্য বিভীষিকা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়, ‘বুড়ো বয়সে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের আরামের।’ হয়তো এই কারণেই বহু দেশে স্বেচ্ছামৃত্যু আইনসম্মত। আমাদের দেশেও

দেখা যায়, দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পেতে ইউথানশিয়া-র অধিকার চেয়ে কেউ হয়তো চলে গেলেন আদালতে। সেখানে যদিও ছাড়পত্র মেলে না।

এই ‘ইউথানশিয়া’ বা নিষ্কৃতি মৃত্যু নিয়ে আমাদের মধ্যে আইনি ও নৈতিক বিতর্ক থাকলেও, পিঁপড়েদের মধ্যে কিন্তু তা একেবারেই নেই। পিঁপড়েদের জগতে নাকি এই ‘স্বেচ্ছামৃত্যু’ এক সামাজিক দায়বদ্ধতা! সম্প্রতি এক গবেষণায় এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে, যা শুনে অবাক বিজ্ঞানী মহলও। দেখা যাচ্ছে, একটি পিঁপড়ের কলোনিতে যখন কোনও তরুণ সদস্য গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন সে নিজেই নাকি বাকিদের কাছে সংকেত পাঠায়—‘আমায় মেরে দাও!’

পিঁপড়েদের এই আচরণকে বিজ্ঞানীরা দেখছেন কলোনির স্বার্থে ‘আত্মত্যাগ’ হিসাবে। অসুস্থ বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত কচিকাঁচা পিঁপড়েরা এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক সংকেত (ফেরোমোন) বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। কলোনির সুস্থ ও কর্মক্ষম পিঁপড়েরা সেই সংকেত পেয়েই দ্রুত অসুস্থদের সরিয়ে দেয়, যাতে রোগটি মহামারির মতো ছড়িয়ে না পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ‘সরিয়ে দেওয়া’র অর্থ দাঁড়ায় মৃত্যু। এটি আসলে এক ধরনের জৈব-কোয়ারান্টিন বা পিঁপড়ে সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখার মিশন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, পিঁপড়েরা বুঝতে পারে, রোগের প্রকোপ যদি কলোনিতে

একবার ছড়ায়, তাহলে পুরো সাম্রাজ্যটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই ব্যক্তিগত অস্তিত্বের চেয়ে তাদের কাছে কলোনির স্বাস্থ্য অনেক বেশি জরুরি। তারা যেন নিজেরাই নিজেদের ওপর মৃত্যুদণ্ড চাপিয়ে নেয়— কেবল বাকিদের বাঁচানোর জন্য।

সুতরাং, মানুষের জন্য যা গভীর বিতর্কের বিষয়, পিঁপড়েদের কাছে তা কলোনিকে সুস্থ রাখার এক শীতল, কঠিন এবং নিঃস্বার্থ কর্তব্য। পিঁপড়েদের এই সহজ সরল অথচ

অত্যন্ত গভীর সমাজচেতনা দেখে এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে—কে বেশি সভ্য? আমরা যারা

‘নিষ্কৃতি মৃত্যু’ নিয়ে হাজারো দ্বিধায় ভুগি, নাকি পিঁপড়েরা, যারা নীরবে কলোনির স্বার্থে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে? সমাজের জন্য আত্মত্যাগের প্রশ্নে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের চেয়ে অন্তত অনেক এগিয়ে পিঁপড়েরা।

টু মিনিটস নুডলস-এর মতো দু’মিনিটেই ঘুম। মিলিটারি স্লিপ মেথডে নাকি মিনিটের কাঁটা কিছুটা গড়াতে না গড়াতেই আপনার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসবে। গভীর ঘুম নেমে আসবে আপনার চোখে। কিচ্ছুটি টের পাবেন না, পৃথিবী রসাতলে গেলেও! সত্যিই কি তা-ই? সুদীপ মৈত্র

‘মিলিটারি স্লিপ মেথড’

কতটা কার্যকর

অনিদ্রা আজ বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সমস্যা। রাতে বিছানায় গিয়ে শপথ করেও মোবাইল দূরে রাখা যায় না, আবার পড়ে থাকে অজস্র চিন্তার ভিড়—কখনও ঘড়ির টিকটিক শব্দেই কেটে যায় রাত। এই অবস্থায় অনেকেই ভরসা রাখছেন হোয়াইট নয়েজ, ঘুমপাড়ানি সুগন্ধি বা স্লিপ মাস্কে। এই আবহেই সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেটে নতুন করে ভাইরাল হয়েছে তথাকথিত ‘মিলিটারি স্লিপ মেথড’, যা নাকি মাত্র দু’মিনিটে ঘুম আনতে সক্ষম।

এই পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত ‘রিল্যাক্স অ্যান্ড উইন’ বইয়ে। দাবি করা হয়, মার্কিন নৌবাহিনীর পাইলটরা অত্যন্ত চাপের মধ্যেও দ্রুত বিশ্রাম নিতে এই কৌশল ব্যবহার করতেন। যদিও এই দাবির বৈজ্ঞানিক উৎস খুব স্পষ্ট নয়, পদ্ধতিটির ধাপগুলি পরিচিত ‘শরীর-মনের শিথিলকরণ কৌশল’-এর সঙ্গেই মেলে।

কীভাবে কাজ করে এই পদ্ধতি

এই কৌশলে ধাপে ধাপে শরীর ও স্নায়ুতন্ত্রকে শিথিল করা হয়।

■ **শ্বাস-প্রশ্বাসে মনোযোগ :** আরাম করে শুয়ে গভীর ও ধীর শ্বাস নিন।

■ **মুখের পেশি শিথিল :** কপাল, চোখ, গাল, চোয়াল—সব পেশি আলগা করুন।

■ **কাঁধ ও হাত :** কাঁধের টান নামিয়ে দিন, হাতের উপরের অংশ থেকে আঙুল পর্যন্ত শিথিল হতে দিন।

■ **শরীরের বাকিটা :** বুক, পেট, কোমর, উরু ও পায়ের পেশিগুলো ধীরে ধীরে আলগা করুন।

■ **মনকে শান্ত করা :** ১০ সেকেন্ড ধরে এমন একটি শান্ত দৃশ্য কল্পনা করুন যা মনকে স্থির করে।

পদ্ধতিটি মূলত ‘প্রোগ্রেসিভ মাসল রিল্যাক্সেশন, কন্ট্রোল্ড ব্রিদিং এবং ইমেজারি’-র সমন্বয়।

বৈজ্ঞানিক দিক

‘দু-মিনিটে ঘুম আসবেই’—এমন দাবির পক্ষে কঠোর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। গবেষণা বলছে—ধীর শ্বাস-প্রশ্বাস, ধাপে ধাপে পেশি শিথিল এবং মনোসংযোগ বা কল্পনা—এসব কৌশল ‘প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম’ সক্রিয় করে শরীরকে বিশ্রাম মোডে নিয়ে যায়। ভারতের যোগচর্চায় প্রচলিত ‘যোগনিদ্রা’-র সঙ্গেও এর মিল রয়েছে। যার নিয়মিত অভ্যাস স্নায়ুচাপ কমিয়ে ঘুমকে সহজ করতে পারে।

সার কথা

সোজাসাপটা বললে, এই পদ্ধতি সবার ক্ষেত্রে দু’মিনিটে ঘুম আনবে—এমন নিশ্চয়তা নেই। তবে এটি একটি কার্যকর শিথিলকরণ কৌশল, যা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঘুমের প্রস্তুতিতে সাহায্য করে।

গবেষণায় উদ্বেগ

২০৫০ সালের মধ্যেই পানীয় জলের আকাল

বিশ্বজুড়ে দ্রুতহারে চলতে থাকা নগরায়ণ আগামী দিনে এক ভয়াবহ জল-সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এই বিষয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গবেষণাটি সতর্ক করে জানিয়েছে, যদি শহরাঞ্চলের বিস্তার এখনকার মতো অনিয়ন্ত্রিত গতিতে চলতে থাকে, তবে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরাপদ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হবেন। এই পরিস্থিতি কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই নয়, উন্নত বিশ্বের অনেক অঞ্চলেও প্রভাব ফেলবে।

গবেষকরা বলছেন, অপরিকল্পিতভাবে শহর ও নগরের দ্রুত প্রসারণই এই সমস্যার মূল কারণ। এর ফলে বহু জায়গায় জলাভূমি ভরাট করা হচ্ছে, কৃষি জমি নগরের পেটে চলে যাচ্ছে এবং নদী ও ভূগর্ভস্থ জলের মতো প্রাকৃতিক জল-উৎসগুলির ওপর চরম চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এই লাগামহীন বৃদ্ধির কারণে জলের গুণমান ও সরবরাহ—দুটিই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শহরাঞ্চল যখন দ্রুত বেড়ে যায়, তখন তা আশেপাশের জল-চক্রকে ব্যাহত করে, যার ফলে অনেক অঞ্চলে জলের তীব্র অভাব দেখা দেয়। আবার একইসঙ্গে বন্যা ও জল দূষণের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের এই আসন্ন অভাব মোকাবিলা করতে গবেষকরা অবিলম্বে জরুরি পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, নগর পরিকল্পনার সময় এখন থেকেই টেকসই জল ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেওয়া আবশ্যিক। কার্যকরভাবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জল-পুনর্ব্যবহারের আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং জল-উৎসগুলিকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য কঠোর পরিবেশ আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা দরকার। মানুষের স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পরিবেশের সুরক্ষার জন্য এই দূরদর্শী এবং জরুরি পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার কোনও বিকল্প নেই। এই সংকট মোকাবিলায় সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে ২০৫০ সালের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

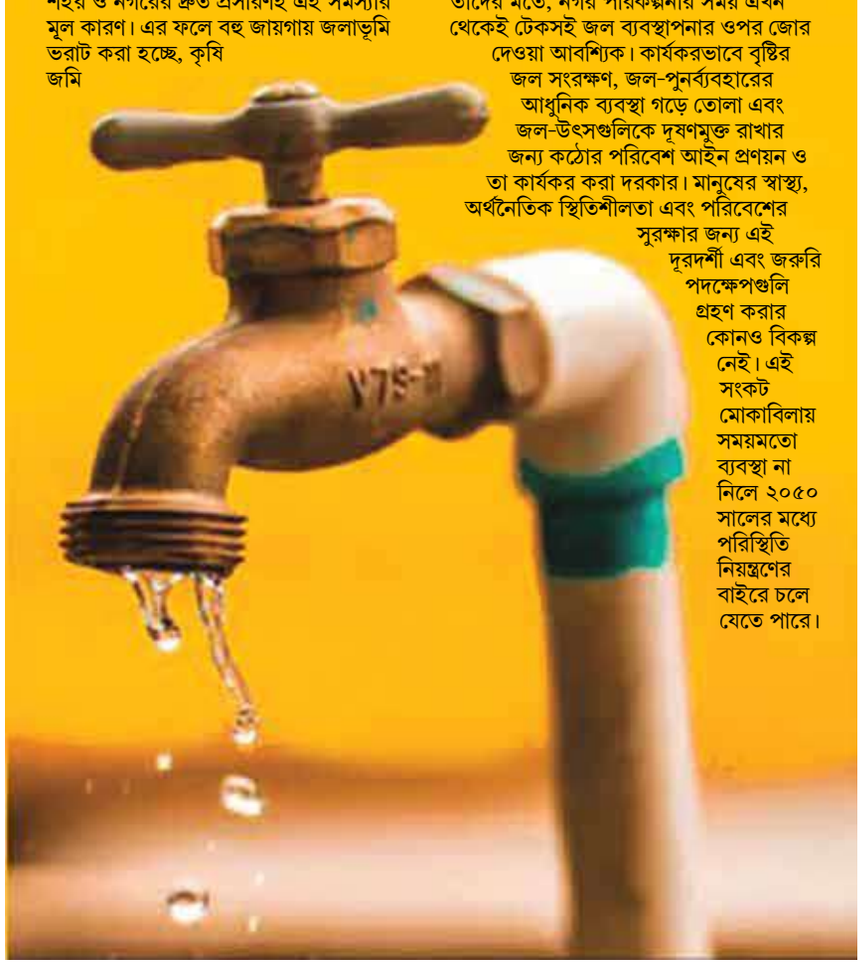

রুপোর চমকে ম্লান সোনাও

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

২০২৫-এর শেষ লগ্নে পৌঁছে গিয়েছি আমরা। চলতি বছর লগ্নিকারীদের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। একদিকে সোনা-রুপোর দাম সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে লগ্নিকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। অন্যদিকে, শেয়ার বাজার সামান্য উঠলেও অধিকাংশ লগ্নিকারী লাভের মুখ দেখেননি। যদিও দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি সর্বকালীন উচ্চতার নয়া রেকর্ড গড়েছে। সব মিলিয়ে চলতি বছরে লগ্নির বাজার কাঁপিয়েছে দুই মূল্যবান ধাতু সোনা এবং রুপো। আবার সবাইকে অবাক করে দিয়ে বেশি চমক দেখিয়েছে রুপো।

চলতি বছরে রুপোর দাম প্রায় ১২০ শতাংশ বেড়েছে। প্রথমবারের মতো রুপোর দাম ২ লক্ষ টাকা পেরিয়েছে। ১৯৭৯-তে রুপোর দামে এমন বড় পরিবর্তন এসেছিল। রুপোর দামে এই উত্থান আগামী বছর ২০২৬-এও বজায় থাকতে পারে। মাঝেমধ্যে সংশোধন হলেও ২০২৬-এর শেষে রুপোর দাম প্রতি কেজিতে ২.৫ লক্ষ টাকা পৌঁছে যেতে পারে। রুপোর দামে এই উত্থানকে মুনাফায় রূপান্তরিত করার সুযোগ নিতে পারেন লগ্নিকারীরা।

কেন বাড়ছে রুপোর দাম?

▶ রুপোর দাম বাড়ার প্রধান কারণই হল ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং উৎপাদন ঘাটতির ফারাক। বিগত কয়েক বছরে চাহিদা বাড়লেও রুপোর জোগান সেভাবে বাড়েনি।

▶ বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের দাবি, ২০২৬-এও রুপোর জোগানে ঘাটতি বজায় থাকবে।

▶ শিল্প জগতে গ্রিন এনার্জির হাত ধরে রুপোর চাহিদা লাগাতার বাড়ছে। বিশেষত, সোলার প্যানেল তৈরিতে রুপোর ব্যবহার এই মূল্যবান ধাতুকে দিন দিন আরও মহার্ঘ করে তুলেছে।

▶ আন্তর্জাতিক বাজারেও রুপোর দাম লাগাতার ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে।

▶ রুপোয় লগ্নির একাধিক বিকল্পও এই ধাতু নিয়ে আগ্রহী করেছে লগ্নিকারীদের।

▶ সোনার মতো রুপো বন্ধক রেখেও এখন ঋণ পাওয়া যায়। সবাধিক ১০ কেজি রুপোর গয়না এবং সবাধিক ৫০০ গ্রাম রুপোর কয়েন বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া যায়। এই সুবিধাও লগ্নিকারীদের উৎসাহ জুগিয়েছে।

▶ আমেরিকায় আর্থিক মন্দা আসার আশঙ্কা এখনও রয়েছে। তাই অনেক লগ্নিকারীর আস্থা বেড়েছে রুপোয়।

কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

গয়না বা বাসনপত্র : প্রাচীনকাল থেকে এদেশে রুপোর বাসনপত্রের বিপুল গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে রুপোর গয়নার ব্যবহারও বাড়ছে। রুপোর গয়না বা বাসনপত্র কিনে রাখলে তা ভবিষ্যতের জন্য বড় সঞ্চয় হয়ে উঠতে পারে।

বার বা কয়েন : বর্তমানে অনেক ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা বিভিন্ন ওজনের রুপোর কয়েন বা বার বিক্রি করে। সঞ্চয়ের জন্য বার বা কয়েন উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। কারণ, এক্ষেত্রে মজুরি লাগে না।

কমোডিটি এক্সচেঞ্জ : এমসিএক্সের মতো কমোডিটি এক্সচেঞ্জে রুপো কেনাবেচা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বেশি মূলধন প্রয়োজন হয়।

সিলভার ইটিএফ : বর্তমানে রুপোয় লগ্নির সব থেকে জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে সিলভার ইটিএফ। এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড বা ইটিএফ হল এক ধরনের বিনিয়োগ যা কোনও সূচক, সম্পদ বা পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে ওঠানামা করে। এই ইটিএফ স্টক এক্সচেঞ্জে কেনাবেচা করা যায়।

২০২১-এর নভেম্বরে দেশের বাজারে প্রথম চালু হয়েছিল সিলভার ইটিএফ। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ফান্ড হাউস ১২টি সিলভার ইটিএফ চালু করেছে। এই ইটিএফগুলিতে প্রায় ৬ লক্ষ লগ্নিকারী লগ্নি করেছেন।

সিলভার ইটিএফের লগ্নির আগে কয়েকটি বিষয় জানতে হবে—

▶ নয়া সিলভার ইটিএফের ক্ষেত্রে ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতা, আয়-ব্যয়ের হিসাব, লকইন পিরিয়ড, ন্যূনতম বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলি দেখতে হবে।

▶ বাজারে চালু থাকা সিলভার ইটিএফে লগ্নির আগে বর্তমান ন্যাভ, বিগত দিনের রিটার্ন, ফান্ডের আকার ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে।

▶ সিলভার ইটিএফে বিনিয়োগ ৩ বছরের মধ্যে তুলে নিলে মুনাফা বিনিয়োগকারীদের আয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেই অনুযায়ী কর দিতে হবে। ৩ বছর পরে তুললে মুনাফা ২০ শতাংশ পোস্ট ইনডেক্সেশন হারে কর দিতে হবে।

রুপোর দামের ইতিহাস

সাল	মূল্য প্রতি কেজি
১৯৮১	২৭১৫
১৯৯০	৬৪৬৩
২০০০	৭৯০০
২০০৪	১১৭৭০
২০০৮	২৩৬২৫
২০১০	২৭২৫৫
২০১১	৫৬৯০০
২০১৪	৪৩০৭০
২০১৭	৩৭৮২৫
২০১৯	৪০৬০০
২০২০	৬৩৪৩৫
২০২১	৬২৫৭২
২০২২	৫৫১০০
২০২৩	৭৮৬০০
২০২৪	৯৫৭০০
২০২৫	২০৮০০০

মনে রাখতে হবে

▶ প্রথমেই আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং আর্থিক লক্ষ্য বিচার করতে হবে। সেই অনুযায়ী করতে হবে বিনিয়োগের পরিকল্পনা।

▶ দীর্ঘ মেয়াদে অর্থাৎ ন্যূনতম ৩-৫ বছর মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

▶ যে কোনও মাধ্যমে লগ্নির মতোই রুপোয় লগ্নিতেও ঝুঁকি আছে। তাই পোর্টফোলিওর ৫-১০ শতাংশ এই খাতে লগ্নি করা যেতে পারে।

▶ শুধুমাত্র লগ্নিই উদ্দেশ্য হলে 'সিলভার ইটিএফ' বেছে নেওয়া যেতে পারে।

▶ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

সেরা কয়েকটি সিলভার ইটিএফ

নাম	৩ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)
অ্যাক্সিস সিলভার ইটিএফ	১৯৬.৭৪
আদিত্য বিড়লা সিলভার ইটিএফ	১৯৪.৭১
নিপ্পন সিলভার ইটিএফ	১৯৩.৬৯
এইচডিএফসি সিলভার ইটিএফ	১৯৩.০৯
ডিএসপি সিলভার ইটিএফ	১৮৬.৮৬

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

একই গণ্ডিতে আটকে সূচক

মিড স্মল ক্যাপ বড়ই ম্রিয়মান

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতীয় শেয়ার বাজার পণ করে ফেলেছে সে নামবেও না উঠবেও না। কিছুদিন আগে নিফটি এবং সেনসেক্স তাদের নতুন সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়ে ফেললেও বৃহত্তর বাজারে দুর্বলতা কিন্তু চোখে পড়ছে। বিশেষত স্মল ও মিড ক্যাপ শেয়ারগুলিতে। গোটা বছর জুড়েই মিড ও স্মল ক্যাপ লার্জ ক্যাপ কোম্পানির তুলনায় বড়ই ম্রিয়মাণ হয়ে রয়েছে। বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডাররা অনেক বেশি ঝুঁকে পড়ছেন লার্জ ক্যাপগুলির দিকে।

ফলে পর পর কয়েকদিন নিফটি এবং সেনসেক্স পতন দেখলেও শুক্রবার তারা তেড়েফুঁড়ে বৃদ্ধি দেখায়। নিফটি ১৫০.৮৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে বন্ধ হয় ২৫৯৬৬.৪০ পয়েন্টে। সেনসেক্স ৪৪৭.৫৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে বন্ধ হয় ৮৪৯২৯.৩৬ পয়েন্টে। উত্থান এসেছে প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডেক্সে। নিফটি ব্যাংক (০.২৭ শতাংশ), নিফটি আইটি (০.১৫ শতাংশ), বিএসই স্মল ক্যাপ (১.২৫ শতাংশ), বিএসই মিড ক্যাপ (১.২৬ শতাংশ), নিফটি অটো (১.২৩ শতাংশ), বিএসই ক্যাপিটাল গুডস (১.৬৫ শতাংশ), বিএসই হেল্থকেয়ার (১.১৪ শতাংশ), বিএসই অয়েল অ্যান্ড গ্যাস (০.৭৭ শতাংশ) উত্থান দেখে।

বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার আমেরিকার বাজার শক্তিশালী উত্থান দেখায়। শুক্রবার প্রায় সমস্ত এশীয় এবং ইউরোপীয় বাজারেও উত্থান চোখে পড়েছে। ওইদিন ন্যাসড্যাক ১.৩১ শতাংশ উত্থান নিয়ে বন্ধ হয়। ভারতীয় শেয়ার বাজারে স্বস্তি আসার আরেকটি কারণ হিসেবে ডলারের দুর্বলতা ধরা যেতে পারে। যে ডলার ৯১.০৭ টাকা অবধি বৃদ্ধি পেয়েছিল তা শুক্রবার বেলাশেষে অনেকটাই শক্তি হারিয়েছে এবং বন্ধ হয়েছে ৮৯.৫৮ টাকায়। যা ভারতের আমদানি করা কোম্পানিগুলিকে নিঃসন্দেহে স্বস্তি দিয়েছে। বিশেষত ক্রুড অয়েল এবং গ্যাস কোম্পানিগুলিকে। এরা বহু বিলিয়ন ডলারের কাঁচা জ্বালানি তেল ভারতে আমদানি করে থাকে রাশিয়া, বিভিন্ন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ, নাইজিরিয়া প্রভৃতির কাছ থেকে।

আমেরিকাতে সিপিআই মূল্যবৃদ্ধি মাত্র ২.৭ শতাংশ আসায় তা বিনিয়োগকারীদের ভরসা বৃদ্ধি করেছে যে, ফেডারেল রিজার্ভ ২০২৬-এ পুনরায় একাধিক ইন্টারেস্ট রেট কমানোর পথে হাঁটতে পারে। তবে ভারত এখন তাকিয়ে রয়েছে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যিক চুক্তির দিকে। এই বছরেই যে চুক্তি সম্পাদিত হবে এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভারতের ওপরে বসানো ৫০ শতাংশ শুল্ক কমানোর কোনও ইঙ্গিত আমেরিকা এখনও দেয়নি। অথচ ভারতের বিভিন্ন অয়েল এবং গ্যাস কোম্পানি কিন্তু ইতিমধ্যেই রাশিয়ার কাছ থেকে কাঁচা জ্বালানি তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে। শুক্রবার ভারতীয় বাজারে যে শেয়ারগুলি সবাধিক উত্থান দেখে তার মধ্যে রয়েছে ওলা ইলেক্ট্রিক, টাটা এলিক্সি, আইটিআই, মাদারসন সুমি ওয়্যারিং, জেকে টায়ারস, কেপিআইটি টেক, দীপক নাইট্রাইট, ওয়ারি এনার্জি, সিয়েট।

যে শেয়ারগুলিতে ভালো পতন এসেছে তার মধ্যে রয়েছে টানলা প্ল্যাটফর্ম, ব্লু স্টার , কিলোস্কার অয়েল, আদানি টোটাল গ্যাস প্রভৃতি। এদিন বহু কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতম স্তরে উঠে যায়। এর মধ্যে রয়েছে শ্রীরাম ফিন্যান্স, লরাস ল্যাবস, ইন্ডিয়া সিমেন্টস, ক্যানফিন হোমস, অশোক লেল্যান্ড, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক, ফেডারেল ব্যাংক, বেদান্ত, টাইটান, হিন্দুস্থান কপার, হিন্দালকো প্রভৃতি।

৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে এমন কয়েকটি নাম হল সুমিতোমো ক্যামিক্যালস, জ্যোতি ল্যাবস, এইচএফসিএল প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহের শেষ দিনে ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। টানা চারদিন পতনের পর শুক্রবারের বড় উত্থান ফের আশা জাগিয়েছে। পাঁচদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮৪৯২৯.৩৬ এবং ২৫৯৬৬.৪০ পয়েন্টে। দুই সূচক খুইয়েছে যথাক্রমে ৩৩৮.৩ এবং ৮০.৫৫ পয়েন্ট। শুক্রবার ঘুরে না দাঁড়ালে পরিস্থিতি আরও নেতিবাচক হত। পরিস্থিতির বড় কোনও পরিবর্তন না হলে আগামী সপ্তাহে শেয়ার বাজারে ঊর্ধ্বগতি দেখা যেতে পারে। যে কোনও পতনকে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। লগ্নি করতে হবে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নিকারীদের লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোয় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে সপ্তাহ শেষে বড় উত্থান দেখা গিয়েছে। সেই রেশ লেগেছে এদেশের শেয়ার বাজারে। আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধির হার প্রত্যাশার থেকে কম হওয়ায় তার প্রভাব পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে। সপ্তাহের শেষ দুই লেনদেনের দিনে ভারতীয় শেয়ার বাজারে বড় মাপের লগ্নি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। তাদের শেয়ার কেনার এই প্রবণতা বজায় থাকলে আগামী সপ্তাহে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি।

সম্প্রতি মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার দাম রেকর্ড নীচে নেমে গিয়েছিল। ১ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে মূল্য পৌঁছে গিয়েছিল ৯১ টাকার ওপরে। শুক্রবার টাকার দাম বেড়ে তা ৮৯ টাকা ২৭ পয়সায় পৌঁছেছে। যা লগ্নিকারীদের লগ্নিতে উৎসাহ জুগিয়েছে। টাকার দাম স্থিতিশীল হলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে নথিভুক্ত সংস্থাগুলির প্রোমোটার গোষ্ঠীও। চলতি বছরে এই প্রোমোটাররা ১.৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নিজের সংস্থার শেয়ার বিক্রি করেছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। এই প্রবণতা কমলে বা বিপরীতমুখী হলে চাঙ্গা হবে শেয়ার বাজার।

আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি এখনও চূড়ান্ত না হওয়া শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই চুক্তি চূড়ান্ত হলে ভারতীয় শেয়ার বাজারে প্রাণ ফিরবে। এর পাশাপাশি চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে বিভিন্ন সংস্থা কেমন ফল প্রকাশ করে নজর থাকবে সেই দিকেও।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের পর ফল প্রকাশ শুরু করবে প্রথম সারির সংস্থাগুলি। সেই ফল প্রত্যাশা পূরণ করলে বড় মাপের উত্থান হতে পারে শেয়ার বাজারে।

অন্যদিকে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েও চমক কমেনি সোনা ও রুপোর। আগামী দিনে আরও চমক দেখাতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **জেনেসিস ইন্টারন্যাশনাল :** বর্তমান মূল্য-৪২৭.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৫৫/৩৯০, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৩৮০-৪১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৮৩, টার্গেট-৬৫০।

■ **আরভিএনএল :** বর্তমান মূল্য-৩১৯.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫০২/৩০১, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩০০-৩১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৬৫৪৩, টার্গেট-৪৩৫।

■ **মিশ্র ধাতু নিগম :** বর্তমান মূল্য-২৯৭.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৯/২২৭, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২৭০-২৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৫৬৮, টার্গেট-৩৮০।

■ **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-২৩২.৮৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৩/২০৫, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-২১০-২৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯২৯৮২, টার্গেট-২৭০।

■ **টিএমপিভি :** বর্তমান মূল্য-৩৫২.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৮৬/৩২১, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৩৩০-৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৯৮৫৭, টার্গেট-৪৩৫।

■ **আইডিবিআই ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৯৮.১৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৭/৬৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৯০-৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৫৫১৩, টার্গেট-১৩২।

■ **অনন্তরাজ :** বর্তমান মূল্য-৫৫১.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৪৭/৩৬৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫০০-৫৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯৮৩৬, টার্গেট-৭৫০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ডিভিস ল্যাব

● **সেক্টর :** ফার্মা সিউটিক্যালস অ্যান্ড ড্রাগস ● **বর্তমান মূল্য :** ৬৪৭৮ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৪৯৫৫/৭০৭১ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১৭১৯৮৩ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ৫৬৩.৮৭ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৪৬ ● **ইপিএস :** ৯৩.৬১ ● **পিই :** ৬৯.২১ ● **পিবি :** ১১.৪৯ ● **আরওসিই :** ২০.৪ শতাংশ ● **আরওই :** ১৫.৪ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৭২০০

একনজরে

■ ১৯৯০-এ প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা এপিআই, ইন্টারমিডিয়েটস এবং নিউট্রাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস তৈরি করে।

■ ৩০টিরও বেশি জেনেরিক এপিআই ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করে এই সংস্থা।

■ আমেরিকা, ইউরোপ, জাপানের অর্ধেকেরও বেশি প্রথম সারির সংস্থা ওষুধ তৈরির কাঁচামালের জন্য এই সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদে চুক্তি করেছে।

■ দেশে ৬টি কারখানা এবং ৩টি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে এই সংস্থার।

■ ১৬০টিরও বেশি পণ্য উৎপাদন করে এই সংস্থা।

■ সংস্থার আয়ের ৯০ শতাংশ আসে রপ্তানি থেকে।

■ সংস্থার ঋণের পরিমাণ একেবারেই নগণ্য।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ১৭ শতাংশ বেড়ে ২৮৬০ কোটি এবং নিট মুনাফা ৩৫ শতাংশ বেড়ে ৬৮৯ কোটি টাকা হয়েছে।

■ সংস্থার ৫১.৮৯ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের হাতে। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৯.৭৬ শতাংশ এবং ১৯.৩৯ শতাংশ।

■ প্রভুদাস লীলাধর, শেয়ার খান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

হত্যার আগে দীপুর পুলিশ হেপাজত নিয়ে প্রশ্ন

ময়মনসিংহে ধৃত ৭, হিন্দু হত্যায় ধিক্কার প্রিয়াংকার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর: মব সন্ত্রাসীদের হাতে গণপিটুনিতে নৃশংসভাবে খুন হওয়ার আগে ময়মনসিংহের হিন্দু তরুণ দীপুচন্দ্র দাস কি পুলিশ হেপাজতে ছিলেন? বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনের শেয়ার করা একটি ভিডিও সেই প্রশ্নই তুলে দিয়েছে। ওই ভিডিও-র সত্যতা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' যাচাই করেনি। তাতে দেখা গিয়েছে, ফুলহাতা সোয়েট শার্ট ও ট্রাউজার্স পরা দীপুচন্দ্র দাস একটি ঘরে বসে কয়েকজনকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছেন। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের পরনে পুলিশের পোশাক ছিল দাবি করা হয়েছে। বাইরে তখন প্রচুর মানুষের ভিড়।

তসলিমা লিখেছেন, 'দীপুচন্দ্র দাস ময়মনসিংহের ভালুকার একটি কারখানায় কাজ করতেন। গরিব শ্রমিক ছিলেন তিনি। একদিন তাঁর একজন মুসলিম সহকর্মী কিছু গুরুতর বিষয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাই ভিড়ের মধ্যে থেকে তিনি জানিয়ে দেন, দীপু মহম্মদের বিষয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। সেটাই যথেষ্ট ছিল।' লেখিকা জানিয়েছেন, দীপুকে হায়েনার মতো ঘিরে ধরে মারধর শুরু হয়। পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নেয়। অর্থাৎ পুলিশি নিরাপত্তাতেই ছিল দীপু। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তসলিমার বক্তব্য, 'জেহাদিদের চাপেই কি দীপুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ নাকি জেহাদিরাই পুলিশের হেপাজত থেকে দীপুকে নিয়ে চলে গিয়েছিল?'

ওই হিন্দু তরুণকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় ইতিমধ্যে ময়মনসিংহে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। কিন্তু এখনও এলাকার পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে। দীপুচন্দ্র দাসের বাবা রবিলাল দাস ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় শোকে মুহ্যমান। তিনি বলেন, 'আমরা ফেসবুকে গোটা ঘটনা দেখেছি। ওকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে। ওরা আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে গাছে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমার ছেলের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।'

এদিকে দীপুকে হত্যার ঘটনার নিন্দায় একযোগে সরব হলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, শশী থারুর, অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ, চন্দ্রশেখর আজাদ, প্রিয়াংকা চতুর্বেদী প্রমুখ। ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ এক্সে লিখেছেন, 'হিন্দু তরুণ দীপুচন্দ্র দাসকে নৃশংসভাবে হত্যার খবর অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোনও সভ্য সমাজে ধর্ম, জাত অথবা পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য, হিংসা এবং হত্যার ঘটনা মানবতাবিরোধী অপরাধ।' প্রিয়াংকার দাবি, 'প্রতিবেশী দেশে হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হিংসার ঘটনা মাথায় রেখে ভারত সরকারের উচিত বাংলাদেশ সরকারের সামনে তাঁদের সুরক্ষার বিষয়টি কঠোরভাবে তুলে ধরা।'

অপরদিকে তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, 'বাংলাদেশজুড়ে মবের যে শাসন চলছে তাতে একটি অসহনীয় ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটেছে। অবর্ণনীয় অপরাধীদের হাতে এই গরিব হিন্দু ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপনের পাশাপাশি আমি বাংলাদেশ সরকারের তরফে জারি করা নিন্দাসূচক বার্তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। কিন্তু অবশ্যই জানতে চাইব, তারা হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে কী করছে? এই ধরনের ঘটনা আর যাতে না ঘটে তার জন্যই বা তারা কী পদক্ষেপ করেছে?'

বাংলাদেশজুড়ে নতুন করে অরাজকতা শুরু হওয়ায় ইউনূস সরকারকে নিশানা করেছেন হাসিনা সরকারের তথ্যমন্ত্রী মহম্মদ আলি আরাফাত। এক্সে তিনি লিখেছেন, শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে তাঁর সমর্থকরা শুক্রবার শাহবাগে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন। কিন্তু পরে সেই জমায়েত তৌহিদি জনতার জসিমুদ্দিন রহমানি এবং আতাউর রহমান বিক্রমপুরীর মতো নেতাদের কবজায় চলে যায়।

ওসমান হাদির হত্যাকারীর সাজার দাবিতে বিক্ষোভ। ঢাকায় শনিবার। ইনসেটে পুলিশ হেপাজতে দীপু।

> জেহাদিদের চাপেই কি দীপুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ নাকি জেহাদিরাই পুলিশের হেপাজত থেকে দীপুকে নিয়ে চলে গিয়েছিল?
> **তসলিমা নাসরিন**

> দীপুচন্দ্র দাসকে নৃশংস হত্যার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোনও সভ্যসমাজে ধর্ম, জাত অথবা পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য, হিংসা এবং হত্যার ঘটনা মানবতাবিরোধী অপরাধ।
> **প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা**

'আব্বু আমাকে নাও', জ্বলতে জ্বলতে অন্তিম আর্তি ছোট্ট আয়েষার

ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর : মাঝ রাতে আগুন আর ধোঁয়ায় ঘুম ভেঙে যায় নাজমা বেগমের। দাউদাউ করে আগুনে জ্বলছিল ঘর। সেই আগুনে পুড়ছিল নাজমার বুকের ধন বছর সাতের কন্যা আয়েষা আক্তার। চিৎকার করছিল, 'আব্বু, আমাকে নাও, আমাকে নাও।' চোখের সামনে সেই দৃশ্য দেখলেও কোনওভাবেই নাজমা পারেননি মেয়ের কাছে পৌঁছোতে। শনিবার সকালে ভস্মীভূত ঘরের পাশে বসে বিলাপ করে কেবল সেই কথাই বলছিলেন তিনি।

নাজমার চোখের জল শুকিয়ে গেলেও বিলাপ থামেনি। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলছিলেন, 'আগুন লাগার পর বড় মেয়ে আর মেজ মেয়েকে টিনের ফাঁক দিয়ে ঘর থেকে বের করা হয়। ছোট মেয়েটা শুধু চিৎকার করছিল—আব্বু আমাকে নাও, আমাকে নাও বলে। কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমার চোখের সামনে মেয়েটা পুড়ে গেল। ক্ষণে ক্ষণে মাটি চাপড়ে চিৎকার করে উঠছিলেন নাজমা বেগম, 'আয়েষা, মা রে। তুই কোথায় গেলি?' বলতে বলতে জ্ঞান হারান মহিলা।

ঘটনাটি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামের সুতারগোপ্তা এলাকার। নিহত নাবালিকার বাবা বেলাল হোসেন লক্ষ্মীপুর সদর বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও স্থানীয় সার-কীটনাশক ব্যবসায়ী। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে দরজায় তালা লাগিয়ে পেট্রোল ঢেলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাতেই মৃত্যু হয় আয়েষার। গুরুতর দগ্ধ হন দুই মেয়ে—বীথি (১৭) ও স্মৃতি (১৪)। তাঁদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। বেলাল ও তাঁর স্ত্রীও গুরুতর আহত হন।

পড়শিরা জানান, রাতের খাবার খেয়ে পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ আগুন লাগলে আশপাশের লোকজন ছুটে এলেও আগুনের ভয়াবহতায় কেউ কাছে যেতে পারেননি। জেলা বিএনপির নেতারা ঘটনাটিকে নৃশংস ও পরিকল্পিত নাশকতা বলে দাবি করে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ওসি মো ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। পরিকল্পিত হলে কারা জড়িত, কী উদ্দেশ্যে—তা খুঁজে বের করা হবে।

শনিবার বিকেলে পারিবারিক কবরস্থানে আয়েষার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শোকস্তব্ধ বেলাল বলেন, 'আমার মেয়ের হত্যার বিচার চাই। দোষীরা যেন শাস্তি পায়—এটাই আমার এক ও একমাত্র দাবি।'

১৫০ কম্পিউটার লুট

ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের ওপর নজিরবিহীন হামলার সাক্ষী থাকল ঢাকা। শুক্রবার গভীর রাতে দ্য ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর দপ্তরে তাণ্ডব চালায় উন্মত্ত জনতা। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের পাশাপাশি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাংবাদিক ও কর্মীদের কার্যত বন্দি করে রাখা হয়। দুই সংবাদমাধ্যম মিলিয়ে অন্তত ১৫০টি কম্পিউটার ও বিপুল ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম লুট হয়েছে। লুট হয়েছে খাবারদাবারও।

কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ে দ্য ডেইলি স্টারের দপ্তরে রাত বারোটা নাগাদ হানা দেয় হামলাকারীরা। কাচের দরজা ভেঙে ঢুকে আসবাব, ক্যামেরা, হার্ডডিস্ক গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ছিঁড়ে ফেলা হয় শহিদ আবু সঈদ ও মির মাহফুজুর রহমান মুন্ধের পোস্টার। একাধিক তলায় আগুন ধরানো হলে ঘন ধোঁয়ায় আটকে পড়েন ২৮ জন সাংবাদিক ও কর্মী। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা ছাদে আশ্রয় নেন। ভোর পাঁচটা নাগাদ দমকল, পুলিশ ও সেনার যৌথ তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়। ভয়াবহ ক্ষতির জেরে ৩৪ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার ছাপা সংস্করণ প্রকাশ করতে পারেনি দ্য ডেইলি স্টার।

একই সময়ে কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর সদর দপ্তরেও হামলা চলে। প্রথমে পুলিশ প্রতিরোধ করলেও পরে জনতা ফের জড়ো হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। কম্পিউটার, সিসিটিভি, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও ক্যাশ লকার নষ্ট করা হয়। ভবনের প্রথম দুটি তলা ভস্মীভূত হয়। প্রাণ বাঁচাতে এক কর্মী পাশের বাড়িতে ঝাঁপ দিয়ে গুরুতর আহত হন। প্রথম আলোর ছাপা সংস্করণ বন্ধ থাকে এবং প্রায় ১৭ ঘণ্টা অনলাইন পরিষেবা স্থগিত হয়।

সংবাদমাধ্যমের দপ্তরে তাণ্ডব

হিংসা ছড়িয়ে পড়ে ঢাকার অন্যান্য এলাকাতেও। ধানমন্ডিতে ছায়ানট ভবন, উদীচীর দপ্তর ও বঙ্গবন্ধু ভবনের অংশবিশেষে হামলা হয়। চট্টগ্রাম, রাজশাহি, উত্তরা সহ বিভিন্ন শহরে অশান্তি ছড়ায়। পুলিশের দাবি, শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যু ঘিরে ক্ষোভ উসকে দিয়ে এক স্বার্থান্বেষী মহল এই হিংসা ছড়িয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস হামলার নিন্দা করে ক্ষতিগ্রস্ত সংবাদমাধ্যমকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। সম্পাদক পরিষদ ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংগঠনগুলিও একে স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর কালো দিন বলে অভিহিত করেছে। ঘটনার নিন্দায় সরব ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (আইএনএমএ)। এই হামলাকে 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ওপর সরাসরি আঘাত' হিসাবে বর্ণনা করেছে সংগঠনটি।

এসআইআর বিরোধীদের তোপ মোদির

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর : বিধানসভা ভোটের আর মাত্র কয়েকমাস বাকি। তার আগে অসমে এসে ফের অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বিরোধীদের নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে এসআইআর বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরোধিতাকে দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলেও তোপ দেগেছেন তিনি।

শনিবার অসমের গুয়াহাটি বিমানবন্দরের নতুন

টার্মিনালের উদ্বোধনের পর মোদি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন অনুপ্রবেশকারীদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে বের করতে এসআইআর করছে। কিন্তু দেশদ্রোহীরা তাদের রক্ষা করছে। কেন্দ্রীয় সরকার অনুপ্রবেশ বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ করছে।' এসআইআরের পর সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষের বেশি নাম। শুক্রবার তামিলনাড়ু ও গুজরাটের খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। দক্ষিণের রাজ্যে বাদ পড়েছে ৯৭ লক্ষ নাম। অপরদিকে মোদির রাজ্য গুজরাটে বাদ পড়েছে প্রায় ৭৪ লক্ষ নাম। বাদ পড়াদের মধ্যে স্থানান্তরিত, মৃত, ডুপ্লিকেট, খোঁজ মেলেনি এমন ভোটাররাই রয়েছেন। কিন্তু কোনও অনুপ্রবেশকারী পাওয়া যায়নি। এর আগে বিহারে এসআইআরের সময়ও অনুপ্রবেশকারী কতজন, তা জানানো হয়নি।

এই অবস্থায় বিরোধীরা নিয়মিত খোঁচা দিচ্ছে বিজেপিকে। বিরোধী নিশানা থেকে বাঁচতে তাই এদিন অনুপ্রবেশ ও এসআইআর নিয়ে পুরোনো সুরে বিরোধী শিবিরকে একহাত নেন মোদি। এদিন অসমের উন্নয়নের জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকারই প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তিনি। কংগ্রেস কখনও অসমের উন্নয়নে নজর দেয়নি বলেও অভিযোগ করেছেন মোদি।

নিদ্রায় যাত্রীরা... কুয়াশার জেরে একের পর এক বাতিল ট্রেন। স্টেশনে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। শনিবার লখনউতে।

ট্রাম্পের সঙ্গে সন্ধির লক্ষ্যেই কি শান্তি বিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : 'শান্তি' বিল পাশ করে 'বন্ধু' ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্ক মেরামতির চেষ্টা করছে বলে দাবি করল কংগ্রেস। শনিবার দলের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ দাবি করেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তই প্রকাশ করে দিয়েছে কেন সংসদে তড়িঘড়ি করে 'শান্তি বিল' পাশ করানো হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করতেই সংসদে বিলটি কার্যত 'বুলডোজ' করে পাশ করিয়েছে মোদি সরকার।

শনিবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে জয়রাম রমেশ বলেন, 'সাসটেইনেবল হারনেসিং অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া বিল পাশ করানো হয়েছে মার্কিন স্বার্থে।' তাঁর অভিযোগ, 'এই বিলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক সময়ের ভালো বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।' তবে রমেশ সরাসরি ট্রাম্পের নাম নেননি।

রমেশের বক্তব্য, 'এর থেকেই স্পষ্ট কেন সরকার চলতি সপ্তাহের শুরুতেই শান্তি বিল পাশ করাতে তৎপর হয়েছিল।' তাঁর অভিযোগ, 'এই বিলের মাধ্যমে ২০১০ সালের সিভিল লায়াবিলিটি ফর নিউক্লিয়ার ড্যামেজ অ্যাক্ট-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারা কার্যত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।' রমেশ লিখেছেন, 'এখন নিশ্চিতভাবে জানা গেল কেন প্রধানমন্ত্রী শান্তি বিল সংসদে জোর করে পাশ করালেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর এক সময়ের ভালো বন্ধুর সঙ্গে 'শান্তি' ফেরানো। একই সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, 'শান্তি আইনকে বরং ট্রাম্প আইন বলা যেতে পারে, দ্য রিঅ্যাক্টর ইউজ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রমিস অ্যাক্ট।'

প্রশ্ন কংগ্রেসের

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি ২০২৬ আর্থিক বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্ট-এ সই করেছেন। ওই আইনে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত নিয়ম নিয়ে যৌথ মূল্যায়নের উল্লেখ রয়েছে। কংগ্রেস নেতা দাবি করেন, এই বিষয়টিই প্রমাণ করে দেয় কেন শান্তি বিল এত দ্রুত সংসদে পাশ করানো হয়েছে। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সদ্য ৩,১০০ পাতার ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্টে সই করেছেন। ওই আইনের ১,৯১২ নম্বর পাতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে পারমাণবিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত যৌথ মূল্যায়নের উল্লেখ রয়েছে।' পোস্টের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ধারার স্ক্রিনশটও শেয়ার করেন।

রমেশ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্ট-এর একটি নির্দিষ্ট অংশের কথাও উল্লেখ করেন, যার শিরোনাম 'ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক দায়বদ্ধতা নিয়ম নিয়ে যৌথ মূল্যায়ন'। মার্কিন আইন অনুযায়ী, মার্কিন বিদেশ সচিবকে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারতের সঙ্গে একটি যৌথ পরামর্শমূলক ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। শান্তি বিল ইতিমধ্যেই সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে ভারতের অসামরিক পারমাণবিক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে।

প্লাস্টিক ব্যাগে শিশুর দেহ ভরে ঘরে ফিরল পরিবার

রাঁচি, ২০ ডিসেম্বর : ঝাড়খণ্ডে প্রশাসনিক উদাসীনতার নির্মম ছবি ফের সামনে এল। হাসপাতালে পরিবহণের ব্যবস্থা না থাকায় চার মাসের মৃত শিশুর দেহ প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে বাসে করে গ্রামে ফিরতে বাধ্য হল এক আদিবাসী পরিবার। চাইবাসার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার মৃত্যু হয় শিশুটির।

পরে পরিবারের পক্ষ থেকে দেহ ফেরানোর জন্য গাড়ির আবেদন করা হলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পরেও কোনও ব্যবস্থা হয়নি বলে অভিযোগ। হাতে মাত্র ১০০ টাকা নিয়ে বাধ্য হয়ে ২০ টাকায় প্লাস্টিকের ব্যাগ কিনে শিশুর দেহ নিয়ে বাসে ওঠেন বাবা দিম্বা চাটোম্বা।

ঘটনায় স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইরফান আনসারি।

১৭ বছরের জেল সস্ত্রীক ইমরানের

ইসলামাবাদ, ২০ ডিসেম্বর : পাকিস্তানে দুর্নীতি মামলায় আরও একদফা বড় সাজা পেলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। শনিবার একটি বিশেষ আদালত তোষাখানা-২ দুর্নীতি মামলায় ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি—দু'জনকেই ১৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। একই সঙ্গে দু'জনের ওপর ১ কোটি ৬৪ লক্ষ পাকিস্তানি রুপি করে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। রায় ঘোষণা করেন বিশেষ বিচারক (সেন্ট্রাল) শাহরুখ আরজুমান্দ। শুনানি হয় রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে, যেখানে বর্তমানে বন্দি রয়েছেন ইমরান খান। মামলার কেন্দ্রে রয়েছে ২০২১ সালের মে মাসে সৌদি আরব সফরের সময় সেদেশের যুবরাজের উপহার দেওয়া একটি দামি বুলগারি গয়নার সেট। অভিযোগ, সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করে সেই গয়নাটি অত্যন্ত কম দামে কিনে নেওয়া হয়েছিল।

আদালত ইমরান খানকে ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে পাকিস্তানি দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ১০ বছর এবং দুর্নীতি দমন আইনের বিভিন্ন ধারায় ৭ বছর কারাদণ্ড দেয়। রায়ের কপিতে বলা হয়েছে, ইমরানের বয়স ও বুশরা বিবি মহিলা হওয়ায় তুলনামূলকভাবে 'নরম দৃষ্টিভঙ্গি' নেওয়া হয়েছে।

রায় ঘোষণার পরই তাঁদের আইনজীবীরা জানান, এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদন করা হবে। এর আগে ইমরান এই মামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছিলেন। ২০২৩ সালের অগাস্ট থেকে কারাবন্দি ইমরান ইতিমধ্যে আরেকটি দুর্নীতি মামলায় ১৪ বছরের সাজা ভোগ করছেন এবং ৯ মে-র হিংসা সংক্রান্ত সন্ত্রাস দমন আইনের মামলাও তাঁর বিরুদ্ধে বিচারাধীন। সাম্প্রতিক এই রায় এমন এক সময়ে এল, যখন জেলে তাঁর সঙ্গে আচরণ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও সমালোচনা বাড়ছে।

শান্তি-বার্তা রাষ্ট্রসংঘের

নিউ ইয়র্ক, ২০ ডিসেম্বর : ওসমান হাদিকে খুনের নিন্দা করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তাঁর মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক জানান, মহাসচিব এই হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবাইকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'তরুণ নেতা শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের কড়া নিন্দা করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব। মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দ্রুত, নিরপেক্ষ, পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।' ডুজারিক আরও বলেন, 'ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের আগে শান্তি বজায় রাখতে সবাইকে হিংসা বন্ধ, উত্তেজনা কমানো এবং সংযম প্রদর্শনের অনুরোধ করেছেন তিনি।' হাদিকে খুনের ঘটনায় দোষীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

মঙ্গলে নয়া ঠিকানা কেরলের দুর্গ, নদীর

বেঙ্গালুরু, ২০ ডিসেম্বর : আচ্ছা বলুন তো, কেরলের বৃহত্তম নদী, তার দানবীয় দুর্গ, জনপ্রিয়তম সমুদ্রসৈকত এবং ভারতের মহাকাশ স্বপ্নের রূপকার রাজ্যের দুটি শহর (থুম্বা ও বালিয়ামালা)-র মধ্যে মিল কোথায়? আসলে এদের সকলেরই এখন সাড়ে ২২ কোটি কিলোমিটার দূরের লালগ্রহে একটি স্থায়ী ঠিকানা মিলেছে!

হ্যাঁ, কেরলের এই ঐতিহাসিক এবং ভূ-প্রাকৃতিক স্থানগুলির নাম এখন শোভা পাচ্ছে মঙ্গলের মাটি, ক্রেটার (গহ্বর) এবং উপত্যকার (ভ্যালি) বুকে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (আইএইউ) সম্প্রতি কেরলের পেরিয়ার, বরকলা, বেকাল, থুম্বা এবং বালিয়ামালার মতো বেশ কয়েকটি স্থানের নাম মঙ্গলের ভূ-প্রাকৃতিক গঠনের জন্য অনুমোদন করেছে।

ইসরোর মহাকাশ গবেষণার জন্মস্থান থুম্বা এবং ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইএসটি)-র ঠিকানা বালিয়ামালা—এই দুই শহরের নাম মঙ্গলের দুটি ছোট গহ্বরের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে

মঙ্গলের একটি উপত্যকার নাম রাখা হয়েছে কেরলের দীর্ঘতম নদী 'পেরিয়ার'কে মনে রেখে।

এছাড়া লালগ্রহের বুকে ৯ কিমি চওড়া একটি ক্রেটারের নাম দেওয়া হয়েছে বরকলা সৈকত। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই বরকলা সৈকতের শিলাস্তরে পাওয়া 'জারোসাইট' খনিজ মঙ্গলের মাটির গঠনের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। আর তাই এই সৈকতের ভূতাত্ত্বিক গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে এটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কেরলের বিখ্যাত বেকাল দুর্গের নামেও একটি ছোট গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে।

এই নামকরণের পুরো কৃতিত্ব ভারতীয় বিজ্ঞানী মহলে। মূলত ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইএসটি)-র গবেষকদের একটি দল এই নামগুলি প্রস্তাব করেছিলেন আইএইউ-এর কাছে।

তবে শুধু কেরলের জায়গা নয়, মঙ্গলের একটি সুবিশাল, প্রায় ৭৭ কিলোমিটার চওড়া ক্রেটারের নাম রাখা হয়েছে বিখ্যাত ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ এমএস কৃষ্ণানের নামে। তিনি ছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রথম ভারতীয় প্রধান। তাঁর নামানুসারেই এই গহ্বরটিকে 'কৃষ্ণান ক্রেটার' এবং তার লাগোয়া সমতলকে 'কৃষ্ণান পালুস' (বা কৃষ্ণান সমভূমি) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রয়াত মুক্তিযুদ্ধের সেনাকর্তা খন্দকার

ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম পুরোধা তথা মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান (ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ) একে খন্দকার প্রয়াত হলেন। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকার একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স

হয়েছিল ৯৬ বছর। বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভায় পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা একে খন্দকারের প্রয়াণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামরিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। তাঁর স্মরণে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, 'একে খন্দকার ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় সৈনিক। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সাহসিকতা, দূরদর্শিতা ও নেতৃত্ব গুণের পরিচয় দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ হিসেবে তাঁর কৌশলগত সিদ্ধান্ত, সাংগঠনিক দক্ষতা ও অটল দেশপ্রেম স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও সুসংহত করেছিল।'

রাম জি বিল কালো আইন : সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : বিরোধীদের আপত্তি উড়িয়ে স্রেফ সংখ্যার জোরে সংসদে ভিবি জি রাম জি বিল পাশ করিয়েছে মোদি সরকার। কিন্তু ওই বিল পাশ হলেও মনরেগা নিয়ে লড়াইয়ের রাস্তা থেকে সরতে নারাজ কংগ্রেস। বরং গ্রামের গরিব মানুষদের কাজের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ওই সুকৌশলী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দল লড়াইয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি।

শনিবার এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেন, 'মনরেগা আইন তৈরি করতে এবং তা কার্যকর করতে কংগ্রেস বড় ভূমিকা নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই আইনটি দেশ ও জনহিতের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রকল্প ছিল। মোদি সরকার এই আইনটিকে দুর্বল করে দেশের কোটি কোটি কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন গ্রামীণ গরিবদের হিতে হামলা করেছে।' প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীর সাফ কথা, 'এই হামলার মোকাবিলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত। ২০ বছর আগে আমার গরিব ভাইবোনেদের কাজের অধিকার দেওয়ার জন্যও লড়াই করেছিলাম। আজও এই কালো আইনের (ভিবি-জি রাম জি বিল) বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংকল্পবদ্ধ। আমার মতো কংগ্রেসের সমস্ত নেতা-নেত্রী এবং লক্ষ লক্ষ কর্মী আপনাদের পাশে রয়েছেন।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরারা আগেই রাম জি বিলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূল, সপা, বাম, ডিএমকের মতো ইন্ডিয়া শরিকরাও চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই আপত্তিতে কর্ণপাত করেনি সরকার। মোদি সরকারের এই মানসিকতার সমালোচনা করেন সোনিয়া বলেছেন,'অত্যন্ত আফসোসের কথা হল, সরকার মনরেগার ওপর বুলডোজার চালিয়ে দিয়েছে। শুধু মহাত্মা গান্ধির নামই বাদ দেওয়া হয়নি, বরং কোনও বিচার-বিবেচনা না করে, বিরোধীদের পাশে না নিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো মনরেগার আকার-আকৃতি বদলে ফেলা হয়েছে।' তিনি জানিয়েছেন, 'এবার থেকে কে, কত, কোথায় এবং কীভাবে রোজগার পাবেন সেটা বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে দিল্লিতে বসে থাকা সরকার ঠিক করবে।' ইউপিএ চেয়ারপার্সনের কথায়, 'গত ১১ বছরে মোদি সরকার গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মহীন, গরিব ও বঞ্চিতদের হিতের দিকে নজর না দিয়ে মনরেগাকে দুর্বল করার সবরকমের চেষ্টা করেছে। অথচ কোভিডের সময় এই মনরেগাই গরিবদের জন্য সঞ্জীবনী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।'

মনরেগায় বুলডোজার

> ২০ বছর আগে আমার গরিব ভাইবোনেদের কাজের অধিকার দেওয়ার জন্যও লড়াই করেছিলাম। আজও এই কালো আইনের (ভিবি-জি রাম জি বিল) বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংকল্পবদ্ধ।
> সোনিয়া গান্ধি

২০ বছর আগে ড. মনমোহন সিংয়ের জমানায় কীভাবে সর্বসম্মতিতে মনরেগা আইন পাশ হয়েছিল, সোনিয়ার বার্তায় সেই কথা উঠে এসেছে। গরিবদের বিশেষ করে বঞ্চিত, শোষিত অতিগরিব পরিবারগুলির কাছে মনরেগা রুজিরুটির মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল, সেই কথাও এদিন শুনিয়েছেন সিপিপি চেয়ারপার্সন।

১০.৭ কোটিতে বিক্রি রবীন্দ্রনাথের ছবি

কলকাতা ও মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর : সাহিত্যের মতো শিল্পকলার বাজারেও এখনও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে রবি ঠাকুরের সৃষ্ট শিল্পকর্মের! সম্প্রতি নিলামের মঞ্চে নতুন ইতিহাস গড়ে কবির শেষ বয়সে আঁকা ছবি 'ফ্রম অ্যাক্রস দ্য ডার্ক' (১৯৩৭)

'অন্ধকারের উৎস হতে'

বিক্রি হল ১০.৭ কোটি টাকায়।

রবীন্দ্রনাথের কোনও ছবিই চেনা ছাঁচের নয়। নিলামে ওঠা ছবিটা দেখলেও সেটা মালুম হয়। নিবিড় ঘন আঁধারে দাঁড়িয়ে থাকা একাকী মানবমূর্তি ও ছায়ার মধ্য থেকে এগিয়ে আসা আরেকটা মানুষের অবয়ব—'ফ্রম অ্যাক্রস দ্য ডার্ক' শীর্ষক এই ছবিতে ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কিছু আগে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'-র আবহে কবির শেষ পর্বের গভীর আত্মানুসন্ধান ও মানসিক টানাপোড়েনের

আভাস। একই সঙ্গে বয়স, নিঃসঙ্গতা এবং ব্যক্তিগত শোকের প্রভাবও স্পষ্ট এই কাজে।

কার্ডবোর্ডের ওপরে কালি, পোস্টার কালার এবং রং-পেন্সিল দিয়ে ছবিটি আঁকা হয়েছিল ১৯৩৭-এ। আয়তাকার ছবির মাপ ১৪.৫ ইঞ্চি বাই ১৯.৩ ইঞ্চি। ক্যাপশন কার্ডে লেখা, 'ফ্রম অ্যাক্রস দ্য ডার্ক'। বাংলা হরফে লেখা 'তমসাঃ পরস্তাৎ'। সঙ্গে শিল্পীর স্বাক্ষর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুধবার কলকাতার অস্তগুরু নিলাম সংস্থার এক নিলামে বিক্রি হয়, ঠিকঠাক বললে, ১০ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫১ টাকায়। রবীন্দ্রনাথের যে কোনও শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত এটাই সর্বোচ্চ দর। অথচ নিলামে তোলার সময় ছবিটির সম্ভাব্য মূল্য ধরা হয়েছিল মাত্র ২ থেকে ৩ কোটি টাকা।

এই প্রথমবার প্রকাশ্য নিলামে উঠেছিল ছবিটি। অস্তগুরুর বিপণন অধিকর্তা মনোজ মনসুখানি জানিয়েছেন, '১৯৩৭ সালে আলমোড়ায় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ এই ছবিটি এঁকেছিলেন এবং পরে কাসমান্দার রাজমাতা বিদ্যাবতী দেবীকে উপহার দেন। মুম্বইয়ের একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবিটি নিলামে তোলা হয়েছিল।'

লেখক সুবোধ সরকার বলেন, 'এই দাম শুধু বাংলার নয়, ভারতের শিল্পবাজারের জন্যও গর্বের।' তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার আন্তর্জাতিক মূল্য এই নিলামে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ধর্ষণে অভিযুক্ত জওয়ান

রাঁচি, ২০ ডিসেম্বর : ফাঁকা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত এক সেনা জওয়ান। ঝাড়খণ্ডের রাঁচির ঘটনা। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রেল পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন তরুণী। ট্রেনে ওঠার পরই কামরায় হাজির হন ওই জওয়ান। অভিযোগ, তিনি তরুণীকে টেনেহিঁচড়ে অন্য একটি ফাঁকা কামরায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। তরুণীর চিৎকার শুনে ছুটে আসে আরপিএফ। পালানোর সময় আটক করা হয় জওয়ানকে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। শুক্রবার তাকে আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। পঞ্জাবের পাতিয়ালা রেজিমেন্টে কর্মরত তিনি। আরপিএফের এক আধিকারিক বলেন, ট্রেনে সেনার জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অভিযুক্ত সেগুলো পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি মত্ত ছিলেন।

আদানিদের হাতে আরও বিমানবন্দর

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর : ভারতের বিমানবন্দর পরিকাঠামোয় বিপুল বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে আদানি গোষ্ঠী। আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা (১১ বিলিয়ন ডলার) বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে গৌতম আদানি পরিচালিত শিল্পগোষ্ঠী। মূলত দেশের বিমানবন্দর ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এই অর্থ খরচ করা হবে।

আদানি এয়ারপোর্ট হোল্ডিংস লিমিটেড বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম বিমানবন্দর পরিচালক সংস্থা। দেশের বিমানযাত্রী চলাচলের প্রায় ২৩ শতাংশ এবং কার্গো পরিবহণের ৩৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে সংস্থাটি। সংস্থার ডিরেক্টর জিৎ আদানি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার আগামী দিনে আরও ১১টি বিমানবন্দর বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছে, তার সবকটির জন্যই তাঁরা দরপত্র জমা দেবেন। তালিকায় অমৃতসর এবং বারাণসীর মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির বিমানবন্দর রয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর আদানি গোষ্ঠীর বিশেষ 'বড় দিন'। এদিন তাদের তৈরি প্রথম বিমানবন্দর, নভি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের

বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবে। প্রায় ১৯,৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বিমানবন্দরের প্রথম পর্যায়ে বার্ষিক ২০ মিলিয়ন যাত্রী পরিবহণের ক্ষমতা থাকবে, যা ভবিষ্যতে ৯০ মিলিয়নে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে মুম্বই, আহমেদাবাদ, লখনউ, গুয়াহাটি এবং তিরুবনন্তপুরম সহ মোট সাতটি বিমানবন্দর পরিচালনা করছে এই গোষ্ঠী।

জিৎ আদানি আরও জানান, বিমানবন্দর পরিচালনায় বিশেষ জোর দিলেও সরাসরি বিমান পরিষেবা ব্যবসায় নামার পরিকল্পনা তাঁদের নেই। কারণ হিসেবে তিনি জানান, এয়ারলাইন্স ব্যবসায় লাভের পরিমাণ অত্যন্ত কম। তাঁর কথায়, 'স্থায়ী সম্পদ তৈরি এবং তা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' সংস্থার আইপিও আনার বিষয়ে তিনি বলেন, 'ব্যবসা লাভের মুখ দেখলেই শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে।' ২০৪৭-এর মধ্যে দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যা বর্তমানে ১৬৩টি থেকে বাড়িয়ে ৪০০ করার যে সরকারি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, তাকে সামনে রেখেই আদানি গোষ্ঠী দীর্ঘমেয়াদি রণকৌশল সাজিয়েছে।

হিজাব টেনে নিন্দা ও মামলার ফাঁসে নীতীশ

শ্রীনগর, ২০ ডিসেম্বর : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে হিজাব বিতর্কে এফআইআর দায়েরের দাবিতে শ্রীনগরের কোঠিবাগ থানায় অভিযোগ জানালেন পিডিপি নেত্রী ইলতিজা মুফতি। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির কন্যা ইলতিজার থানার স্টেশন হাউস অফিসারকে দেওয়া লিখিত অভিযোগে ইলতিজা জানান, প্রকাশ্য মঞ্চে চিকিৎসক নুসরত পারভিনের নিকাব টেনে নামানোর ঘটনায় মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে নারীরা গভীরভাবে ক্ষুব্ধ ও আহত। তাঁর অভিযোগ, ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর হাস্যরসাত্মক প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতিকে আরও লজ্জাজনক করেছে। ইলতিজার দাবি, এই আচরণ মুসলিম নারীদের পরিচয় ও সম্মানের ওপরও সরাসরি আঘাত। মেহবুবার মেয়ে বলেন, 'ক্ষমতায় থাকা মানেই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।' জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেন, 'নীতীশ একসময়ে ধর্মনিরপেক্ষ নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এখন তিনি তাঁর আসল রং দেখাচ্ছেন।'

উফফ কী শীত... শনিবার নয়াদিল্লিতে।

তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশা, বায়ু দূষণে জেরবার দিল্লি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে বিজেপি নির্বাচনি ইস্তাহারে দাবি করেছিল, দিল্লির বাসিন্দাদের আর দিল্লি ছেড়ে যেতে হবে না, নাজেহাল হতে হবে না পরিবেশ দূষণের জেরে। অথচ এই মুহূর্তে দূষণের জেরে রাজধানীতে বন্ধ স্কুল, কলেজ। সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে হাজিরা ৫০ শতাংশ । শুক্রবারই সংসদে শীতকালীন অধিবেশন শেষ

রাজধানীতে কমলা সতর্কতা

হল, যদিও দিল্লির দূষণ নিয়ে এক মিনিটও আলোচনা হয়নি।

শনিবার ঘন কুয়াশা ও বিপজ্জনক মাত্রার বায়ুদূষণের মধ্যে দিন শুরু করেছে দিল্লি। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর রাজধানীতে কমলা সতর্কতা জারি করেছে। সকাল থেকে শহরের একাধিক এলাকায় দৃশ্যমানতা দ্রুত কমে যায় এবং দূষণের মাত্রা বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছায়। সকাল আটটা নাগাদ পঞ্চাশ মিটার দূর থেকেও ইন্ডিয়া গেট অদৃশ্য ছিল দূষণ এবং কুয়াশার জেরে। সকাল থেকে রাজধানী এবং সংলগ্ন এলাকায় দেখা মেলেনি সূর্যদেবের। একইরকম পরিস্থিতি আগ্রাতেও দেখা গিয়েছে, যেখানে ঘন কুয়াশার কারণে তাজমহল দর্শনে সমস্যায় পড়েন পর্যটকেরা।

আইএমডি জানিয়েছে, দিল্লির কিছু অংশে বিশেষ করে ভোরের দিকে ঘন থেকে অত্যন্ত ঘন কুয়াশা থাকতে পারে। পাশাপাশি শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। এর ফলে সড়ক, রেল ও বিমান চলাচলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে, তবে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে।

শুক্রবার দিল্লি বিমানবন্দরে কুয়াশার কারণে ১৭৭টি উড়ান বাতিল হয়। এর মধ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক পরিষেবাও রয়েছে। পাশাপাশি ৫০০-র বেশি উড়ান নির্ধারিত সময়ের তুলনায় দেরিতে চলেছে।

একই সঙ্গে রাজধানীর বায়ুদূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। শনিবার সকালে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৩৮৪ রেকর্ড করা হয়েছে, যা 'অত্যন্ত খারাপ' স্তরের মধ্যে পড়ে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মতে, ৩০১ থেকে ৪০০-এর মধ্যে মাত্রা থাকলে তা 'অত্যন্ত খারাপ' হিসেবে ধরা হয়।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনতে দিল্লি সরকার কঠোর পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে। স্টেজ ৬ ইঞ্জিন নেই এমন কোনও গাড়িকে দিল্লিতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পেট্রোল পাম্পগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বৈধ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সার্টিফিকেট ছাড়া কোনও গাড়িকে জ্বালানি দেওয়া যাবে না।

এই সিদ্ধান্তের ফলে গুরুগ্রাম, গাজিয়াবাদ, ফরিদাবাদ ও নয়ডা থেকে দিল্লিতে প্রবেশ করা প্রায় ১২ লক্ষ গাড়ির চলাচল প্রভাবিত হবে বলে প্রশাসনের অনুমান। নিয়ম কার্যকর করতে শহরের বিভিন্ন প্রবেশপথে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং একাধিক চেক পয়েন্টে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পেট্রোল পাম্পগুলিতে স্বয়ংক্রিয় নম্বরপ্লেট শনাক্তকরণ ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়ম লঙ্ঘনকারী গাড়ি চিহ্নিত করা হচ্ছে।

তছরুপে ধৃত ক্যাশিয়ার

লখনউ, ২০ ডিসেম্বর : গ্রাহকদের টাকা তছরুপের দায়ে যাবজ্জীবন জেল হল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্যাশিয়ারের। উত্তরপ্রদেশের ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় গত মার্চে গ্রাহকরা অভিযোগ করেন, অ্যাকাউন্টে তাঁরা যে টাকা জমা দিচ্ছেন পাসবইয়ে তার থেকে কম টাকা দেখাচ্ছে। বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে একইরকমের অভিযোগ পায় ব্যাংক। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় এফআইআর দায়ের করেন ব্যাংকের আঞ্চলিক শাখার প্রধান। তদন্তে উঠে আসে তছরুপের বিষয়টি।

জানা গিয়েছে, প্রায় ১০০টি অ্যাকাউন্ট থেকে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা সরানো হয়েছিল। মূল অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট শাখার ক্যাশিয়ার জয়প্রকাশ। তাকে যাবজ্জীবন জেলের সঙ্গে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। জয়প্রকাশের সঙ্গে জালিয়াতিতে যুক্ত থাকায় ১০ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে আরও ৫ জনের। তাদের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের এক প্রাক্তন ম্যানেজারও।

পাইলটের মারে রক্তাক্ত বিমানযাত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : ভাড়া নিয়ে বচসার কারণে টোটোচালকের সঙ্গে যাত্রীদের বহুক্ষেত্রে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। যাত্রী তোলা নিয়েও টোটো বা অটোচালকদের সঙ্গে সাধারণ পথচারীদের মধ্যে অশান্তির ঘটনা একেবারে বিরল নয়। কিন্তু একটি বিমান সংস্থার পাইলট অপর একটি সংস্থার বিমানযাত্রীকে

ধুন্ধুমার দিল্লি বিমানবন্দরে

মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছেন, এমন ঘটনা নজিরবিহীনই বলা চলে। এই বেনজির কাণ্ডটি ঘটেছে দিল্লি বিমানবন্দরে।

আক্রান্ত ব্যক্তি স্পাইসজেটের একটি উড়ানের যাত্রী ছিলেন। অভিযুক্ত বিমানচালক ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের পাইলট। ওই পাইলটের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছে উড়ান সংস্থা। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম অঙ্কিত দেওয়ান। তিনি পরিবারের সঙ্গে স্পাইসজেটের একটি উড়ানে চেপে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। দিল্লি বিমানবন্দরে বোর্ডিংয়ের জন্য সিকিউরিটি চেক-এর লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন অঙ্কিত ও তাঁর পরিবার। অভিযোগ উঠেছে, আচমকা লাইন ভেঙে সামনের তারপর তা মারপিটে পরিণত হয়। পাইলটের মারে রক্তাক্ত হন অঙ্কিত দেওয়ান। শুক্রবারের অভিজ্ঞতার কথা সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন তিনি। তা জানাজানি হতেই এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এক বিবৃতিতে

দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ক্যাপ্টেন বীরেন্দর সেজওয়াল। তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন না। লাইন ভেঙে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই প্রতিবাদ করেন অঙ্কিত দেওয়ান।

তাতেই প্রথমে বচসা বাধে। বলেছে, 'আমরা এই ধরনের আচরণের নিন্দা করছি। ঘটনার তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ওই কর্মীকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।' পুলিশের কাছে অবশ্য কোনও পক্ষের তরফেই অভিযোগ জানানো হয়নি।

বেকারত্ব কমে ৪.৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : ভারতের শ্রমবাজারে বড়সড়ো স্বস্তির খবর মিলেছে। সোমবার প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নভেম্বরে দেশে বেকারত্বের হার কমে ৪.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা এপ্রিলের পর সর্বনিম্ন। পরিসংখ্যান মন্ত্রকের প্রকাশিত 'পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে' (পিএলএফএস)-এর মাসিক বুলেটিন থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

অক্টোবরে বেকারত্বের হার ছিল ৫.২ শতাংশ। নভেম্বরে এই হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৫ বছরের বেশি বয়সিদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার বেড়ে হয়েছে ৫৫.৮ শতাংশ, যা গত সাত মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই উন্নতির পিছনে মূলত গ্রামীণ এলাকার কর্মসংস্থানের বড় ভূমিকা রয়েছে। গ্রামীণ বেকারত্ব কমে ৩.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা এক নতুন রেকর্ড। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে এই হার কমে হয়েছে ৬.৫ শতাংশ।

লিঙ্গভিত্তিক পরিসংখ্যানেও উন্নতির ছবি ধরা পড়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার অক্টোবর মাসে ৫.৪ শতাংশ থেকে কমে নভেম্বরে ৪.৮ শতাংশ হয়েছে।

স্থগিত গ্রিন কার্ড লটারি

ওয়াশিংটন, ২০ ডিসেম্বর : ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় ও এমআইটিতে গুলিবর্ষণের পর গ্রিন কার্ড লটারি স্থগিত হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। জানা গিয়েছে, ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিবর্ষণে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এমআইটি)-র অধ্যাপক খুনে অভিযুক্ত গ্রিন কার্ড হোল্ডার। একথা জানার পরেই গ্রিন কার্ড লটারি থামানোর তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প।

সাহসীকে সাহায্য

সিডনি, ২০ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার বন্ডি সমুদ্র সৈকতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এক আততায়ীর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন ফলবিক্রেতা আহমেদ আল আহমেদ। বাঁচিয়েছিলেন অনেকের প্রাণ। বন্দুকবাজের গুলিতে আহত হয়েছিলেন তিনি। এবার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল ২.৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৪ হাজার ৯০০ কোটি টাকা) চেক। এক বেসরকারি অনুদান সংস্থা আহমেদের জন্য তহবিল গঠন করে সারা বিশ্বের মানুষকে অর্থ সাহায্যের আহ্বান জানায়। তাদের ডাকে সাড়া দেয় ৪৩ হাজারের বেশি মানুষ।

প্রভাবশালীদের ছবি সামনে, ঘনীভূত নথি-রহস্য

ওয়াশিংটন, ২০ ডিসেম্বর : বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টাইনের বিরুদ্ধে চলা তদন্তের গোপন নথির প্রথম অংশ গত শুক্রবার প্রকাশ করেছে আমেরিকার বিচার বিভাগ। তবে এই তথ্য প্রকাশ সত্য উদ্ঘাটনের চেয়ে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কর্তাদের নজরদারিতে প্রকাশিত এইসব নথিপত্রে ব্যাপক কাটছাঁট এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আড়াল করার অভিযোগে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচকদের মতে, ক্ষমতাশালীদের রক্ষা করতেই কালো কালিতে তথ্য মুছে দেওয়ার এই কৌশল নেওয়া হয়েছে।

প্রকাশিত ফাইলগুলিতে এপস্টাইনের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকা একাধিক বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বের ছবি জনসমক্ষে এসেছে। এই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসন, ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স অ্যান্ড্রু এবং সংগীতশিল্পী মিক জ্যাগার। যদিও এঁদের নাম আগেও বিভিন্ন সময় আলোচনায় এসেছিল, কিন্তু সরকারি নথিতে তাঁদের উপস্থিতির ছবি নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে প্রিন্স অ্যান্ড্রু ও বিল ক্লিনটনের সঙ্গে এপস্টাইনের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলি ফের সরব হয়েছে।

তথ্য প্রকাশের এই অস্বচ্ছতা নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ডেমোক্র্যাট সদস্য রো খান্না এবং রিপাবলিকান থমাস ম্যাসি, যাঁরা যৌথভাবে 'এপস্টাইন

প্রকাশিত এপস্টাইন ফাইল

ফাইলস ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট' প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁরা এই প্রকাশনাকে 'অসম্পূর্ণ' বলেছেন। রো খান্নার অভিযোগ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি নথি ২০০৭-এর ৬০-দফার ফেডারেল চার্জশিট এবং প্রমাণের সারসংক্ষেপ লেখা ৮২ পৃষ্ঠার মেমো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সরিয়ে রাখা হয়েছে। রিপাবলিকান থমাস ম্যাসি সরাসরি অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির বিরুদ্ধে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এই নথির অসম্পূর্ণ প্রকাশ শুধু আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নয়, বরং বৈশ্বিক 'পাওয়ার এলিট'দের সুরক্ষা বলয়কেও সামনে এনেছে। ২০০৭ সালে তৎকালীন মার্কিন অ্যাটর্নি অ্যালেক্স অ্যাকোস্টা একটি বিতর্কিত চুক্তির মাধ্যমে এপস্টাইনকে ফেডারেল বিচার থেকে রেহাই দিয়েছিলেন, যিনি পরে ট্রাম্পের মন্ত্রীসভায় স্থান পান। এই যোগসূত্রগুলি ইঙ্গিত দেয়, এপস্টাইনের ব্যক্তিগত দ্বীপ 'লিটল সেন্ট জেমস'-এ চলা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রাঘববোয়ালদের পরিচয় আড়াল করতেই সিস্টেম মরিয়া।

২০১৯ সালে কারাগারে এপস্টাইনের রহস্যজনক মৃত্যু এবং এই নিয়ন্ত্রিত নথি প্রকাশ, সব মিলিয়ে এক গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। রো খান্নার বক্তব্য, 'আমেরিকার মানুষ জানতে চায় কোন কোন প্রভাবশালী নাবালিকাদের ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছেন বা এই অপরাধ ধামাচাপা দিয়েছেন।' তথ্যের এই অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করে যে, আইনি লড়াই শেষ হলেও সত্যের জন্য লড়াই জারি থাকবে।

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য | সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং
যৌন অক্ষমতা প্রতিকার | নেশার আসক্তি মুক্তি
ডাঃ ত্বিষাম্পতি নস্কর
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
হাকিমপাড়া, ভুটিয়া মার্কেটের বিপরীতে, শিলিগুড়ি
9242 000 242

পাঁচ বছর পর বাইক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : জরিমানার সময় ট্রাফিক পুলিশের কাটা চালান যে চোর ধরায় সাহায্য করতে পারে, শনিবারের অবাক করা ঘটনাটি না ঘটলে হয়তো জানাই যেত না। চালানের সূত্র ধরে পাঁচ বছর আগের চুরি যাওয়া বাইক ফিরে পেলেন খালপাড়া ফাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ প্রসাদ। আর বাইক চুরির দায়ে গারদের ওপারে ঠাঁই হল প্রাণকৃষ্ণ মজুমদারের। ঘটনাটা ঠিক কী?

বছর পাঁচেক আগে হিলকার্ট রোডের বাটাগলি এলাকা থেকে কৃষ্ণের বাইক চুরি হয়। তিনি খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। তবে বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও বাইক উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। কৃষ্ণ কার্যত আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে গত রবিবার হঠাৎ করেই কৃষ্ণের মোবাইলে একটি মেসেজ আসে। সেখানে তিনি জানতে পারেন, খাপরাইল এলাকায় তাঁর বাইকে জরিমানা করা হয়েছে।

বাইকের নম্বর রেজিস্টার থাকাতেই ভাগ্যের ফের ঘটে কৃষ্ণের। তিনি তড়িঘড়ি ছুটে যান ফাঁড়িতে। পুলিশকে সব বিস্তারিতভাবে খুলে বলেন। নতুন করে আবার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শুক্রবার রাতে খালপাড়া থেকে অভিযুক্ত প্রাণকৃষ্ণকে ওই বাইক সহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। বাইকের নম্বর প্লেট পরিবর্তন না করায় তিনি সহজেই চিহ্নিত হয়ে যান। এদিকে, এতদিন পর নিজের বাইক ফিরে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন কৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

গ্রেপ্তার ৬ দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ৬ দুষ্কৃতীকে শুক্রবার রাতে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে নেপাল রাজবংশী, তাপস দাস ও পরিমল রায় তেলিপাড়ার বাসিন্দা। অন্যদিকে, ধৃত সুব্রত সরকারের বাড়ি নেতাজিনগরে, মহম্মদ ইসমাইলের ইসলামপুরে ও বাপি মাহাতো ফাঁপড়ির বাসিন্দা। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : বাড়ি ফাঁকা পেয়ে নগদ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতী। শনিবার এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় পাকুড়তলা মোড়ের একটি বাড়িতে। শুক্রবার রাতে মাদারিহাটে এক আত্মীয়ের বাড়িতে কালীপুজো উপলক্ষ্যে ওই পরিবারের সকলে গিয়েছিলেন। এদিন সকালে মোবাইলে সিসিটিভি ফুটেজ দেখতেই নজরে আসে, বাড়ির সদর গেটের তালা ভাঙা। তড়িঘড়ি বাড়ি এসে দরজা খুলে দেখেন ঘর তছনছ। বিষয়টি জানিয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানান পরিবারের সদস্য বীরু বিশ্বাস। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রতিবাদ সভা

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামল সিপিএম। শনিবার সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে বিধান রোড অটোস্ট্যান্ডের সামনে প্রতিবাদ সভা করা হয়। এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বলেন, 'মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছি। আজকের সভা থেকে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরুদ্ধে সকল মানুষকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।' সভায় উপস্থিত ছিলেন জীবেশ সরকার।

অস্তিত্বের সংকটে বইয়ের দোকান

শিলিগুড়িতে প্রকাশনী সংস্থার 'টার্গেট' এখন গৃহশিক্ষকরা

প্রকাশনী সংস্থার প্রতিনিধিরা এলাকায় ঘুরে খোঁজ নিচ্ছেন কোন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ুয়া সংখ্যা বেশি। তাঁদের বই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মোটা কমিশনের লোভে অনেক গৃহশিক্ষকও পড়ুয়াদের সেই সংস্থার বই কিনতে বাধ্য করছেন, আলোকপাত করলেন তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : গল্পের বইয়ের বিক্রি উদ্বেগজনকভাবে কমতে শুরু করেছে অনেকদিন আগে থেকেই, এবার পাঠ্যপুস্তকের বাজারেও নেমে আসছে মন্দার কালো মেঘ। শিলিগুড়ির বই বিক্রেতাদের একাংশের অভিযোগ, প্রকাশনী সংস্থাগুলো এখন আর বইয়ের দোকানের ওপর ভরসা না রেখে সরাসরি রিপ্রেজেন্টেটিভসদের মাধ্যমে গৃহশিক্ষকদের 'টার্গেট' করছে। যার ফলে দিন-দিন শহরের পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত বইয়ের দোকানগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।

গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে প্রকাশনী সংস্থাগুলোর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে গৃহশিক্ষকদের কাছে সরাসরি বই বিক্রি না করা হয়। এই পরিস্থিতি খুব বেশিদিন চললে এখানকার বইয়ের দোকানের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় বিক্রেতারা।

বিগত কয়েক বছরে ডিজিটাল রিডিংয়ের প্রভাবে গল্পের বই বিক্রির বাজার পড়ে গিয়েছিল। বিক্রেতাদের একমাত্র আশার আলো ছিল পাঠ্যপুস্তক, কিন্তু গত দু'বছর ধরে সেখানেও থাবা বসিয়েছে প্রকাশনী সংস্থাগুলোর নতুন বিপণন কৌশল। বিক্রেতাদের অভিযোগ, আগে প্রকাশনী সংস্থাগুলো এজেন্সির মাধ্যমে দোকানদারদের বই দিত এবং পড়ুয়ারা প্রয়োজন অনুযায়ী দোকান থেকে তা কিনত।

এখন প্রকাশনী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা এলাকায় ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিচ্ছেন কোন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ুয়া সংখ্যা বেশি। এরপর সেই শিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে তাঁদের বই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মোটা কমিশনের লোভে অনেক গৃহশিক্ষকও পড়ুয়াদের সেই নির্দিষ্ট সংস্থার বই কিনতে রীতিমতো বাধ্য করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শক্তিগড়ে দীর্ঘ কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে বইয়ের দোকান চালাচ্ছেন প্রভাস বৈদ্য। তাঁর গলায় আক্ষেপের সুর, 'ডিজিটাল যুগে বিক্রি তো অনেকটাই কমে গিয়েছে। তার ওপর প্রকাশনী সংস্থাগুলো এখন যেভাবে গৃহশিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে পাঠ্যবই বিক্রি করছে, তার নেগেটিভ প্রভাব বইয়ের দোকানগুলোর ওপর পড়েছে।'

একসময় স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের ভিড়ে গমগম করত ঝংকার মোড়ের একটি দোকান, এখন অবশ্য দিনের বেশিরভাগ সময় ফাঁকা থাকছে সামনেটা। সেই দোকানের কর্ণধার অজয় দাস জানালেন, সিংহভাগ পড়ুয়াই টিউশনের ওপর নির্ভরশীল। গৃহশিক্ষকদের দেওয়া নোটস পড়ে পরীক্ষা দেওয়ার প্রবণতা বাড়ায় পাঠ্যবইয়ের চাহিদা যে কমেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া, সিমেস্টার প্রথা বিক্রিতে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অজয়ের প্রশ্ন, 'প্রকাশনী সংস্থাগুলো যদি গৃহশিক্ষকদের সরাসরি বই বিক্রির জন্য দেয় তাহলে বুকস্টলের প্রয়োজন কোথায়?'

শিবমন্দিরে ৩৮ বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সুব্রত রাহুত। তিনি প্রকাশনী সংস্থা ও গৃহশিক্ষক, দু'পক্ষকেই এই প্রবণতায় সাড়া না দেওয়ার আবেদন জানালেন। শিলিগুড়ির হাসপাতাল মোড়ের বিক্রেতা মহম্মদ সাজিদুলের দাবি, বিক্রি কমে যাওয়ায় অনেক সময় নতুন বইও পুরোনো দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।

বই বিক্রেতাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য বিবেকানন্দ সাহা। বললেন, 'আমাদের সমিতির সদস্যদের ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কেউ টিউশনে বই বিক্রি না করেন।' তিনিও স্বীকার করে নিলেন, প্রকাশনী সংস্থাগুলো দ্রুত নিজেদের কৌশল পরিবর্তন না করলে শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী বইয়ের দোকানগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়বে।

বিপজ্জনক বিপণন কৌশল

গৃহশিক্ষকদের মাধ্যমে বই বিক্রির, কৌশলে শিলিগুড়ির বইয়ের দোকানগুলো চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছে।

কমিশনের লোভ

প্রকাশনী সংস্থাগুলোর মোটা কমিশনের বিনিময়ে অনেক গৃহশিক্ষক পড়ুয়াদের নির্দিষ্ট বই কিনতে প্ররোচিত করছেন।

ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ

গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই প্রথা বন্ধের দাবিতে প্রকাশনী সংস্থাগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছে।

সিমেস্টার প্রভাব

অনলাইন পড়াশোনা এবং সিমেস্টার প্রথা চালু হওয়ার ফলে এমনিতেই পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা আগের চেয়ে অনেকটা কমেছে বলে মনে করছেন বিক্রেতারা।

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

দীর্ঘ কয়েক দশকের পুরোনো দোকানগুলোও বর্তমানে ক্রেতার অভাবে ধুঁকছে, যা শহরের বই সংস্কৃতির ওপর বড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করেছে।

বড়দিন ও উইকএন্ডের জেরে শনিবার দশ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির সারি। –সংবাদচিত্র

যানজটের গেরোয় হাঁসফাঁস

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : রেগুলেটেড মার্কেটের সামনে তখন গাড়ির লম্বা লাইন। রাস্তার দুইদিকে যতদূর চোখ যায়, সেখানে শুধুই গাড়ি দেখা যাচ্ছে। দায়িত্বে থাকা ট্রাফিককর্মীর মুখে অসহায়তার ছাপ স্পষ্ট। প্রশ্ন করতেই বললেন, 'সকাল থেকে সেই যে যানজট শুরু হয়েছে, শেষ হওয়ার নাম নেই।'

অরিন্দম দাসের চেকপোস্ট থেকে চম্পাসারি মোড় পর্যন্ত বাইকে করে আসতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গিয়েছে। চম্পাসারি মোড়ে যখন পৌঁছালেন তখনও সামনে গাড়ি আর বাইকের লাইন। অসহায় মুখে তিনি বলেন, 'দার্জিলিং মোড় পৌঁছাতে আরও কতক্ষণ যে সময় লাগবে, বুঝতে পারছি না।'

শনিবার শহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া দশ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই লেনের রাস্তার পরিস্থিতি থাকল এমনটাই। দুপুরের দিকে পরিস্থিতি এমনই হল যে, চেকপোস্টের দিকে যাওয়া রাস্তার লেনের যানজট শহিদনগর থেকে ছাড়িয়ে চাঁদমণি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অন্যদিকে, দার্জিলিং মোড় যাওয়ার রাস্তার লেনের যানজট চম্পাসারি থেকে দীঘায়িত হল দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত। যার প্রভাব পড়ল সংলগ্ন নিবেদিতা রোড, চম্পাসারি রোডের মতন রাস্তাগুলোতেও।

ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এলিভেটেড রোডের কাজের কারণে জাতীয় সড়কের রাস্তার একাংশ এমনিতেই সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে সকাল থেকে গাড়ির প্রচণ্ড ভিড়। আমাদের কিছু করার নেই।'

শহর শিলিগুড়িতে সপ্তাহের শেষ দিনে সবসময়ই অতিরিক্ত গাড়ির যাওয়া-আসা চলে। এরমধ্যে এদিন বড়দিনের আগের লাস্ট উইকএন্ড ছিল। পাহাড়ের দিকে যাওয়া গাড়ির পাশাপাশি এদিন পিকনিকের গাড়ির ভিড়ও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। এরমধ্যে ট্রাফিক পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকায় ভোগান্তি আরও বাড়ল।

এদিন সকালে দাগাপুরে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন শালুগাড়ার বাসিন্দা প্রণব দাস। চেকপোস্টে আসার পর সেখান থেকে ভানুনগর মোড় পর্যন্ত গাড়ির লম্বা লাইন দেখে মাথায় হাত পড়ে ওই তরুণের। বলছিলেন, 'এমনিতেই এলিভেটেড হাইওয়ের কাজের কারণে রাস্তার একাংশে ডাইভারশন তৈরি হয়েছে। যার জেরে গাড়ি ধীরগতিতে চলে। তার মধ্যেই এধরনের গাড়ির লাইন থাকলে যাব কোনদিক দিয়ে?'

দার্জিলিং মোড় থেকে রেগুলেটেড মার্কেট পর্যন্ত দুই লেনের মাঝখানের বেশকিছু অংশে মাটির ঢিপি ফেলে কাজ চলছে। সেই ঢিপির ওপর অনেকে গাড়ি, বাইক উঠিয়ে এগোতে থাকায় রীতিমতো আশঙ্কিত হয়ে পড়েন কাজের নজরদারিতে থাকা এক কর্মী।

জাতীয় সড়কের সংযোগকারী রাস্তাগুলোতেও এদিন কার্যত যানজটের প্রতিযোগিতা চলেছে। জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগকারী বাঘা যতীন কলোনির রাস্তা দিনের অধিকাংশ সময়ই রুদ্ধ অবস্থায় ছিল। যানজটে আটকে পড়ে অমিতাভ দাস বলে উঠলেন, 'বছরের এই শেষ ক'টাদিন বরাবরই শহরে গাড়ির ভিড় বাড়ে। এই ক'টা দিন হয়তো আমাদের দুর্ভোগের মধ্যে দিয়েই কাটবে।' একই আশঙ্কা ট্রাফিক পুলিশেরও।

বড়দিনের চাপ

বড়দিনের আগে উইকএন্ডের জন্য গাড়ির চাপ বেড়েছে

বছরের শেষ ক'টা দিন এইভাবেই কাটবে বলে আশঙ্কা

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ি সৃজনসেনার উদ্যোগে বিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতার সেরা নাটক 'হেঁয়ালি' প্রযোজনা করবে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল এবং সৃজনসেনার প্রযোজনা 'অননীক কথা' সকাল সাড়ে এগারোটায় দীনবন্ধু মঞ্চে।

এনজেপি মেইন রোডে বাড়ছে দুর্ঘটনা

অমিত রায়

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শহর শিলিগুড়ির অন্যতম ব্যস্ত সড়ক এনজেপি মেইন রোড। অভিযোগ, সেখানেই হুহু করে বাড়ছে দুর্ঘটনার সংখ্যা। শনিবার দুপুরে গোপাল মোড়ের কাছে স্কুটি, টোটো এবং একটি অটোর মধ্যে পাশাপাশি সংঘর্ষ ঘটে। হতাহতের খবর না থাকলেও চালকরা বচসায় জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এইরকম দুর্ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটছে এলাকায়। বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যায় এনজেপি স্টেশনে ট্রেন ঢোকার পর যানজটের সমস্যা বাড়ে। টোটোর সমস্যাই বেশি। যেখানে-সেখানে টোটো দাঁড়িয়ে পড়ে। ফলে দুর্ঘটনাও ঘটে।

স্থানীয় খোকন মণ্ডল, ব্যবসায়ী কার্তিক কর্মকার ও শম্ভু দাস জানান, ৩-৪ বছর আগে এই রাস্তায় দুর্ঘটনায় একজন মারা যান। ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও কড়া হলে এবং মানুষ সচেতনভাবে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা কমবে। এই নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

স্থানীয় কাউন্সিলার সাথী দাসের বক্তব্য, 'রাতে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। রাতে কিছু মানুষ বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালান। গাড়িগুলো প্রায়ই এলাকার দোকান এবং ইলেক্ট্রিক পোলে ধাক্কা মারছে। মানুষ সচেতনভাবে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে।'

ডিপিএসের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শীতের সন্ধ্যায় জমে গেল শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার এই স্কুলে আয়োজিত হয়েছিল 'ইউনিসন চতুর্দশ'। শুরুতেই স্কুল ব্যান্ড 'সিলেসটিয়ালস'-এর অনুষ্ঠান দর্শকদের মুগ্ধ করে। এর পাশাপাশি পড়ুয়াদের নাচ, নাটক এবং গান অনুষ্ঠানকে জমজমাট করে তোলে। বড়দিনের আগে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্কুলকে ক্রিসমাস থিমে সাজিয়ে তোলা হয়। পড়াশোনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্কুলের সেরাদের নাম ঘোষণা করেন প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের সভাপতি কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ি ও শিলিগুড়ি স্কুলের চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বেগম আহমেদ প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয়।

সেন্ট মাইকেলস-এ প্রি-ক্রিসমাস

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : ক্রিসমাসের আগে প্রি-ক্রিসমাসের আয়োজন করা হল সেবক রোড সংলগ্ন জ্যোতিনগরের সেন্ট মাইকেলস স্কুল ফর গার্লসে। শনিবার স্কুল মাঠে প্রি-ক্রিসমাসের সঙ্গে উইন্টার কার্নিভালের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের জায়গা সাজানো, অতিথিদের স্বাগত জানানো, স্টল সামলানো, এমনকি স্টেজ পারফরমেন্সেও অংশ নেয় পড়ুয়ারা। ২৫ ডিসেম্বরের আগেই জমজমাট খাওয়াদাওয়া, কনসার্ট, মজার মজার খেলার মাধ্যমে রীতিমতো বড়দিন এবং কার্নিভালের স্বাদ নেয় পড়ুয়ারা।

স্কুলের ডেপুটি ডিরেক্টর অঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'শীতের ছুটি শুরু হয়ে যাবে তাই উইন্টার কার্নিভালটা সেরে নেওয়া হল। সব মিলিয়ে প্রায় ২০০০ মানুষের সমাগম হয়।'

মনীষীদের সামনে রিলে অন্যমনস্ক, চড় মায়ের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : এক খুদেকে মা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরতে হবে তাঁকে। বাবা হাতে মোবাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যের ভিডিও ক্যামেরাবন্দি করার জন্য। তবে বাচ্চাটি পটু না হওয়ায় গোলমাল বেধে যাচ্ছিল বারবার। শেষমেশ মেজাজ হারিয়ে দিলেন শাস্তি।

রিলস বানাতে গিয়ে ভুল করার 'অপরাধে' এক শিশুকে তার মায়ের কাছে চড় খেতে হল সেদিন। সঙ্গে জুটল মায়ের ধমক, 'একটা দরকারি কাজ হচ্ছে, বারবার ভুল করছিস।'

সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই এখন রিলসের বন্যা। সৃজনশীল বা তথ্যমূলক ভিডিও'র পাশাপাশি ট্রেন্ডিং গানে নাচ কিংবা অভিনয়ের রিলস বানিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার নেশায় বুঁদ আট থেকে আশি। কিন্তু এই রিলস তৈরির হিড়িক এখন আর ঘরের চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ নেই, তা থাবা বসিয়েছে শহরের পার্কগুলোতেও।

সূর্য সেন পার্কে মনীষীদের মূর্তির সামনে ফলকে তাঁদের জীবনী ও কৃতিত্ব লেখা জায়গাটির সামনে আজকাল একদলের রিলস তৈরির মহড়া দেখে কপালে হাত ঠেকাচ্ছেন অনেকেই।

একসময় পার্ক ছিল প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানো আর শিশুদের খেলাধুলোর জায়গা। এখন ছবি বদলেছে। সূর্য সেন পার্কে সেই 'নবজাগরণ বীথি'র সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যাওয়ার বদলে চলছে লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দাপট। কেউ দু'হাত ছড়িয়ে সিনেমার কায়দায় পোজ দিচ্ছেন, কেউ বা মনীষীদের মূর্তির পাশে লোহার রডে মোবাইলটিকে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে নাচছেন। এই দৃশ্য দেখে পার্কে আসা ছোটরা ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছে।

সূর্য সেন পার্কে মনীষীদের আবক্ষ মূর্তির সামনে নাচানাচি। –সংবাদচিত্র

শহরের অন্যান্য পার্কেও একই পরিস্থিতি। ডাবগ্রামের শিলিগুড়ি পার্কে দেখা গেল, এক শিশুর হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে রিলস তৈরিতে ব্যস্ত দুই মহিলা। শিশুকে খেলতে দেওয়ার কথা বলায় হাসিমুখে উত্তর এল, 'কয়েকটা শুট করে নিই, তারপর তো খেলবেই।' প্রধাননগরের বলরাম নাথ চিলড্রেন পার্কেও সন্ধ্যার দিকে এমন দৃশ্য নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্কে বেড়াতে আসা কানাই হালদারের কটাক্ষ, 'যত্তসব পাগলের কারবার।' তাঁর মতে, রিলস তৈরি করুক, কিন্তু তা যেন দৃষ্টিকটু না হয়। মনীষীদের সামনের জায়গাটি অন্তত ছেড়ে দেওয়া উচিত।

একই মত হায়দরপাড়ার ইন্দিরা রায়ের। বলছিলেন, 'নবজাগরণ বীথিতে যা উপদ্রব শুরু হয়েছে, সেখানে যাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়েছে।'

এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পার্ক ও উদ্যান বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায়ের বক্তব্য, 'মনীষীদের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে লম্ফঝম্প করে রিলস তৈরি করা যে ভুল, মানুষের সেই সাধারণ জ্ঞানটুকু থাকা উচিত। পার্কের নিরাপত্তাকর্মীদের নজরে এসব পড়লে তাঁরা বারণ করেন। বদলে, অন্য কোনও ফাঁকা জায়গায় ভিডিও করা যেতেই পারে।'

২৪ ঘণ্টা সময়সীমা

প্রথম পাতার পর

তারা ভবনের সবক'টি গেটের দখল নেয়। সেনার বিশাল বাহিনীকে সামনে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে জনতা।

বেশ কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বটে, কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে হাদির মৃত্যুর পর বাংলাদেশজুড়ে যে মৌলবাদী তাণ্ডব চলছে, সেই ক্ষত আরও গভীর হওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলল হাদির দল ইনকিলাব মঞ্চ সহ কয়েকটি সংগঠনের শাহবাগে শনিবারের বিরাট জনসমাবেশে। যেখানে ছাত্র নেতারা কার্যত ইউনূস সরকারের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন।

ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আবদুল্লা আল জাবের হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারির জন্য সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেন। এইসময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের ধরা না হলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদাবক্স চৌধুরীকে পদত্যাগের দাবি জানান তিনি। আবদুল্লা বলেন, '২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীকে জনতার সামনে এসে বলতে হবে, গত এক সপ্তাহে তাঁরা কতটুকু এগিয়েছেন। জবাব দিতে না পারলে তাঁদের অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে।' তাঁর চরম হুঁশিয়ারি, 'আগামীকাল বিকাল সওয়া পাঁচটার মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও জবাব না এলে আমরা আবার এখানে আসব। অনেক ছাড় দিয়েছি, আর দেব না।'

ইউনূস কিন্তু প্রয়াত ওসমান হাদিকে বীরের সম্মান দিয়েছেন। দেহ সমাহিত করার আগে দক্ষিণ প্লাজায় সংসদ ভবনের কাছে বিশেষ নমাজের পর প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'চিরদিন বাংলাদেশিদের বুকের ভিতরে থাকবে প্রিয় হাদি। তোমার কথা, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি- সবকিছুর প্রশংসা করছে মানুষ। সেটা আমরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করছি, এটা যেন আমাদের মনে সবসময় জাগ্রত থাকে। আমরা যেন তোমাকে অনুসরণ করতে পারি।'

বাংলাদেশে অবশ্য হিংসায় লাগাম পরেনি। শুক্রবার রাতে চট্টগ্রামের বিএনপি নেতা বেলাল হোসেনের বাড়িতে বাইরে থেকে তালা দিয়ে আগুন দেয় দুষ্কৃতীরা। তাতে বেলালের সাত বছরের কন্যার পুড়ে মৃত্যু হয়। আরও দুই কন্যা সহ বেলাল আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। বিএনপি প্রথম থেকে এই অরাজকতা ও 'মব সন্ত্রাস'-এর নিন্দা করছে। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরের মতে, দেশের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ এবং ভাঙচুর আসলে এক বড় ষড়যন্ত্রের অংশ। শনিবার ছায়ানট ভবনের সামনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিকর্মীরা এই অস্থিরতার প্রতিবাদে অবস্থান করেন। ছায়ানট ও উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় দপ্তরে অগ্নিকাণ্ডের মতো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছে মানবাধিকার সংগঠন 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' এবং 'মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ।'

হামলায় আক্রান্ত প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার দুই সম্পাদককে ফোন করে অবশ্য ইউনূস নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন। ময়মনসিংহের ভালুকায় শুক্রবার দীপুচন্দ্র দাস নামে এক হিন্দুকে নৃশংসভাবে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে পোড়ানোর ঘটনায় শনিবার ৭ জন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে র‍্যাব।

পৃথিবীর পাঠশালা

পাখির কাছে হারল মেশিনগান

ইতিহাসে অনেক যুদ্ধের কথা আমরা পড়েছি, কিন্তু 'দ্য গ্রেট এমু ওয়ার'-এর মতো হাস্যকর যুদ্ধ বোধহয় আর নেই। ১৯৩২ সালে অস্ট্রেলিয়ার চাষিরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন বিশালদেহী এমু পাখির অত্যাচারে। প্রায় ২০,০০০ এমু ফসলের খেত তছনছ করে দিচ্ছিল। পরিস্থিতি সামলাতে সরকার শেষমেশ সেনাবাহিনী পাঠায়। মেজর মেরিডিথ-এর নেতৃত্বে সেনারা মেশিনগান নিয়ে মাঠে নামেন পাখিদের 'শায়েস্তা' করতে। ভাবা হয়েছিল, বুলেটের সামনে পাখিরা কী আর করবে! কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। এমুরা অত্যন্ত চালাক এবং দ্রুতগতিতে ছোটে। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এমনভাবে দৌড়াতে শুরু করল যে, মেশিনগানের লক্ষ্যভেদ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। হাজার হাজার রাউন্ড গুলি খরচ করেও খুব সামান্যই এমু মারা গেল। উলটে পাখিদের দাপটে সেনাদের পিছু হটতে হল। মেজর মেরিডিথ পরে বলেছিলেন, 'এমুরা যদি ট্যাংক চালাতে জানত, তবে ওরা বিশ্বের যে কোনও সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দিত।'

জ্বলছে 'নরকের দরজা'

তুর্কমেনিস্তানের কারাকুম মরুভূমির মাঝখানে দাউদাউ করে জ্বলছে এক বিশাল আগুনের গহ্বর। স্থানীয়রা ভয়ে এর নাম দিয়েছেন 'নরকের দরজা'। গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই আগুন এক মুহূর্তের জন্যও নেভেনি। এর পেছনে কোনও অলৌকিক কারণ নেই, বরং এটি মানুষেরই ভুলের মাশুল। ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ভূতাত্ত্বিকরা এখানে গ্যাসের খনি খুঁজতে গিয়ে মাটি খুঁড়ছিলেন। হঠাৎই মাটি ধসে গিয়ে প্রায় ৭০ মিটার চওড়া এক বিশাল গর্ত তৈরি হয় এবং বিষাক্ত মিথেন গ্যাস বের হতে শুরু করে। গ্যাস যাতে আশপাশের গ্রামে ছড়িয়ে না পড়ে, তাই বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন আগুন ধরিয়ে দিলে কয়েক দিনের মধ্যে সব গ্যাস পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। সেই যে আগুন জ্বালানো হল, তা আর নেভেনি! আজও মরুভূমির বুকে আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলছে সেই গর্ত। রাতের অন্ধকারে এই দৃশ্য যতটা সুন্দর, ততটাই ভয়ংকর।

গাছেদের 'কান্না'

জগদীশচন্দ্র বসু কবেই বলে গিয়েছেন, গাছেদের প্রাণ আছে। কিন্তু গাছ যে ব্যথায় চিৎকার করে কাঁদে, তা কি জানতেন? সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে, গাছেরা যখন তৃষ্ণার্ত থাকে বা তাদের ডালপালা কাটা হয়, তখন তারা এক ধরনের আল্ট্রাসনিক শব্দ বা 'চিৎকার' করে। ইজরায়েলের তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা টমেটো এবং তামাক গাছের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এই আজব তথ্য পেয়েছেন। তবে গাছের এই কান্না আমরা শুনতে পাই না, কারণ এটি ২০ থেকে ১০০ কিলোহার্জ ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে থাকে, যা মানুষের শ্রবণশক্তির বাইরে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বিশেষ মাইক্রোফোন ব্যবহার করে সেই শব্দ রেকর্ড করেছেন। তাঁরা বলছেন, এই শব্দ অনেকটা প্লাস্টিকের বাবল র‍্যাপ ফাটানোর মতো শোনায়। মজার ব্যাপার হল, আমরা শুনতে না পেলেও, কিছু পতঙ্গ এবং বাদুড় কিন্তু গাছের এই আর্তনাদ শুনতে পায় এবং সেই অনুযায়ী তাদের কাছে যায় বা দূরে থাকে।

মাটির নীচে বিয়ারের 'নদী'

জলের পাইপলাইন বা গ্যাসের পাইপলাইন, এসব তো হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু বিয়ারের পাইপলাইন? বেলজিয়ামের ব্রুজ শহরে গেলে এমনই এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য বা ঘটনার সাক্ষী হতে পারেন। 'ডি হালভ মান' তাদের কারখানা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরের বটলিং প্ল্যান্টে বিয়ার পাঠানোর জন্য মাটির নীচে একটি আস্ত পাইপলাইন বসিয়ে ফেলেছে! আগে এই বিয়ার ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হত, যার ফলে শহরের সরু রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হত এবং পরিবেশ দূষণ বাড়ত। সেই সমস্যা মেটাতে ২০১৬ সালে তারা এই অভিনব পদ্ধতি চালু করে। মাটির নীচ দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪,০০০ লিটার বিয়ার ছুটে চলে। স্থানীয় বিয়ারপ্রেমীরা মজা করে বলেন, 'ইশ, যদি বাড়িতে একটা ট্যাপ বসিয়ে ওই পাইপলাইন থেকে কানেকশন নেওয়া যেত!'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নয়টি ট্রেন বাতিল, ঘুরপথে অনেক

হাতিমৃত্যুতে দুর্ভোগে রেলযাত্রীরা

প্রণব সূত্রধর ও রাহুল মজুমদার

আলিপুরদুয়ার ও শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শনিবার ভোরে অসমের হোজাই এলাকায় ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় সাতটি হাতির মৃত্যু হয়। ট্রেনের বেশ কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। এর জেরে ওই রুটে বেশ কিছু ট্রেন দেরিতে চলছে। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে প্রায় শতাধিক যাত্রীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেনের জন্য বসে থাকতে হয়। অসমের প্রায় নয়টি ট্রেন বাতিল হয়। এছাড়াও একাধিক ট্রেন রুট বদল করেছে। এতে অসমের বেশিরভাগ ট্রেন চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা দেরিতে চলছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, বিবেক এক্সপ্রেসের মতো ট্রেন দেরিতে চলায় শিলিগুড়ি, হাওড়া, বেঙ্গালুরুর যাত্রীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে বসে থাকতে হয়।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন।

পাল্লা হল দেরি

- **২০৫০৭ ডাউন** সাইরাং-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস
- **১৫৬৫৭ আপ** ব্রহ্মপুত্র মেল
- **২০৫০৪ আপ** নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস
- **২০৫০৫ ডাউন** নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী
- **১২৪২৪ আপ** নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী
- **১২৪২৩ ডাউন** ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস

যা ঘটেছে

- শনিবার ভোরে অসমের হোজাই এলাকায় ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় আটটি হাতির মৃত্যু হয়
- ট্রেনের বেশ কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়, এর জেরে ওই রুটে বেশ কিছু ট্রেন দেরিতে চলছে
- নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে প্রায় শতাধিক যাত্রীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেনের জন্য বসে থাকতে হয়
- অসমের প্রায় নয়টি ট্রেন বাতিল হয়েছে, একাধিক ট্রেন রুট বদল করে চলছে
- দুর্ঘটনাগ্রস্ত রাজধানী এক্সপ্রেস এদিন নির্ধারিত সময় থেকে অন্তত পাঁচ ঘণ্টা দেরিতে চলেছে

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল, তমা সরকার নামে এক বৃদ্ধা আলিপুরদুয়ার থেকে জয়পুর যাবেন। স্টেশনে আসার পর জানতে পারেন, ট্রেন প্রায় কয়েক ঘণ্টা দেরিতে আসবে। নিরুপায় হয়ে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'দুই ঘণ্টার বেশি সময় বসে রয়েছি। কখন ট্রেন আসবে বুঝতে পারছি না।' দীপক দাস নামে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বিশাখাপত্তনম যাবেন। প্রায় তিন ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে বসে থাকতে হয় তাঁকে। তাঁর কথায়, 'ট্রেন লেটের কথা জানতে পারলে দেরি করে বাড়ি থেকে বের হতাম।'

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পানবাড়ির চার তরুণ বেঙ্গালুরুর বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। অসমের ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে প্রায় সাত ঘণ্টা স্টেশনে বসে কাটাতে হয় তাঁদের। সময় কাটাতে চার বন্ধুকে অনলাইন গেম খেলতে দেখা যায়। তাঁদের বিনোদ লিম্বু নামে এক তরুণ বলছেন, 'সকালে এসেছি। সাত ঘণ্টা ধরে প্ল্যাটফর্মে বসে রয়েছি। কখন ট্রেন ছাড়বে তা জানি না। বাড়ি কুড়ি কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব থাকায় ফিরেও যেতে পারছি না।' বিনীতা সোমেন কেরলের বাসিন্দা। স্বামী ভুটানে চাকরি করেন। কামরূপ এক্সপ্রেসে বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাঁর। ট্রেন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দেরিতে থাকায় দুই শিশুকে নিয়ে বিপাকে পড়েন বিনীতা। শেষপর্যন্ত বাসে হাওড়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিনীতার কথায়, 'পাঁচ ঘণ্টা ট্রেন লেটে চলছে। শিশুরা স্টেশনে এতক্ষণ বসে থাকতে চাইছে না। সড়কপথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আসিউ আলি বলছেন, 'ট্র্যাক মেরামতের কাজ চলছে। ফলে বিধিনিষেধ মেনে চলতে হচ্ছে। তাই ট্রেন দেরিতে চলছে।'

এনজেপি থেকে গুয়াহাটিগামী এবং গুয়াহাটি থেকে এনজেপিগামী ট্রেন কোনওটি ৩০ মিনিট, কোনওটি এক ঘণ্টা তো কোনওটি আবার তিন ঘণ্টা দেরিতে চলেছে। তাই এনজেপি স্টেশনের ওয়েটিং এরিয়ায় এদিন অনেক যাত্রীকেই অপেক্ষা করতে হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের দপ্তর থেকে প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রীর হতাহতের খবর নেই।

রেল সূত্রে খবর, ২০৫০৭ ডাউন সাইরাং-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, ১৫৬৫৭ আপ ব্রহ্মপুত্র মেল, ২০৫০৪ আপ নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস, ২০৫০৫ ডাউন নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী, ১২৪২৪ আপ নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী, ১২৪২৩ ডাউন ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস এদিন দেরিতে চলাচল করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ২০৫০৭ রাজধানী এক্সপ্রেস এদিন নির্ধারিত সময় থেকে অন্তত পাঁচ ঘণ্টা দেরিতে চলেছে।

'খুনি' রাজধানী

প্রথম পাতার পর

রেলের উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত কোচগুলি থেকে প্রায় ২০০ জন যাত্রীকে ট্রেনের অন্যান্য কোচের ফাঁকা আসনে সরিয়ে দেয়। শনিবার সকাল ৬টা ১১ মিনিটে ট্রেনটি গুয়াহাটি রওনা দেয়। গুয়াহাটি স্টেশনে রেলের বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর (০৩৬১-২৭৩১৬২১/ ২২/ ২৩) চালু করা হয়েছে। দুর্ঘটনাটির জেরে উত্তর-পূর্ব ভারতে রেল চলাচল ব্যাহত হয়েছে। গুয়াহাটি-জোরহাট জনশতাব্দী এবং গুয়াহাটি-বদরপুর ভিস্টাডোম এক্সপ্রেস সহ ৯টি ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে এবং ১৩টি ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বন দপ্তরকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বন দপ্তরকে কম দৃশ্যমানতার ঋতুতে বন্যপ্রাণীদের করিডরগুলিকে আরও সুরক্ষিত রাখার নির্দেশ দিয়েছি।' গত পাঁচ বছরে দেশে ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্তত ৭৯টি হাতির মৃত্যু হয়েছে, যা বন্যপ্রাণী রক্ষায় উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে।

বৈঠকে জয়েন্ট কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (জেসিসি)। শনিবার সুকান্ত।

চিকেন নেক নিয়ে জরুরি বৈঠক

প্রথম পাতার পর

সিআরপিএফ, এসএসবি সহ বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনী, রাজ্য প্রশাসনের একাধিক পদস্থ কর্তা এবং একাধিক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। দিনভর কয়েক দফায় বৈঠক হয়। চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদানপ্রদান করেন নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যরা।

সূত্রের খবর, রাতে করিডরের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। করিডরে ঢোকা এবং বের হওয়ার প্রত্যেকটি রাস্তায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও হয়েছে। এক্ষেত্রে সেনার সাহায্য নেবে পুলিশ। ইতিমধ্যেই আঁটোসাঁটো করা হয়েছে সীমান্ত সুরক্ষা। বিএসএফের সঙ্গে স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকায় সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনাও হয়েছে। নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বাংলাদেশ সীমান্তে নাকা চেকিং বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও হয়েছে এদিন। পাশাপাশি করিডরজুড়ে রাতে পুলিশি টহলদারিও দ্বিগুণ করা হচ্ছে।

বিএসএফের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'এদিনের বৈঠকে চিকেন নেকে কোনও সংকটজনক অবস্থা তৈরি হলে কীভাবে সব সংস্থা একযোগে দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ করতে পারে, সেই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয় সেনা, আধাসামরিক বাহিনী এবং রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের অস্থিরতার আঁচ যাতে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বা এই স্পর্শকাতর করিডরের ওপর না পড়ে, তার জন্য একটি প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।' ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'চিকেন নেকের নিরাপত্তায় ২৪ ঘণ্টা ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফও অত্যাধুনিক ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি শুরু করেছে।'

হঠাৎ সংকট তৈরি হলে তার মোকাবিলার জন্য যৌথবাহিনী কীভাবে কাজ করবে তার মহড়ার প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছে এদিন। তবে সেনা সূত্রের খবর, বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল সীমান্তের কিছু এলাকায় বিশেষ অভিযান চালাতে পারে জেসিসি। অসম-বাংলা সীমানায় হতে পারে অভিযান। হাওলার মাধ্যমে জঙ্গিদের অর্থ আদানপ্রদানের কিছু তথ্য নিয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে গোপনে সন্দেহভাজন কয়েকজন ব্যবসায়ীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। চিকেন নেকের নিরাপত্তায় বায়ুসেনা একাধিক বড় পদক্ষেপ করছে। সেই বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাননি জেসিসি'র কোনও আধিকারিকই।

আকুতি মোদির

প্রথম পাতার পর

পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, একবার বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়ে দেখুন, দেখবেন কত দ্রুত আমরা বাংলার উন্নয়ন করি।' এই প্রসঙ্গে তিনি ত্রিপুরায় 'লালঝান্ডাওয়ালা'দের শাসন থেকে বের করে আনার পর উন্নয়নের যুক্তি দেখান।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'কেন্দ্রের সরকার এমন নীতি প্রণয়ন করছে যাতে প্রত্যেক দেশবাসীর সক্ষমতা বাড়ে। এর ফলে দুর্গাপুজো ও উৎসবের সময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হাত খুলে খরচ করতে পেরেছেন।' তাঁর দাবি, রাজ্যের পরিকাঠামোতেও বড় বিনিয়োগ করছে কেন্দ্র। জাতীয় সড়ক উন্নয়নে শনিবারের ঘোষণা তারই উদাহরণ।

দলীয় মঞ্চ থেকে ভাষণ দেওয়ার আগে প্রশাসনিক সভায় শিলান্যাস ও উদ্বোধনে ৩২০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সূচনা করেন তিনি। এর মধ্যে নদিয়ার বড়জাগুলি থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত প্রায় ৬৭ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের জাতীয় সড়কের উদ্বোধন এবং বারাসত ও বড়জাগুলির মধ্যে চার লেনের জাতীয় সড়কের শিলান্যাস করেন।

পরে এই প্রসঙ্গে মোদি বলেন, 'রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্র নিরন্তর চেষ্টা করছে। বড়জাগুলি থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত চার লেনের রাস্তা তৈরি হলে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, কৃষ্ণনগর এবং আশপাশের মানুষজন উপকৃত হবেন। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছানোর সময় ২ ঘণ্টা কমে যাবে। এই দুই প্রকল্পের ফলে ওই অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পর্যটনের আরও বিস্তার ঘটবে।'

ভার্চুয়াল ভাষণে ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়াদের উদ্বেগ প্রশমনে একটি শব্দ বলেননি তিনি। তা নিয়ে জোর সমালোচনা শুরু হয়। তৃণমূল আক্রমণ করে। অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। কলকাতা ছাড়ার পর সেই খবর পৌঁছায় মোদির কানে। তারপর সন্ধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে একের পর এক পোস্টে তিনি লিখতে থাকেন, 'রানাঘাটের সভায় আরও কিছু বলার ছিল। আমি প্রত্যেক মতুয়া ও নমশূদ্র পরিবারকে সর্বদা তাঁদের সেবায় নিয়োজিত থাকার আশ্বাস দিচ্ছি। তৃণমূলের দয়ায় তাঁরা থাকছেন না। সিএএ-র সৌজন্যে মর্যাদার সঙ্গে ভারতে বাস করা তাঁদের অধিকার। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার হলে আমরা তাঁদের জন্য অনেক কিছু করব।

প্রধানমন্ত্রীর সভায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় শনিবার চরম বিশৃঙ্খলা হয়। পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের দিকে চেয়ার ছুড়তে দেখা যায় বিজেপি সমর্থকদের। স্থানীয় নেতৃত্ব বারবার চেষ্টা করলেও নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পেতে হয় বিজেপি কর্মী ও পুলিশকে।

গাড়িতে ধোঁয়া, অসুস্থ সভাধিপতি

হরষিত সিংহ

মালদা, ২০ ডিসেম্বর : চলন্ত অবস্থায় ধোঁয়ায় ভরল গাড়ি। শনিবার বিকেল ৩টে নাগাদ ইংরেজবাজার ব্লকের সুস্থানী মোড় সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে শ্বাসকষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। ধোঁয়ার জেরে একসময় জ্ঞান হারান সভাধিপতি। গাড়ি থামিয়ে তড়িঘড়ি সেখানেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। এসি বন্ধ করে ওই গাড়িতেই তাঁকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হন তাঁরা। তবে পথে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠায় তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়িতেই তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

সভাধিপতির স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'শনিবার বিকেল তিনটে নাগাদ রাস্তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন লিপিকা। পথে গাড়ির এসি থেকে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। অসুস্থ হয়ে পড়লে নিরাপত্তারক্ষীরা তড়িঘড়ি উদ্ধার করেন। বর্তমানে বাড়িতেই রয়েছেন। এখন সুস্থ আছেন।'

কালিয়াচকের জালালপুর এলাকায় সভাধিপতি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন। গাড়িতে সভাধিপতি সহ তাঁর চারজন নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। গাড়ির সমস্ত জানলার কাচ বন্ধ করে এসি চালানো ছিল। জাতীয় সড়কে হঠাৎ এসির ভেন্টিলেটার দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা গাড়ি। আবদ্ধ থাকায় শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় সভাধিপতির। গাড়ি দাঁড় করিয়ে সভাধিপতিকে নামানোর সময় জ্ঞান হারান তিনি। সেখানেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। তড়িঘড়ি ওই গাড়িতেই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে আর গাড়ির এসি চালানো হয়নি। প্রসেনজিৎ বলেন, 'কী কারণে গাড়ির এসি থেকে ধোঁয়া তা পরীক্ষার জন্য গাড়িটি শোরুমে পাঠানো হয়েছে।'

এদিন গাড়ির চালক ও নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি। পথশ্রী প্রকল্পের কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও কালিয়াচকে অনুষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেসের খেতমজুর সংগঠনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। পথে গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য কোনও অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে পারেননি তিনি। অসুস্থ হয়ে পড়ায় ফিরে আসেন বাড়িতে। বর্তমানে তিনি বাড়িতেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর : শনিবার ইভটিজিংয়ের অভিযোগে দিবাকর ওরাওঁ (২২) নামে এক তরুণকে ডুমুরিয়া উচ্চমাধ্যমিক গার্লস স্কুলের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করেছে কিশনগঞ্জ সদর থানায় অভয়া ব্রিগেড। শনিবার ধৃতকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

পদ্মের বৈতরণি পারে নতুন মোহন-ছক

প্রথম পাতার পর

অবস্থা নিয়ে আক্ষেপ করার সময়ই উত্তরবঙ্গে এসেছেন মোহন ভাগবত। তিনদিনের সফরে শিলিগুড়িতে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধানের মতো হাইপ্রোফাইল পদাধিকারীর এক জায়গায় তিনদিনের কর্মসূচিতে স্পষ্ট উত্তরবঙ্গে কতটা জোর দিচ্ছে গেরুয়া শিবির। কাগজে-কলমে উত্তরের ৫৪ বিধানসভা আসনের মধ্যে ২৯ খানায় জিতেছিল বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় এবং ধূপগুড়িতে উপনির্বাচনে বিজেপি হেরে যাওয়ায় সেই সংখ্যা এখন ২৭।

ফলে সরাসরি উত্তরের অর্ধেক আসন পদ্ম শিবিরের দখলে। কোচবিহার ও মালদা দক্ষিণ বাদ দিলে সব লোকসভা আসনে পদ্ম ফুটে আছে। অথচ তৃণমূলের দাপট এমনই যে, এসআইআর-এর সময় বিজেপি'র বিএলএ-রা ভয়ে গুটিয়ে ছিলেন। শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় কোচবিহারে আক্রান্ত হলেও কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো প্রতিবাদ সংগঠিত হয় না তেমন। নাগরাকাটায় মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুর নাক-মুখ ফাটিয়ে দেওয়ার উত্তাপে নিজেকে সেঁকে নিতে ব্যর্থ পদ্ম-চাষির দল।

যে সংগঠন বুথ স্তরে ফোঁপরা হয়ে আছে বলে খোদ অভিষেক কবুল করছেন, তা নিয়ে কিন্তু অবাধে দাদাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল। জেলায় জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে মানুষ তিতিবিরক্ত। দুর্নীতি, বেকারত্ব ইত্যাদি কারণে ভয়ানক জনরোষ। নেতাদের একাংশের ঔদ্ধত্য মানুষের সহ্যশক্তিকে ভেঙে দিচ্ছে। রাজবংশী, আদিবাসী, নেপালি ইত্যাদি জনগোষ্ঠীগত সমীকরণেও ভোটের অঙ্কে দলটা পিছিয়ে।

নস্যশেখ শুধু তৃণমূলের জনগোষ্ঠীগত নিশ্চিত ভোটব্যাংক। তুলনায় বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও জন অসন্তোষকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ বিজেপি। আন্দোলন যেন দলটার অভিধানে নেই। একা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ সংবাদমাধ্যমে বিবৃতিতে, ভিডিও পোস্টে গরম গরম বয়ান দেন। উত্তরের বাকি ২৬ বিধায়কের সক্রিয়তা এত কম চোখে পড়ে যে, মাঝে মাঝে তাঁদের নামও মনে থাকে না।

এত গুটিয়ে থাকা সত্ত্বেও বিজেপির উত্তরবঙ্গে সাফল্যের পেছনে আছে আসলে আরএসএস। জেলায় জেলায় সংঘের শাখাগুলির প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা ঠুঁটো জগন্নাথ বিজেপিকে সুবিধা করে দিয়েছে। গঙ্গাপাড়ের এক সাংসদ ঘরোয়া আলোচনায় স্বীকার করলেন, নির্বাচনি প্রস্তুতি বা প্রচারের জন্য তাঁরা এখন বাংলার দুই পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব ও বিপ্লব দে'র নির্দেশিকার অপেক্ষায়।

তৃণমূল কিন্তু এসআইআর, উন্নয়নের পাঁচালি, প্রশাসনিক বৈঠক ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে নির্বাচনি প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। মোহন ভাগবতের তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফর যেন বিজেপির এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যেই। শুধু জনগোষ্ঠীগত সমীকরণে ভোটের অঙ্কে চিঁড়ে নাও ভিজতে পারে মনে করে, আরএসএসের পরিকল্পিত নজরে এখন যুব প্রজন্ম। উত্তরে বরাবরই বিজেপির ভোটব্যাংক তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্বটা নিয়ে থাকে আরএসএস। সেই কাজ এগিয়ে দিতে এবার স্বয়ং ভাগবত উত্তরবঙ্গে।

যুবসমাজের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালীদেরও কাছে টানতে ভাগবতের এই সফর। শিলিগুড়িতে চিকিৎসক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যাঁরা সংঘ প্রধানের বৈঠকে ছিলেন, তাঁদের কেউ তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ, কেউ বাম মনোভাবাপন্ন। তাঁদেরও খোলা আহ্বান রেখে গিয়েছেন সরসংঘচালক। যদিও তাঁর কথা যুবসমাজকে কতটা আকৃষ্ট করবে, তা বলার সময় আসেনি।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তরুণরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি যে উত্তর দিয়েছেন, তা নবীন প্রজন্মের মনে দাগ না কাটতেই পারে। তরুণরা চায় চটজলদি সমাধান। ভাসা ভাসা কথা তাদের ঘোর অপছন্দ। ভাগবতের বক্তব্য কিন্তু ধরি মাছ না ছুঁই পানি। সংঘের কাজ বাংলার আইনশৃঙ্খলা সমস্যা কেন্দ্রের নজরে আনা- ভাগবতের এই বক্তব্য অনেকটা আগুন লেগেছে, এখন জলের জন্য আগে পুকুর খোঁড়ো, তারপর আগুন নেভাও গোছের।

এক তরুণ বাংলায় রাষ্ট্রপতি জারির প্রসঙ্গ এনেছিলেন। তাতেও সেই গোল গোল জবাব- সংঘ রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা বলে না। সংঘ কেন্দ্রকে বলতে পারে, বাংলার আইনশৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ। তারপর যা করার কেন্দ্র করবে। তবে সর্বরোগহর যে বার্তা ভাগবত দিয়েছেন, তা সংঘ সবসময় বলে থাকে। যেমন, হিন্দুত্ব জাগলে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আসবে। কিংবা হিন্দুত্বকে শক্তিশালী করতে সুস্থ সমাজ গড়তে হবে। অথবা সমাজের পাশে দাঁড়ালে হিন্দু সংগঠন শক্তিশালী হবে।

বাংলায় শুধু হিন্দুত্বে অবশ্য তৃণমূলের মোকাবিলা কঠিন হয়ে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও হিন্দুত্বের অস্ত্রে শান দিয়ে জগন্নাথধাম প্রতিষ্ঠা করেছেন দিঘায়। শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির, কলকাতায় দুর্গাঙ্গন বানাতে চলেছেন। যা আরএসএসের অ্যাজেন্ডাই বলা যায়। ফলে যে প্রশ্নটা বড় হয়ে ওঠে, তা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকলে আরএসএসের সমস্যার কোনও কারণ আছে কি! অ্যাজেন্ডা অভিন্ন হলে মানুষ খামোখা কেন বিকল্প খুঁজবে! উত্তরবঙ্গের মাটি তাই স্থিতাবস্থার সাক্ষী হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না!

স্মরণে সমরেশ

কোনওরকমে ক্লাস নাইনে ওঠা। তারপর পড়াশোনাটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে তাতে কী! সৃষ্টির ঝুলিতে প্রায় ২০০টি গল্প, একশোরও বেশি উপন্যাস। মূলত বড়দের জন্য লিখলেও ছোটদের জন্য লেখাতেও ছিলেন সমান সাবলীল। কিছুদিন আগেই তাঁর ১০১তম জন্মদিবস পেরিয়ে গেল। পাঠক–মননে সমরেশ বসু আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

সমস্ত সৃষ্টিতেই নিজের মতো বাঁচার বার্তা

স্বাতি দাশ চৌধুরী

গত ১১ ডিসেম্বর সমরেশ বসুর ১০১তম জন্মদিনে আলোচনায় সঞ্চালক বললেন, শতবর্ষ পরে সমরেশ বসু কতটা এই সময়ের সংলগ্ন। ঠিকই, শতবর্ষ অতিক্রান্ত একজন সাহিত্য প্রতিভার প্রাসঙ্গিকতার কথা তো ভাবায়। সমরেশ বসুর মৃত্যুর পর ৩৭ বছর অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে ভুবনায়নের হাত ধরে সারা বিশ্ব একটি দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমের ঘেরাটোপে গুছিয়ে বসেছে। সেই ঘেরাটোপের অভ্যস্থতায় এই প্রজন্ম শুধু নয়, আমরা অধিকাংশ মানুষ আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বইকে আঁকড়ে থাকার জ্ঞান এবং বিনোদনে আগ্রহী মানুষ এখন আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু। গত ২০ বছর আমার নিরানব্বই শতাংশ তরুণ ছাত্রছাত্রীকে আকুল প্রশ্ন করেও সিলেবাসের বাইরে বই পড়ার কোনও হদিস আমি পাইনি। তাই বলে ‘গেল গেল’ এমন হা-হুতাশের সঙ্গী আমি নই। এই মাধ্যমটি আশ্রয় করেই সম্ভব বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণাক্ষর ওদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

কেন জানব এবং পড়ব সমরেশ বসুকে। তার উত্তর খুঁজতে

> ১৭ বছর বয়সে বন্ধুর দিদি, চার বছরের বড়, বিবাহবিচ্ছিন্না, ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে করে উঠলেন শ্রমিক বস্তিতে। জীবিকা? ঘরে ঘরে ডিম, সবজি বিক্রি। কিন্তু তাঁর চেতনে অবচেতনে একটা লক্ষ্য স্থির। লেখা।

হবে লেখকের জীবন প্রবাহে। তাঁর জীবন শেখায় নিজের শর্তে বাঁচা, জীবনের একটি লক্ষ্যে অবিচল থাকা, নিবিড় অনুশীলন, শিরদাঁড়া সোজা রাখা, সত্যি কথা বলার অদম্য সাহস, সমাজ, রাজনীতি সচেতনতা এবং মানুষকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি করা। হ্যাঁ, এই সবক’টির সন্ধান মেলে তাঁর জীবন এবং সাহিত্যে।

ছেলেবেলা থেকে সমরেশ সৃষ্টিছাড়া বাউন্ডুলে। লেখাপড়া ছাড়া সবেতে তাঁর আগ্রহ এবং কৌতূহল। পিতা অতিষ্ঠ হয়ে পাঠিয়ে দিলেন নৈহাটিতে দাদার কাছে। ভর্তি হলেন অষ্টম শ্রেণিতে। কোনওরকমে হয়তো নবম শ্রেণিতে উঠেছিলেন– ছেড়ে দিলেন প্রথাগত পড়াশোনা। বাঁশি বাজানো, গান গাওয়া, ছবি আঁকা, অভিনয়ে তাঁর মন। এরপর যেটা করলেন তার জন্য সেই সময় শুধু নয়, আজকের দিনের অভিভাবকও সন্তানের ওপর সব আশাভরসা জলাঞ্জলি দেবেন নিশ্চিত। ১৭ বছর বয়সে বন্ধুর দিদি, চার বছরের বড়, বিবাহবিচ্ছিন্না, ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে করে উঠলেন শ্রমিক বস্তিতে। জীবিকা? ঘরে ঘরে ডিম, সবজি বিক্রি। কিন্তু তাঁর চেতনে অবচেতনে একটা লক্ষ্য স্থির। লেখা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শুরু হল নিজেকেই শান দেওয়া। অনুশীলন এবং অনুশীলন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে মিটিং, মিছিল, পার্টির জন্য পোস্টার লেখা, আঁকা, সেই সঙ্গে শ্রমিক মহল্লায় ঘুরে ঘুরে পার্টির আদর্শ প্রচার। হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করছেন এবং নিজেদের তৈরি উদয়ন পাঠাগারে রাত ১২টা–১টা পর্যন্ত হ্যারিকেনের আলোয় বিশ্বসাহিত্য এবং দেশীয় সাহিত্য পরিক্রমা। লেখক সত্তাকে গনগনে করছেন সমরেশ। নিজের লক্ষ্যে স্থির প্রতিজ্ঞ।

১৯৪৬ সাল। পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হল সমরেশের গল্প ‘আদাব’। দাঙ্গাবিধ্বস্ত সময়ে ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে, এমন একটি মানবিক আখ্যান সাহিত্যসমাজ সহ পাঠককুলকে চমকে দিল।

এরপর ষোলোর পাতায়

চার সন্তান নবকুমার, মৌসুমী, দেবকুমার ও বুলবুলের সঙ্গে। ১৯৫৬ সালে।

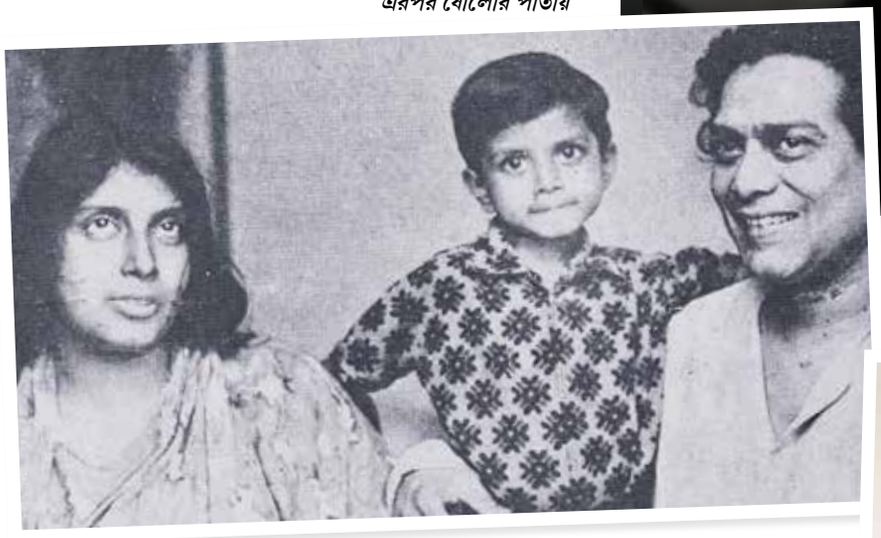

দ্বিতীয় স্ত্রী ধরিত্রী বসু ও সন্তান উদিত বসুর সঙ্গে। ১৯৭৩ সালে।

অন্য আঙ্গিকে। ১৯৭৯ সালে একটি কার র‍্যালিতে।

বন্ধুদের সঙ্গে। ১৯৮০ সালে।

খেটে খাওয়া মানুষের গল্পে অশ্লীলতার তকমা

বিপুল দাস

সর্বার্থে আলোকিত উজ্জ্বল নাগরিক জীবন এবং বিবর্ণ ও অনুজ্জ্বল গ্রামীণ জীবনের মাঝে আর একটি ধূসর অঞ্চল আছে। সেই জীবন নাগরিক জীবনের মতো আধুনিকতায় উজ্জ্বল না হলেও মানবজীবনের চলমান মিছিলে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। সাদা ও কালোর মিশ্রণে সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের কথকতা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের নিজেদের কথা। ফলত তারা খুব সহজেই সেই কথাকে নিজেদের কথা বলে মান্যতা দিতে বা গ্রহণ করতে পারেন। সেই জীবন শহরতলির জীবন। কলকারখানার শ্রমিক মহল্লা, দিন খুঁটে খাওয়া মানুষের বস্তি অঞ্চল, দারিদ্র্যসীমার নীচে এবং দারিদ্র্যসীমার ভেতরে কোনওমতে বেঁচে থাকা সেইসব মানুষের দিনের পাঁচালি নিরাপদ দূরত্বে থেকে নয়, তাদের সঙ্গে দাবি আদায়ের মিছিলে হেঁটে, তাঁদের ঘরের দাওয়ায় বসে, তাঁদের লোভ-ক্রোধ-অশ্রু-জীবনের প্রতি ঘৃণা ও ভালোবাসা, তাঁদের নাচার যৌনতা দেখেছিলেন সমরেশ বসু। গঙ্গার দু’পার জুড়ে যে মিশ্র মানুষের বসতি, মূলত কলকারখানার শ্রমিক, নৈহাটি-ভাটপাড়া-রিষড়া-গুপ্তিপাড়া-চুঁচুড়া ইত্যাদি অঞ্চলজুড়ে যে মানুষদের বসতি, সেই অঞ্চলের মানুষের কথা বলতে গিয়ে রাজনীতি, রাজনীতির আড়ালে খুন, জখম, মস্তানি, ধর্ষণ, অনৈতিকতা, বিসর্জিত বিবেক

> তাঁর ‘প্রজাপতি’ উপন্যাসের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছিল। যদিও সতেরো বছর পরে আদালত থেকে রায় বেরিয়েছিল এই বই কোনও মতেই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নয়।

এবং অবধারিতভাবেই চরিত্রচিত্রণে আমাদের তথাকথিত নীতিসর্বস্ব জীবনে অশ্লীল শব্দ আসবেই। সমরেশ বসুর উপন্যাস নিয়ে তাই বারবার ‘অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট’ এই অভিযোগ উঠেছে। এমনকি তাঁর ‘প্রজাপতি’ উপন্যাসের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছিল। যদিও সতেরো বছর পরে আদালত থেকে রায় বেরিয়েছিল এই বই কোনও মতেই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নয়।

উপন্যাসটি ১৯৬৭ সালে শারদীয় ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমহলে বিপুল প্রতিক্রিয়ায় জন্ম দেয়। বিদেশি উপন্যাসে যেসব বিষয় ও বর্ণনা আমাদের কাছে স্বাভাবিক এবং অতি উচ্চ বাস্তবধর্মী লেখা হিসেবে বিবেচিত হয়, কিন্তু বাংলা উপন্যাসের লেখককুল জীবনের এক অবশ্যম্ভাবী ভাইটাল ফোর্স যৌনতাকে এড়িয়ে গেছেন বা ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো একটু ইশারা দিয়েছেন শুধু। এই ছুঁতমার্গ বাংলা উপন্যাসকে বাস্তবের ধুলো মাখতে দেয়নি। সাবালক হয়ে উঠতে অনেক সময় লেগে যায় বাংলা উপন্যাসের। নরনারীর স্বর্গীয় প্রেম, দেশপ্রেম, বড়জোর বড়লোকের মেয়ে আর ছোটলোকের ছেলের মিলন-বিরহের গাথা পর্যন্ত এগিয়েছে। তবু ধীরে ধীরে একটু একটু করে আড়ষ্টতা ভাঙছিল। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন বা অচিন্ত্য সেনগুপ্তের মতো কয়েকজন কবিতায় ও গদ্যে আধুনিকতার কল্লোল তোলার চেষ্টা করছিলেন। আপাত অর্থে অশ্লীল, এমন বিষয় ও শব্দ উঁকিঝুঁকি মারছিল। পাঠক বিপন্ন বিস্ময়ে দেখছিল বাস্তবকে এড়িয়ে জীবনের গল্প হয় না। আর এই বাস্তবের কথা বলতে গেলে চরিত্র অনুযায়ী তথাকথিত ‘স্ল্যাং’ দিব্যি মানিয়ে যাচ্ছে। সত্য যথাযথভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সেই অবধারিত ‘অস্বস্তিকর’ বিষয় বা ভাষায় ভর করে। আমার ভাবনার ভার বহন করে ভাষা। কোনও কোনও ভাবনার জন্য যদি দরকার হয়, তবে অশ্লীল শব্দ আসতেই পারে। একটা সময় ছিল যখন ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য শব্দ সাহিত্যে প্রয়োগ অলিখিতভাবে নিষিদ্ধই ছিল। লেখক যা বলতে চায়, এই সীমাবদ্ধতার কারণে সেই ভাব যথাযথভাবে ফুটে উঠত না।

এরপর ষোলোর পাতায়

নিজের দামাল সাহসকে বুনেছিলেন গোগোলের অন্তরে

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য

ততদিনে ফেলুদার গোটা চার পাঁচেক গল্প আর কাকাবাবুর পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক ও মিশর রহস্য পড়া হয়ে গেছে। এমনই একসময়ে হঠাৎই হাতে এসে পড়ল একটি ছোট চটি বাঁধানো বই। ‘সোনালি পাড়ের রহস্য’। সাত বছরের দারুণ কৌতূহলী আর দুঃসাহসী খুদে গোয়েন্দা গোগোলের পুরীতে পোড়োবাড়ির রহস্য উদ্ঘাটনের কাহিনী। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এবং জটিলতর ক্যানভাসে আঁকা সেযাবৎ পড়া রহস্যরোমাঞ্চ ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীগুলো দুর্দান্ত রকমের রোমহর্ষক হলেও কীভাবে যেন এই প্রথম বইটি থেকেই মনে মনে ভীষণভাবে জুড়ে গেলাম গোগোলের সঙ্গে। সময়টা নব্বই দশকের মাঝামাঝি। সেসময় স্কুলে গরমের আর পুজোর ছুটি পড়লেই কোচবিহার ছেড়ে হয় মালদায় জেঠুর বাড়ি নয়তো শ্রীরামপুরে মামাবাড়ি যাওয়া ছিল বরাবরের দস্তুর। ছুটির হোমওয়ার্কের পাট চুকিয়ে কখন যে আবারও গোগোলের গল্পে ফিরব তাই মাথায় ঘুরত সারাক্ষণ। এক নিঃশ্বাসে তখন পরপর পড়ছি চোরা হাতি শিকারি, রত্ন রহস্য ও গোগোল, অদৃশ্য মানুষের হাতছানি, পশ্চিমের ব্যালকনি থেকে, দুর্গের গড়খাইয়ের দুর্ঘটনা। সেসময় সদ্য কৈশোর। এক

> কিশোরদের জন্য যে চরিত্রটিকে তিনি দীর্ঘসময় ধরে, অত্যন্ত যত্নে গড়ে তুলেছিলেন সে গোগোলই। গোগোলের প্রথম আবির্ভাব ‘ইঁদুরের খুট খুট’ গল্পে, ১৯৭২ সালে।

বুক দুরুদুরু কৌতূহল আর চোখভরা অপার বিস্ময় দুনিয়ার যে কোনও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েই। গোগোলের পাশাপাশিই আবার সমান তালে চলছে পাণ্ডব গোয়েন্দা, টেনিদা, অর্জুনও। কমিকসে টিনটিন। সবক’টিই কিশোরমনের কৌতূহলী, রোমাঞ্চপ্রেমী, অনুসন্ধিৎসু চরিত্রের খিদে মেটানোর জন্য দুর্ধর্ষ হলেও গোগোল কিন্তু ছিল বেশ স্বতন্ত্রই। ঘরের মধ্যে বা কাছেপিঠে, আমাদের চেনা গণ্ডির মধ্যেই মূলত ছিল তার বিচরণ। এবং, কিশোর পাঠকের উপযুক্ত বোধবুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যেই সব রহস্যের সমাধান করত সে। ফলে তার বয়সি বা কোনও সদ্য কৈশোরও অনায়াসে একাত্মবোধ করতে পারত তার সঙ্গে, মনে মনে জড়িয়ে পড়তে পারত রহস্য সন্ধানে।

সমরেশ বসু মোটামুটি সত্তর দশকের গোড়া থেকে যখন কিশোর গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন কিছু গল্প বিচ্ছিন্নভাবে নানা বহুলপ্রচারিত জনপ্রিয় মাসিক ও শারদীয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৯৭৫ সালে লিখেছিলেন ছোটদের জন্য মজার গল্প ‘মোক্তারদাদুর কেতুবধ’। আরও একটি গল্পে পাই একটি ছোট ছেলের রিজার্ভ ব্যাংক দেখতে যাওয়ার ঘটনা। মজার মোড়কে অথচ শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়কে খুব হালকা মেজাজে কিশোর পাঠকের উপযোগী করে তিনি ফুটিয়ে তুলতেন এই কিশোরপাঠ্য গল্পগুলিতে। তবে কিশোরদের জন্য যে চরিত্রটিকে তিনি দীর্ঘসময় ধরে, অত্যন্ত যত্নে গড়ে তুলেছিলেন সে গোগোলই। গোগোলের প্রথম আবির্ভাব ‘ইঁদুরের খুট খুট’ গল্পে, ১৯৭২ সালে। এরপর প্রায় টানা দুই দশক প্রতি শারদীয়ায় গোগোলের উপন্যাস ছিল বাঁধা। আমরা যেসময় পড়েছি তখন অবশ্য গোগোল এসে গেছে ছোট ছোট চটি বই অথবা মোটা বাঁধাই করা অমনিবাসের খণ্ডে। গরমের নির্জন দুপুরে তেতলার ছাদে বসে অথবা পেছন বাগান ঘেঁষা বক্স জানলায় হেলান দিয়ে তখন গোগ্রাসে গিলছি গোগোলের একের পর এক বড় গল্প, উপন্যাস।

এরপর ষোলোর পাতায়

স্বপ্নসুন্দরী স্পিতি : ভয়ংকর সুন্দর প্রকৃতির লাবণ্য

মধুমিতা দে রায়

আয় মন বেড়াতে যাবি

‘ভয়ংকর সুন্দর’ দ্বান্দ্বিক এই শব্দবন্ধ যদি ভারতবর্ষের কোনও স্থানের জন্য প্রযোজ্য হয়, তাহলে অন্যতম হয়তো স্পিতিভ্যালি; স্পিতি নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

চলতি বছরের জুন মাসে স্পিতিভ্যালি দর্শনের বাসনা পূরণে দিল্লি, চণ্ডীগড় হয়ে পৌঁছে গেলাম সিমলা। পরদিন রওনা হলাম কিন্নউরের নারকোন্ডার উদ্দেশ্যে। নারকোন্ডার পথে সাথী হল শতদ্রু নদী। কারছাম পৌঁছে পাশে পেলাম বাসপা নদীকে। এখানে বেশিরভাগ নদীর জল ঘোলা, রুক্ষ পাথুরে পাহাড়, যত উপরে উঠছি তত দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল গাছের সংখ্যা। পৌঁছোলাম সাংলা। দেখতে গেলাম বাসপা সংলগ্ন গ্রাম ছিটকুল, ভারতবর্ষের শেষ, মতান্তরে প্রথম গ্রাম। এরপরই শুরু হয় তিব্বত। গ্রামের পথে ঘুরে একে একে দেখে
নিলাম ভারতবর্ষের শেষ পোস্ট অফিস, শেষ স্টেট ব্যাংক এবং শেষ ধাবা। গ্রামের ভেতরের মন্দিরটিও বড় সুন্দর। বিকেলবেলা বেরিয়ে পড়ি কামরু ফোর্টের উদ্দেশ্যে। কামরু ফোর্টে রয়েছে মা কামাখ্যার একটি মন্দির। মায়ের মূর্তিটি অসমের কামরূপ থেকে এনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কামরূপ থেকে অপভ্রংশ হয়ে ‘কামরু’ কথাটি এসেছে। মন্দিরে ঢুকতে হলে মাথায় পরতে হয় হিমাচলী টুপি, কোমরে
বাঁধতে হয় কাছি।

সাংলা পেরোনোর সঙ্গে শেষ হয় কিন্নউর জেলা। এরপর পাশে পেলাম স্পিতি নদীকে। শুরু হল আমাদের স্পিতিভ্যালির মূল যাত্রাপথ। এপথে গাছ অত্যন্ত কম। সাংলায় চোখে পড়েছিল আপেল পিচ, আখরোট, খুবানি সহ বিভিন্ন গাছ। কিন্তু স্পিতিভ্যালির উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাছের সংখ্যা কমে আসে। শুধুই ধূসর সুউচ্চ পাহাড়। বিভিন্ন স্থানে আবহবিকারের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন ভূমিরূপ ও রং চোখে পড়ে। দু’পাশে পাহাড়ের খাতে, বুক চিরে বয়ে চলেছে উন্মত্ত নদী। নদীতীরে পাথরের গায়ে কোথাও কোথাও রঙিন ফুল মাথা তুলে নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে।

স্পিতি ও শতদ্রু নদীর সংযোগস্থলে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে, এবারের গন্তব্য নাকো। নাকো একটি আদর্শ হিমাচলী গ্রাম। এখানে আছে নাকো লেক, নতুন ও পুরোনো দুটি মোনাস্ট্রি। হিমাচলের গ্রামবাসীদের জীবনশৈলী সামনে থেকে দেখবার অভিজ্ঞতা হল। নাকো ভিলেজ দেখে এবারের গন্তব্য ‘গিউ মোনাস্ট্রি’। গিউ মোনাস্ট্রি-তে দর্শনীয় একটি মমি। একজন বৌদ্ধসন্ন্যাসী ধ্যানরত অবস্থায় সমাধিস্থ হন এবং পরে তাঁকে মমিতে রূপান্তরিত করা হয়।

এবার যেতে হবে টাবো। আবারও স্পিতি নদীর তরঙ্গকে সঙ্গে করে গাড়ি ছুটল টাবোর উদ্দেশ্যে। সারাদিন যাত্রার পর সন্ধ্যার সময় পৌঁছালাম টাবো। সেদিনের মতো বিশ্রাম। পরদিন সকালের দ্রষ্টব্য ধ্বংকার মোনাস্ট্রি। মোনাস্ট্রির ভেতরটা সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে তৈরি। যা দেখলে অবাক হতে হয় বৈকি।

টাবোর পর গন্তব্য কাজা, এবারের এই ট্রিপের সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে দুর্গম স্থান। পার করলাম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪,৯৩১ ফুট

ওপরে অবস্থিত কুনজুম পাস, যা লাহুল ও স্পিতিভ্যালিকে আলাদা করেছে। কাজায় অবস্থিত পৃথিবীর উচ্চতম পোস্ট অফিস, হিক্কিম পোস্ট অফিস। এই পোস্ট অফিস থেকে নিজের বাড়ির ঠিকানায় প্রিয়জনদের নামে সকলে পোস্ট করেন স্পিতির বিভিন্ন দ্রষ্টব্য চিত্রিত পোস্ট কার্ড। দেখলাম ছিছাম ব্রিজ, এশিয়ার উচ্চতম ব্রিজ। কাজায় হোটেলে রাত্রিযাপন করে সূর্যোদয়ের আগেই রওনা হলাম আমার এই ট্রিপ নির্বাচন করবার অন্যতম প্রধান কারণ, ১৪,২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত চন্দ্রতাল লেকের উদ্দেশ্যে। পথ অত্যন্ত দুর্গম, কিন্তু রোমাঞ্চকর। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের পীঠস্থান বলে বাইকারদের ভিড় এখানে চোখে পড়বার মতো। পার হতে হয় রাস্তার ওপর দিয়ে দুরন্ত বেগে বয়ে চলা একের পর এক ঝরণা। প্রায় রাস্তার ওপর

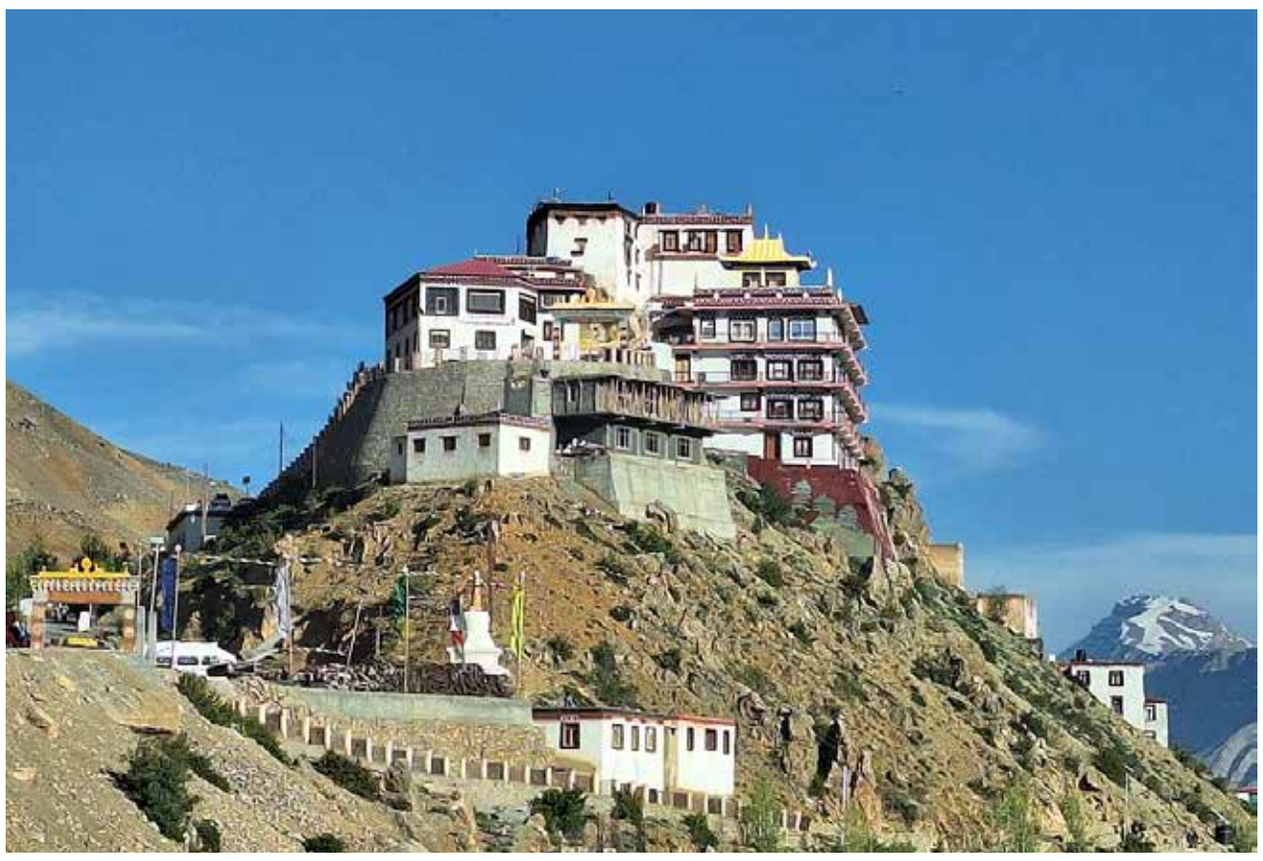

স্পিতিভ্যালি; স্পিতি নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। হিমাচলপ্রদেশের এই অংশের সৌন্দর্য যেমনই অসাধারণ, আবার তেমনই পথের ভয়ংকরতা দেখে কখনো-কখনো গা যেন শিউরে ওঠে।

ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের নীচ দিয়ে অতি সাবধানে যেতে হয় প্রতিটি গাড়িকে। অপরদিক থেকে আসা গাড়িকে সন্তর্পণে পার করতে হয় এমন সরু ও পাথুরে রাস্তা। তবে সব কষ্ট মুছে গেল চন্দ্রতাল পৌঁছে। এই চন্দ্রতাল থেকে উৎপত্তি চন্দ্র নদী যা ভাগা নদীর সঙ্গে মিলে পরে চন্দ্রভাগা নদীর সৃষ্টি হয়েছে। চন্দ্রতালের রূপ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি, চোখ ফেরাতে পারিনি একমুহূর্তের জন্যও। এর সৌন্দর্য বর্ণনার অতীত।

এবারে গেলাম ‘কি মোনাস্ট্রি’, হিমাচলের সবচেয়ে উঁচু ও সবচেয়ে বড় মোনাস্ট্রি। এই মোনাস্ট্রি ১৩,৬৬৮ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এখানকার আবাসিক মঙ্কদের দেওয়া খাবার খেয়ে আমরা একদম তরতাজা হয়ে গেলাম।

এরপর সিসুর পথ ধরলাম। সেদিনের মতো ‘সিসু’-তে রাত্রিযাপন করে পরদিন রওনা হলাম মানালির উদ্দেশ্যে। মানালি হয়েই ঘরের পথে ফিরব আমরা। সাথী হল ভাগা নদী। এই পথের সৌন্দর্য ভুলবার নয়। ভাগা নদীর সমান্তরালে পথচলা। পথের দু’পাশে জমা বরফের প্রাচীর। অনবদ্য এক অভিজ্ঞতা। এবং, এই বন্ধুর পথের পরিসমাপ্তি হল মানালি মেইন রোডে উঠে।

সেই রাত মানালিতে কাটিয়ে পরদিন রওনা হলাম কালকার উদ্দেশ্যে, এখান থেকেই ছিল আমাদের ফেরবার ট্রেন।

কীভাবে একটা ঘোরের মধ্যে নিমেষে কেটে গেল এই ক’দিন, বুঝতেও পারিনি। মনে রয়ে যাবে এই ভ্রমণের রেশ বহুদিন।

নিজের মতো বাঁচার বার্তা

পনেরোর পাতার পর

শুরু হল তাঁর বৃহত্তর লেখকজীবনে পদচারণা, শেষ হল ১৯৮৮ সালে ‘দেখি নাই ফিরে’ অর্ধসমাপ্ত রেখে। পাড়ি দিলেন অমৃতলোকে।

তাঁরই ভাগ্যে, তাঁর রাজনৈতিক গুরু সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের চেষ্টায় গান ফ্যাক্টরিতে বন্দুকের নকশা আঁকার কাজ পেয়েছিলেন এক টাকা চার আনা রোজে। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে ১৯৪৯ সালে কারাবাসে যান এবং চার বছর জেল খেটে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে চাকরিটি গিয়েছে। চাকরি ফেরতের সম্ভাবনায় জল ঢেলে, শিরদাঁড়া সোজা রেখে স্থির করলেন শুধুই লিখবেন। কমিউনিস্ট পার্টি থেকেও বিচ্ছিন্ন হলেন সক্রিয়ভাবে। কারণ পার্টির ভেতরে স্ববিরোধিতা তাঁকে পীড়া দিত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কমিউনিজমে বিশ্বাস রেখেও পার্টির চাপানো কোনও শর্তে নিজের কলমকে চালনা করেননি। এরকম একটি সাহসকে জানবে না এই প্রজন্ম!

ফেরা যাক সমরেশের লেখালেখির সাম্রাজ্যে। সমরেশ বসু এবং কালকূট নামে দুই ভিন্নতর সত্তায় লিখেছেন ২০০টি গল্প, শ-খানেক উপন্যাস। ভ্রমর ছদ্মনামেও লিখেছেন বেশকিছু উপন্যাস। কিশোরদের জন্য তাঁর রচনা গোগোল সমগ্র। লিখেছেন বেশকিছু মূল্যবান প্রবন্ধ। সমরেশের লিখন প্রতিভার এই বিশালতাকে কীভাবে ধরা সম্ভব! সব তো পড়াও হয়নি। তবু যতটুকু পড়েছি তার আলোচনাই বা কোথা থেকে

প্রচুর লিখেছেন। ৪২ বছরের সাহিত্য জীবনে এত লেখা সম্ভব! সত্যি এও এক বিস্ময়! প্রচুর লিখলে সব লেখা সমমানে উত্তীর্ণ হয় না। মনে রাখতে হবে লেখাই ছিল তাঁর একমাত্র রুটিরুজির আশ্রয়।

শুরু করে কোথায় দাঁড়ি টানব।

‘উত্তরঙ্গ’, ‘নয়নপুরের রূপকথা’ পেরিয়ে ধরা যাক ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত ‘শ্রীমতী কাফে’ উপন্যাসটি। একটি সামান্য চায়ের দোকান, যাকে অতি কষ্টে তরুণ ভজন উন্নীত করেছে রেস্টুরেন্টে, সেটাই যেন হয়ে উঠল স্বাধীনতা পূর্ব শেষ আড়াই দশকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঠেক। গান্ধিজির রাজনৈতিক দর্শন, সশস্ত্র সংগ্রামের চেতনা, মৃদুস্বরে কমিউনিজমেরও আড্ডাখানা হয়ে উঠল ‘শ্রীমতী কাফে’। এ যেন স্বাধীনতাকামী আপামর মানুষের নানাবিধ ব্যাকুল কণ্ঠস্বর। দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু খণ্ডিত হল সেই স্বাধীনতা। ‘সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা’ এবং ‘খণ্ডিতা’ দেশভাগের যন্ত্রণার আকুল করা আখ্যান।

‘আপনার সামনে কেউ একটা অসহায় মেয়েকে রেপ করে গেল। আপনি মনে মনে বললেন ছিঃ খুব খারাপ। এটাকে মনে মনে খাঁটি থাকা বলে না। ময়দানে আসতে হবে মশাই, ময়দানে, কাজ আর আচরণ দিয়ে বোঝাতে হবে।’ এই কথাগুলো ১৯৬৭ সালে ‘স্বীকারোক্তি’ গল্পের। আত্মানুসন্ধানের গল্প। আজকে এমনকি আগামী ৫০ বছর পরও থাকবে সমানভাবে সত্য। ফিরে যাই ‘যুগ যুগ জিও’, ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’, ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’র মতো উপন্যাসের পাঠে। ‘যুগ যুগ জিও’ এমন একটি সময়ের দর্পণ যখন ফ্যাসিবাদ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপটে বিশ্ব কাঁপছে। সমরেশ বসুর তীক্ষ্ণ সন্ধানী কলমে ফুটে উঠছে বিদ্রোহ-বিপ্লবের অমোঘ সত্যতা।

৭০-এর দশকে নকশাল আন্দোলনের সময় গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখা রুহিতন কুরমির জীবন আলেখ্য ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’। আশির দশকে লেখা ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’। ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের এমন গঠনমূলক সমালোচনা ক’জন বামপন্থী তাত্ত্বিক এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারবেন, ভাবার বিষয়।

ছোটগল্প ‘ষড়ঋতু’, ‘অকাল বসন্ত’, ‘উজান’, ‘শুভ বিবাহ’, ‘শানা বাউড়ির কথকতা’, ‘উড়াতিয়া’, ‘কিলমিশ’, ‘ফুলবর্ষিয়া’, ‘ধর্ষিতা’ – এইসব গল্প, খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী, পথবাসী মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, স্বার্থপরতা, যৌনতা, তথাকথিত নীচতা, সহমর্মিতা– সবটা যেন আদ্যন্ত নিংড়ে নিয়ে লিখলেন আপন অভিজ্ঞতার আলোকে। তাঁর লেখার চরিত্রগুলোকে তিনি পরম যত্নে আদরে রূপ দিতেন। তাঁর কথায় ‘আমি জীবনের জন্য লিখি, সাহিত্যের জন্য লিখি না’।

কালকূট, সমরেশ বসুর দ্বিতীয় সত্তা। কালকূটের অবয়বে, হাজারো চেষ্টায়ও সমরেশ বসুকে খুঁজে পাওয়া দুরূহ। ‘শাম্ব’, ‘প্রাচেতস’, ‘পৃথা’, ‘কোথায় পাব তারে’, ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’, ‘স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে’ ইত্যাদি আখ্যান আমাদের এক অনন্য, গভীর জীবন পথের পথিককে চেনায়! রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের এমন নির্মোহ বিশ্লেষণ, যেন এক নিবিড় গবেষকের অনুসন্ধান। ‘শাম্ব’ একজন মানুষের সব বাধা পেরিয়ে উত্তরণের গল্প। ‘পৃথা’ সেই নারীর কথা যিনি সংসারের সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতেও অবিচল।

‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’ – কুম্ভমেলায় যেন কালকূট খুঁজে ফেরেন সারা ভারতের বিচিত্র মানুষকে, তাদের মননকে। আসলে সমরেশের ছিল একটি বলিষ্ঠ জীবনবোধ যা তাঁকে দিয়েছে একই সঙ্গে কার্ল মার্কস এবং গান্ধিজির প্রতি সমান শ্রদ্ধা। দুজনেই তাঁকে দিয়েছেন প্রভূত লেখার জোর এবং মানুষকে ভালোবাসার অন্তর্দৃষ্টি, সঙ্গী হয়েছিল বাউন্ডুলে বহুমাত্রিক জীবনাভিজ্ঞতা। চমৎকৃত করে তাঁর লিখনশৈলী। কালকূটসত্তা বাদ দিয়েও স্বনামে তাঁর লেখায় নিজেকে কতভাবে ভেঙেছেন! ‘স্বীকারোক্তি’, ধর্ষিতা’, ‘আয়নায় নিজের মুখ’, ‘বিবর’, ‘প্রজাপতি’, আরও কত লেখায় ক্রমাগত পালটেছেন লিখনশৈলীকে। জীবনসায়াহ্নে সমরেশ আক্ষেপ করেছেন ‘তারাশঙ্করের মতো একটা লাইনও লিখতে পারলাম না’। এই অতৃপ্তিই কি লেখককে তাঁর লিখনশৈলীর পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রণোদনা দিয়েছে!

প্রচুর লিখেছেন। ৪২ বছরের সাহিত্য জীবনে এত লেখা সম্ভব! সত্যি এও এক বিস্ময়! প্রচুর লিখলে সব লেখা সমমানে উত্তীর্ণ হয় না। মনে রাখতে হবে লেখাই ছিল তাঁর একমাত্র রুটিরুজির আশ্রয়। ‘বিবর’, ‘প্রজাপতি’ ইত্যাদি তাঁর লেখা নিষিদ্ধ এবং বিতর্কিত উপন্যাস তাঁকে দিয়েছিল বিপুল জনপ্রিয়তা এবং অর্থ। এই লেখাগুলো লিখতে কলজে এবং কবজির জোর, দুটোই লাগে। আজকের তুমুল জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ‘অ্যানিমাল’–এর দর্শক পড়ে দেখতে পারেন ষাটের দশকে লেখা ‘বিবর’, ‘প্রজাপতি’। মালুম হবে পৌরুষ কাকে বলে!

গোগোলের অন্তরে

পনেরোর পাতার পর

গোগোল সম্বন্ধে মোক্ষম কথাটি বলেছিলেন গোগোল অমনিবাসের মুখবন্ধে শ্রীনিতাই বসু মহাশয় স্বয়ং, ‘‘গোগোল যার নাম, তার নামে যে ‘গোল’ কথাটা আছে। যার নামের পিছনে গোল আছে, তার কাজে তো গোলমাল থাকবেই।’’ তবে নানান সময়ে নানান রহস্যে যে জড়িয়ে পড়ে গোগোল, তা যে কেবলমাত্র তার স্বভাবসুলভ অতি কৌতূহলী চরিত্রের কারণেই এটা বারবার বিভিন্ন গল্পে স্পষ্ট করেছেন সমরেশ নিজেই। আসলে এই দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত বালকটিকে তিনি আর পাঁচটা স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছল বাচ্চার মতো করেই গড়তে চেয়েছিলেন। গোগোলের প্রথম গল্প ‘ইঁদুরের খুট খুট’-এর শুরুতে তাই নিজেই বলেছেন, ‘সম্প্রতি আমি এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর লেখা পড়ছিলাম। তিনি একটা অদ্ভুত কথা শুনিয়েছেন। তিনি মানুষের মন নিয়ে অনেক গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন, মাত্র ছ’বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের মনে যেসব ভাবনাচিন্তা, কল্পনা এবং জ্ঞানবুদ্ধির প্রসার ঘটে, পরবর্তীকালে অর্থাৎ ভবিষ্যতে মানুষ যত বুড়ো হয়, সেই ছ’বছরের ভাবনাচিন্তা কল্পনা জ্ঞানবুদ্ধিই নানারূপে নানাভাবে বিকাশলাভ করে। তার মানে হল, ছ’বছর বয়স পর্যন্তই মানুষের যা কিছু অনুভূতির পূর্ণতা ঘটে, পরে তা নানারূপে বিকাশলাভ করে। তা তিনি বিজ্ঞানী হোন, কবি বা সাহিত্যিক হোন, রাজনৈতিক নেতা বা ডাক্তার হোন।’

কিশোর সাহিত্যের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হল তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি। এখানেই গোগোলের কাহিনীগুলি বাকি সমসাময়িক কিশোর গল্প উপন্যাসের থেকে সচেতনভাবে আলাদা। এই বৈশিষ্ট্য সমরেশের অন্যান্য কিশোর উপযোগী ছোটগল্পগুলিতেও লক্ষণীয়। প্রথমেই আসি গোগোলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে। বাড়িতে দুই কাজের লোক বঙ্কিম ও হারাধন বাদে গোগোলের পরিবারে আছে কেবল গোগোলের বাবা সমীরেশ চ্যাটার্জি ও মা সুনীতিদেবী। বাবা পদস্থ বেসরকারি চাকুরে ও মা ঘরোয়া কাজে সারাদিন ব্যস্ত। ফলে ছোট্ট গোগোলের দিনগুলো অধিকাংশ সময়েই কাটে নিঃসঙ্গ। তা সত্ত্বেও যেটুকু সময় মা-বাবার সঙ্গে কাটায় সে, তা কাটে তাঁদের সঙ্গে শিশুসুলভ খেলাধুলো, গল্প ও রাজ্যের প্রশ্ন করে। পড়াশোনায় সবসময় ভালো রেজাল্ট হয় না। মা রাগ করেন। আবার বাবা সামলে নেন যুক্তিপূর্ণ সংযত শাসনে। ইংরেজি মিডিয়ামে পড়লেও বাংলায় কথা বলা, বাঙালি সাধারণ সহবত গোগোলের পারিবারিক শিক্ষা। আজকের এই ভাষা বিপন্নতার সময়ের প্রেক্ষিতে যে পারিবারিক নীতিশিক্ষা ও মূল্যবোধগুলি ভীষণ ভীষণ প্রাসঙ্গিক।

কিশোর বয়সে নতুনকে জানার আগ্রহ ভারী প্রবল হয়। অবশ্য সে উৎসাহ বড় বয়সেও কিছু কমে না। তাই হয়তো গোগোলের গল্পগুলি টেকনিকালি সম্পূর্ণভাবে ছোটদের জন্য হলেও গল্পের অজস্র বিস্ময়কর তথ্য সব বয়সি পাঠককেই সমৃদ্ধ করে। কুড়িটির মতো এই গল্পগুলিতে গোগোল ঘুরে বেড়িয়েছে মধুপুর (গোগোলের কেরামতি), চুর্নি নদীতীরে কালীনারায়ণপুর (জোনাকি ভূতের বাড়ি), জলদাপাড়া (বুনো হাতির বন্ধুত্ব), কোয়েলের তীরঘেঁষা সারাণ্ডার জরাইকেলা (গরাদহীন জানলায় রাক্ষস) থেকে দার্জিলিং কালিম্পং পাহাড় (অদৃশ্য মানুষের হাতছানি, কাইরং মঠে গোগোলের কাণ্ড, হারানো বুদ্ধগুপ্তি), এমনকি কাশ্মীরও (ইঁদুরের খুট খুট)। সবক’টি জায়গাতেই কিছু না কিছু নতুন জিনিস জেনেছে সে। এখান থেকেই উঠে আসে দুর্গা প্রতিমার মুখের ঘামতেলের কথা, অষ্টধাতু আসলে কী, গুলতি কীভাবে বানানো হয়, চোরাবালি কাকে বলে, ডুয়ার্সের বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের সাংঘাতিক হিংস্র বুনো কুকুরদের গল্প, জলপাইগুড়ির করলা নদীর ভয়াবহ বন্যার স্মৃতি ইত্যাদি। গল্প তাই শুধু আর গল্প থাকে না। হয়ে ওঠে নিজের দেশ চেনার আয়নাও। একটি বালক অথবা কিশোর যখন গড়ে উঠছে, বড় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে, নিজের পারিপার্শ্বিক, পরিবেশ ও সংস্কৃতি নিয়ে তার আকাশজোড়া বহুবিচিত্র কৌতূহলের অনেক অনেক উত্তর এভাবেই আলগোছে ছড়িয়ে আছে গোগোলের প্রতিটি গল্পে। ফলে গল্পগুলি চিরকালীন, কালজয়ী। সেকারণেই হয়তো ক’বছর আগেই পরপর সিনেমার পর্দাতেও দেখা গেল এই খুদে গোয়েন্দাকে, সোনালি পাড়ের রহস্যগল্প অবলম্বনে অরিন্দম দে’র পরিচালনায় ‘গোয়েন্দা গোগোল’(২০১৩) এবং গোগোলের রায়রাজা উদ্ধার ও মহিষমর্দিনী উদ্ধার অবলম্বনে পম্পি ঘোষ মুখার্জির ‘গোগোলের কীর্তি’(২০১৪) ছবি দুটিতে। সবশেষে ইতি টানব গোগোলের বাবা সমীরেশের কথাতেই, যখন তিনি ছেলেকে কথা প্রসঙ্গে বলছেন, ‘কাপুরুষতা আমি মোটেই পছন্দ করিনে।’ আসলে এই অসম্ভব অমূল্য কথাটিই কিন্তু শেষপর্যন্ত গোগোলের সব দুঃসাহসের মূলে। সমরেশ সৃষ্ট দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী, আদ্যন্ত বাঙালি এই চরিত্রটি তাই হয়তো আজও অমর বাংলার কিশোর সাহিত্যে।

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ১৯৮৩ সালে।

মেয়ে মৌসুমীর সঙ্গে। ১৯৭১ সালে।

নাগাল্যান্ডে আদিবাসী রমণীর সঙ্গে। ১৯৮১ সালে।

খেটে খাওয়া মানুষের গল্পে অশ্লীলতার তকমা

পনেরোর পাতার পর

জীবনে যেমন পারিজাতের ঘ্রাণ আছে, তেমনি নরকের পূতিগন্ধও আছে। কুসুম ও কীট – এই দুইয়েরই কথা লেখক বলবেন। জীবনানন্দ যখন লেখেন – “মানুষের লালসার শেষ নেই অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই...” (এই সব দিনরাত্রি) প্রচলিত পাঠের বাইরে এই লিখন প্রাথমিকভাবে বিমূঢ় করে বাংলা কবিতার পাঠককে। নিরাপদ পাঠের অভ্যস্ত পথের বাইরে এই লেখায় প্রাথমিকভাবে অস্বস্তি হয় পাঠকের।

সমরেশ বসুও বোমাটি ফাটালেন ‘প্রজাপতি’ উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক সুখেন একটি প্রজাপতি ধরার চেষ্টা করে চলেছে। পরে কোথাও কোথাও দেখা যায় সুখেন তার কাঁধে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি টের পায়। যেন তার কাঁধে কিছু ফুটে উঠছে। সমস্ত উপন্যাসজুড়েই সুখেনের এই অনৈতিক, অশুচি, অপবিত্র পরিবেশের ভেতরে থেকে ক্রমাগত দ্বিধা ও সংশয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেতে যেতে কখনও বিশুদ্ধ ভালোবাসায়, কখনও যৌনতায় আক্রান্ত হয়ে, কখনও রাজনীতির ভেতরে পরিত্রাণ খুঁজেছিল। নৈতিক দ্বন্দ্বের কাছে হেরে যেতে যেতে কখনও ভয়ংকরভাবে চেয়েছে। সমাজকে, সংসারকে বুঝতে চেয়েছিল সুখেন। তাদের কলেজের গেটের সামনে একটি মাল্টি-স্টোরেড বিল্ডিং তৈরির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সে শিখাকে দেখে এবং প্রেমে পড়ে যায়। এর আগেও সে শ্রম –উপদেষ্টা মিস্টার মিত্রের মেয়ে জিনাকে তীব্রভাবে কাছে পেতে চেয়েছিল।

চতুর্দিকে ভাঙনের ভেতর দিয়ে সুখেন জীবন কাটায়। স্নেহভালোবাসাহীন জীবনে চারপাশের ভণ্ডামি, মানুষের লোভ, বৃহৎ শক্তির কাছে ক্ষুদ্র শক্তির পরাজয়, সুবিধাবাদী রাজনীতি খুব গোপনে তার ভেতরে এক ঘাতক সত্তার জন্ম দিচ্ছিল। নারী ও মদের প্রতি আসক্তি জন্মায়, যেন জোর করেই যা কিছু এ সমাজের চোখে ব্রাত্য, সেই পথই সে বেছে নিচ্ছে। শিখার বাবা মাতাল, বিবাহিত বোন বেলা বহু পুরুষে আসক্ত। চারপাশের এই প্রতারণা তার বোধশক্তিকেই ক্রমশ ভোঁতা করে দিচ্ছিল। ঘৃণা, শুধু ঘৃণায় ভরে যাচ্ছিল অন্তরাত্মা। এই ঘৃণা ক্রোধে রূপান্তরিত হচ্ছিল। একদিন সুখেন তার বাবার টেবিলের নীচে মূত্রত্যাগ করল। টেবিলের তলা দিয়ে তার অসহায় ক্রোধ গড়িয়ে যাচ্ছিল নদীর মতো। সুখেনের দাদা কেশব রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাশালী নেতা। তার রয়েছে অবৈধ ব্যবসা। দলেরই মহিলা সদস্যদের সঙ্গে রয়েছে অবৈধ সম্পর্ক। আর এক দাদা অফিস ইউনিয়নের বড় নেতা। তাকেও দেখা যায় বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতে। এই দুই দাদাই চেয়েছিল সুখেনের মতো একজন তরুণ তাদের দলে যোগ দিক। সুখেন দুজনকেই অস্বীকার করেছিল। ফলত দু’দলের কাছেই সে শত্রু হয়ে ওঠে।

শিখাকে নিয়ে একটি সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল সুখেন। প্রজাপতির মতো ডানায় সপ্তবর্ণের বাহার নিয়ে উড়তে চেয়েছিল। তার ক্রোধ, তার বিশৃঙ্খল জীবনযাপন তাকে পরিচিতি দিয়েছিল সমাজবিরোধী হিসেবে। গুন্ডা হিসেবে। কোনও রাজনৈতিক শক্তি তার পেছনে ছিল না। এই সমাজ, এই সংসার তার মনের গঠন বিকৃত করে দিয়েছিল। চাকরি পাওয়া তার হয় না। প্রজাপতির একটি ডানা ভেঙে ফেলেছিল সুখেন। শিখার ভালোবাসাময় পরিচর্যা সেটি বাঁচাতে পারেনি। কোনও এক হরতালের সন্ধ্যায় দুটো মিছিলের মাঝখানে পড়ে বোমা বিস্ফোরণে তার মৃত্যু হয়।

শারদীয় দেশ পত্রিকায় ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা সাহিত্যজগতে আলোড়ন ওঠে এর ভাষা নিয়ে। শহরতলির কলকারখানা অঞ্চলের মানুষের কোনও ঘটনা নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, সে হতে পারে সাধারণ খুন, রাজনৈতিক খুন, ধর্ষণ, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস বা চুরি, অবৈধ প্রেম, ধর্মঘট এবং তার ফলে জনমানসের প্রতিক্রিয়ায় কলকারখানার শ্রমিকদের ভাষা নিশ্চয় শান্তিপুরি ভাষা হবে না। মিশ্র জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার উদয়াস্ত খেটে খাওয়া মানুষ, সমরেশ বসু যাঁদের রোজ দু’বেলা তাদের টালিছাওয়া ঘরে গিয়ে দেখেছেন, তাঁদের প্রেম, অপ্রেম, ঘৃণা, দুঃখ, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া, সামনের দিকে মরণঝাঁপ। সেই কথা লিখতে হলে সেই ভাবনার ভার বহন করার জন্য উপযুক্ত ভাষা বেছে নিতে দ্বিধা করেননি সমরেশ বসু। ক্লেদাক্ত সময়ের ভেতর দিয়ে এক তরুণ এক তরুণীর ভালোবাসায় প্রজাপতি হয়ে অমল আকাশের স্বপ্ন দেখেছিল। এই কাহিনী নিষিদ্ধ হয়েছিল, এর চেয়ে হতাশাজনক আর কী হতে পারে।

গন্ধজাল

শ্বেতা সরখেল

ছোটগল্প

সুপর্ণা শিকদার। চরিত্রটি আকর্ষণীয়। ঠিক যেন শান্ত নদীতে হড়পার মতো চলে আসে এই নারী।

প্রদীপ রায়চৌধুরী কলকাতার বেহালার বাসিন্দা। রাজ্য সরকারের চাকুরে। খুব বেশি মাইনের চাকরি না হলেও বাবাকে নিয়ে ওর ছোটখাটো সংসার বেশ ভালোভাবে চলে যায়।

দীপ্ত খুব ভালো ছেলে। নরেন্দ্রপুর থেকে ভালো রেজাল্ট করে পাশ করে ডাক্তারি শেষ করে এখন নামকরা কার্ডিওলজিস্ট। দীপ্তর স্ত্রী হেমা। হেমা কুলকার্নি। সে-ও ব্যস্ত গাইনি।

হিমাদ্রির পারিবারিক ব্যবসা। কলকাতায় নামী-দামি স্টার হোটেলের অনেকগুলোই ওদের।

এ তো গেল মাত্র তিনজনের কথা। এরকম আরও অনেকে আছে যারা এই হড়পায় তলিয়ে যাওয়া কিংবা হাতড়ে-পাতড়ে কোনওমতে বেঁচে উঠে প্রাণ রক্ষা পাওয়া জীবন্ত দলিল।

প্রদীপের সঙ্গে সুপর্ণার আলাপ বইমেলায়। একই স্টলে বই কিনতে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বই দেখছিল দুজন। কেউ কাউকে চেনে না। প্রদীপ মনোযোগ দিয়ে নতুন লেখকদের কী কী নতুন বই বেরিয়েছে দেখছিল শেল্ফের দিকে তাকিয়ে। সুপর্ণা আড়চোখে লক্ষ করছিল প্রদীপকে। একটা বই হাতে নিয়ে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, এই দেখুন এই বইটা মনে হচ্ছে নতুন বেরিয়েছে। আপনি কি এরকম কিছু খুঁজছেন? প্রদীপ অবাক চোখে তাকিয়ে সুপর্ণার হাত থেকে বইটা নিয়ে বলল, হ্যাঁ, আপনি কী করে বুঝলেন? ইনি নতুন লিখছেন। বেশ ভালো। দু'একটি কথার পর সুপর্ণা ডান হাতের পাতাটা এগিয়ে ধরল প্রদীপের দিকে। বলল, আমি সুপর্ণা শিকদার। উত্তরবঙ্গে থাকি। আপনি? প্রদীপ বইটা পেয়ে এতটাই খুশি হয়েছে যে হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁকিয়ে বলল, আমি প্রদীপ রায়চৌধুরী। আপনি ফেসবুকে আছেন? বলল সুপর্ণা। প্রদীপ চকচকে চোখে বলে উঠল, অবশ্যই। লাস্যময়ী ভঙ্গিতে টা-টা বলে চলে গেল সুপর্ণা।

বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট চলে এল প্রদীপের মোবাইলে। আকসেপ্টেড। শুরু হল রাত্রিবেলা মেসেঞ্জারে চ্যাটিং। প্রদীপ সুপর্ণার কথার জালে জড়াতে শুরু করল নিজের অজান্তেই। খুব ভালো লেগে গেল সুপর্ণার সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলার ধরন! প্রদীপের ভোরবেলা ঘুম ভাঙলেই ফোনে চলে আসে। সারাদিন কেবল গল্প গল্প আর গল্প। মনের ভেতর আগুন জ্বলে গেছে প্রদীপের। ইচ্ছে করে সারাটা দিন সুপর্ণার সঙ্গে সময় কাটায়। সুপর্ণা যে কয়েক মাস বাদে বাদে একলাই কলকাতায় চলে আসে তা ইতিমধ্যে জেনে গেছে প্রদীপ।

'আমি যামিনী তুমি শশী হে, ভাতিছ গগন মাঝে...' ভারী সুন্দর গান গায় দীপ্ত। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার জন্য গঙ্গার ধারে সুপর্ণার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকার চাইতে আর কোনও স্বর্গীয় সুখ হয় বলে দীপ্ত বিশ্বাস করে না। জ্যোৎস্না রাতে এরকম নরম কোল দীপ্তকে পাগল করে রেখেছে পাঁচ বছর ধরে। দীপ্তর চুলে বিলি কাটতে কাটতে মিষ্টি স্বরে সুপর্ণা বলে ওঠে, কী সুন্দর গাও গো তুমি! তোমার এই সুর শোনার জন্যে নিজের সবকিছু দিয়ে দেওয়া যায়। আলতো করে দীপ্তর কপালে চুমু খায় সুপর্ণা।

সুপর্ণা বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ায় কলকাতার বাড়িখানা নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে। বাবা, মা গত হয়েছেন বছর দশেক হল। ফলে এই বাড়িতে ওর নিজের মনের মতো জগৎ তৈরিতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। দীপ্ত এলে বিছানায় গাঢ় বেগুনি ভেলভেটের চাদর পাতে। নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ায়। দিন পনেরো কলকাতায় কাটিয়ে সুপর্ণা আবার ফিরে যায় উত্তরবঙ্গে নিজের স্বামী-সন্তানের সংসারে।

প্রদীপের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু দীপ্তর কথা প্রদীপকে জানতে দেওয়া হয়নি। এদিকে, প্রদীপ কিন্তু মনে মনে সারাটা দিন স্বপ্নের বীজ বুনে চলেছে সুপর্ণাকে নিয়ে। আবার কবে কলকাতায় আসবে পর্ণা? জিজ্ঞাসা করল প্রদীপ। সুপর্ণা বলল, এর পরের বার এলে তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াব, যা-যা ভালোবাসো তুমি। পার্কের বেঞ্চে পাশাপাশি বসে প্রদীপ নিজের দুটো হাত দিয়ে জোর করে চেপে ধরল সুপর্ণার ডান হাতের পাতাটা। আবেগ মিশ্রিত গলায় বলল, বলো পর্ণা, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও চলে যাবে না। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল সুপর্ণা। মোহময়ী কণ্ঠে বলল, কোথায় যাব? আমি তো তোমারই। প্রদীপ এই প্রথম কাউকে এমনভাবে ভালোবেসে ফেলল যে কিনা ওর জীবনে বেঁচে থাকার মানেটাই বদলে দিল। এত ভালোবাসা প্রদীপকে কেউ দিতে পারবে, তা ও নিজেও কোনওদিন ভাবতে পারেনি। সুপর্ণা বিবাহিত, এক সন্তানের মা, সবটা জানা সত্ত্বেও ওর ভেতরে কেমন একটা তোলপাড় ফেলে দিয়েছে এই প্রেম। আচমকা আর খুব তাড়াতাড়ি যেন চলচ্চিত্রের মতো পরপর বয়ে চলতে লাগল ঘটনাক্রম।

এরপর থেকে প্রায় বছর দুয়েক প্রদীপকে নিয়ে এই প্রেম-প্রেম খেলা খেলে চলল সুপর্ণা, দীপ্তকে আড়ালে রেখে। কিছুদিনের মধ্যেই সুপর্ণা বুঝে গেল যে প্রদীপের থেকে শয্যাসুখ ছাড়া আর তেমন কিছু পাওয়ার নেই। ফলে এই ফালতুটাকে ছেঁটে ফেলতে হবে। প্রদীপের সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দিতে লাগল ওর আদরের পর্ণা। প্রদীপ পাগল হয়ে যেতে লাগল। একটু কথা বলো পর্ণা, কথা বলো। এই

> দীপ্ত প্রদীপের মতো ছাড়বার পাত্র নয়। ফোনের পর ফোন করে চলেছে সুপর্ণাকে। সুপর্ণা উত্তরবঙ্গের সবুজ শান্ত নিশ্চিন্ত পরিবেশে বসে ঠান্ডা মাথায় হিমাদ্রিকে জড়িয়ে ধরছে। দীপ্তর নম্বরগুলো ব্লক করে দিয়েছে সুপর্ণা। ফেসবুকে ব্লক করে আনফ্রেন্ড, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার কোথাও কোনওভাবে আর যোগাযোগের পথ রইল না দীপ্তর।

বলতে বলতে আর কাকুতিমিনতি করতে করতে প্রদীপ ধীরে ধীরে আন্দাজ করতে পারছিল যে এটা ঠিক স্বাভাবিক আচরণ নয় পর্ণার। তারপর এল সেই দিন। ফোনের ওপার থেকে ভেসে এল ঠান্ডা অথচ রূঢ় এক কণ্ঠ যা প্রদীপ কোনওদিন শুনবে বলে আশা করেনি। তোমার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব হচ্ছে না প্রদীপ, তুমি কিছু মনে কোরো না। বিনা মেঘে বজ্রপাত একেই বলে। শিউরে উঠল প্রদীপ। ভাবল, বারবার কলকাতায় এসে কত ভালোবাসার কথা বলেছে সুপর্ণা! সে সব কি তাহলে মিথ্যে ছিল? এখন কী করবে ও?

২

দীপ্তর সঙ্গে সম্পর্কটা আজও রেখেই চলেছে সুপর্ণা। বছর পাঁচেক তো হলই। ইতিমধ্যে প্রদীপ ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গেছে। প্রদীপের দিদি নিজের বুকে জড়িয়ে নিয়েছে ভাইকে। সান্ত্বনা দিয়েছে, বুঝিয়েছে। হাউহাউ করে বুক ফাটা কান্না কেঁদেছে প্রদীপ দিদির বুকের ওপর মুখ গুঁজে। দিদিই ওকে চোখের জল মুছিয়ে আবার ফিরিয়ে এনেছে দৈনন্দিনতার মূলস্রোতে। কিন্তু সুপর্ণা যে এই স্যাডিস্টিক প্লেজারটা এনজয় করল তার কী হল? কিচ্ছু হল না।

দীপ্ত এই পাঁচ বছরে সুপর্ণার পেছনে অন্তত লাখ তিনেক টাকা খরচ করেছে। যতই হোক ভালোবাসার নারী তো। রূপে তেমন না হলেও বুদ্ধিমত্তায় আর লাস্যময়ী ভঙ্গিমায় চমৎকার। যে কেউ নিজেকে হারিয়ে ফেলবে সুপর্ণার কায়দাকানুনের ঘোরে। দীপ্তও ব্যতিক্রম নয়। দীপ্তর থেকে যতটা ফয়দা তোলা যায়, সুপর্ণা তুলে নিয়েছে নির্দ্বিধায়। বিনিময়ে দীপ্তর সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয়টা চালিয়ে যেতে হয়েছে, এটুকুই যা ঝামেলা।

দীপ্ত, কখন আসবে তুমি? মিষ্টি গলায় প্রশ্ন করল সুপর্ণা। দীপ্ত বলল, আসছি ডার্লিং। তুমি এক কাজ করো। একটা ক্যাব ধরে সিনেমা হলে পৌঁছে যাও, আমি চেম্বার থেকে সরাসরি চলে যাচ্ছি। ফেরার সময় তোমাকে আমি ড্রপ করে দেব। ক্যাবে কত লাগবে বলো, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। দীপ্ত তখনও জানে না ওর জন্য কী অপেক্ষা করে আছে আজ। মঞ্চে হিমাদ্রির প্রবেশ হয়েছে মাস দুয়েক আগে। হিমাদ্রি দীপ্তর চেয়ে অনেক বড়লোক। সামনেই আবার সুপর্ণার মামাতো ভাইয়ের বিয়ে, অনেক খরচ। ফলে... । হিমাদ্রিও যে আজকাল গাঢ় বেগুনি ভেলভেটের চাদরে সুপর্ণাকে কাছে পায়, দীপ্ত সেসবের কিছুই জানে না।

দীপ্ত পপকর্ন আর কোল্ড ড্রিংকের ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। পাশাপাশি বসে হাত ধরাধরি করে সিনেমা দেখা পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। গোলটা বাধানো হল বাইরে বেরোনোর পর। আচমকা সুপর্ণা বলে বসল, শোনো দীপ্ত, আমার পক্ষে আর তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আজকের পর আর তোমার সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ থাকবে না। কেমন? দীপ্ত অবাক চোখে তাকাল সুপর্ণার দিকে। প্রচুর প্রশ্ন দীপ্তর চোখেমুখে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, চলো, তোমাকে ড্রপ করতে যেতে যেতে শুনছি। ড্রাইভ করছে দীপ্ত। গম্ভীর হয়ে পাশে বসে আছে সুপর্ণা। দীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, হলটা কী সুপর্ণা, এত কড়াভাবে এসব কী বলছ তুমি? তুমি কি সত্যি সত্যিই এসব বলছ? তোমাকে ছাড়া আমি ভালো থাকব কী করে? সুপর্ণা চুপ করে বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। দীপ্ত আবার জিগ্যেস করল, কী হয়েছে বলবে না? আমি তোমাকে বলতে বাধ্য নই দীপ্ত। আলবাত বাধ্য। গলা চড়াল দীপ্ত। কথায় কথা বাড়ল।

গাড়িতেই শুরু হয়ে গেল তুমুল বাগবিতণ্ডা। সুপর্ণা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যাবে, দীপ্ত দেবে না।

পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে সুপর্ণাকে কেবল নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই দিয়ে গেছে দীপ্ত, বিনিময়ে কিচ্ছু চায়নি। সুপর্ণা নিজেই ডেকে নিয়েছে ওর কলকাতার বাড়ির ড্রয়িংরুমে। সেখান থেকেই ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেছে কিচেন, ডাইনিং এমনকি বেডরুমেও। সুগন্ধি মাখার অভ্যেস আছে বলে ইম্পোর্টেড কতই না পারফিউম কিনে দিয়েছে সুপর্ণাকে। যখন-তখন টাকার প্রয়োজন মিটিয়েছে। বিনিময়ে ভালোবাসা ছাড়া কিচ্ছু চায়নি ছেলেটা।

দীপ্ত প্রদীপের মতো ছাড়বার পাত্র নয়। ফোনের পর ফোন করে চলেছে সুপর্ণাকে। সুপর্ণা উত্তরবঙ্গের সবুজ শান্ত নিশ্চিন্ত পরিবেশে বসে ঠান্ডা মাথায় হিমাদ্রিকে জড়িয়ে ধরছে। দীপ্তর নম্বরগুলো ব্লক করে দিয়েছে সুপর্ণা। ফেসবুকে ব্লক করে আনফ্রেন্ড, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার কোথাও কোনওভাবে আর যোগাযোগের পথ রইল না দীপ্তর।

উন্মাদের মতো দীপ্ত কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে চলে এল ডুয়ার্সের সেই শান্ত শহরে যেখানে ওর এতগুলো বছরের নিখাদ ভালোবাসার মানুষটি লুকিয়ে আছে। উঠল সুপর্ণার বাড়ির কাছের একটি হোটেলে। রিসেপশন থেকে ফোন করল দীপ্ত, শুধু এটুকু বলার জন্য যে, কেন তাহলে এতগুলো বছর ধরে আমার মন নিয়ে মিথ্যে ছিনিমিনি খেললে, কী অপরাধ আমার? কিন্তু সে হবার নয়। সুপর্ণা শিকদার এরকমই। অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসায় সুপর্ণা ধরল ওপার থেকে। কিন্তু দীপ্তর কথা শেষ হওয়ার আগেই চিৎকার করে বলে উঠল, আর কতবার বলব যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না? এই নম্বরটাও ব্লক হয়ে গেল পরমুহূর্ত থেকেই। এবার আর দীপ্তর ধৈর্যের বাঁধ মানল না। হোটেলের ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল ছোট্ট ছেলের মতো।

পরদিন দীপ্ত কলকাতায় ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় করছে, এমন সময় একটা ফোন এল ওর মোবাইলে। আমি লোকাল থানার আইসি বলছি, আপনার নামে একটি অভিযোগ জমা পড়েছে আমাদের থানায়। অভিযোগ করেছেন সুপর্ণা শিকদার নামের এক ভদ্রমহিলা। তিনি বলেছেন, আপনি নাকি ওঁকে বিরক্ত করছেন? দীপ্তর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি বিরক্ত করছি! স্বগতোক্তি করল দীপ্ত। বুকের ভেতরটা ডুকরে উঠল। আমার এত ভালোবাসা এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল? নিজেকে সামলে নিয়ে জিগ্যেস করল, এখন আমাকে কী করতে হবে? ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না। ফের যদি অভিযোগ পাই তাহলে আপনাকে কাস্টডিতে নিতে বাধ্য হব।

জীবনের মানেটাই পালটে গেল দীপ্তর। বুকের ভেতর চলচ্চিত্রের মতো এতদিনকার কত ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত ভেসে ভেসে আসতে লাগল। সুপর্ণা ওর জীবনের পুরোটা জুড়ে রাজত্ব করেছে এতদিন। নির্ভেজাল, নিষ্পাপ এবং অকৃত্রিম এই ভালোবাসার নৃশংস, নিষ্ঠুর এই পরিণতি দীপ্ত কোনও যুক্তি দিয়েই মেনে নিতে পারল না শেষমেশ।

এই ঘটনার মাসখানেক বাদে দীপ্তর ঘর থেকে একটা চিরকুট পেল হেমা। আঁতকে উঠল পড়ে। তাতে লেখা, 'পৃথিবী থেকে আমার এই চিরবিদায়ের জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার ভালোবাসা দীর্ঘজীবী ও চিরস্থায়ী হোক।'

উত্তরের ছড়াকার

মৈনাক ভট্টাচার্য

কিশোর বয়স থেকে ছড়া লিখছেন মৈনাক ভট্টাচার্য। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর জন্মলগ্ন থেকে 'শিশু কিশোর আসর'-এর ছড়াকার। কিশোর ছড়াকার হিসেবে এই পত্রিকার প্রথম পুজো সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল তাঁর ছড়া 'পায়রা দুটো ভায়রা ভাই'। ছড়াকার এই কিশোরকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আদর করে ডাকতেন 'মৌনীবাবা' বলে। পরবর্তীতে নিজেকে গল্পকার বললেও মৈনাক বিশ্বাস করেন ছড়ার জ্ঞান না থাকলে গল্পের ছন্দও হারিয়ে যায়। কবিতা, গল্প আর প্রবন্ধের চাপে আজকাল ছড়া যেন বাংলা সাহিত্যের দুয়োরানি বলে তাঁর খেদ। এছাড়া ছড়া ছাপার সুযোগ না থাকায় নতুন প্রজন্মের মধ্যে কবির তুলনায় ছড়াকার সংখ্যায় কম বলেও মনে করছেন। প্রকাশিত ছড়া সংকলন 'সাতকাহন', গল্প সংকলন 'গৃহযুদ্ধ নিবারণ প্রকল্প' ও প্রবন্ধ সংকলন 'ভাস্কর্যের আঁতুড়ঘর'। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ভাস্কর হিসেবেও মৈনাক সংস্কৃতিমহলে বেশ পরিচিত।

জয় বাঙালি

পায়ের তলার সর্ষে সটান
গড়ায় সদাই জোরসে,
ট্যাঁক টানটান নিত্য যাঁদের
চলতে গিয়েও সোর্সে।

অ্যাংলো সাজে বেরিয়ে পড়েন
ঘরকে রেখে লক অ্যান্ড কি,
তখন কি আর সেই বাঙালি
বাংলা ভাষায় টকেন কি?

যতই ঘরে লুঙ্গি পরুন,
পরুন শাড়ি আটপৌরে,
বারমুডা জিনস গলিয়ে তাঁরা
রাখেন সেসব পাট করে।

যতই থাকুক বিদেশ, বিভুঁই
মাছ ভাতের ওই হোটেলটায়,
খুঁজলে পাবেন সেই বাঙালি
ঘাড় গুঁজে ঠিক মৎস্য খায়।

কবিতা

দীর্ঘমেয়াদি কবিতার এক অংশ

রেবা সরকার

মেহগনি গাছটি পাশের বাড়ির
সীমানা নিয়ন্ত্রণে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক বছর

কবিতার ভক্তরা শীতকালে লেপমুড়ি দিয়ে কবিতা সাজায়
প্রেমের কবিতায় সার্থক করে জীবন।

কুয়াশায় অমায়িক শীতকালীন সকাল
মিহি-মিহি রোদ খড়বিচালির উপর
অবশেষে কাব্য-ই মহৌষধ।

ভোজপুরি সুরেলা যুবক
মেহগনি গাছের পাতায় আয়ু মাপে।
একজন বিদগ্ধপুরুষ তাকে ডালপালার অলংকার শেখায়।

অনায়াসে কবিতার ভক্তেরা লুটোপুটি খায়
দীর্ঘমেয়াদি কবিতার অংশ বিশেষে।

যদি হাত ছেড়ে দাও

সুবীর রায়

যদি তুমি হাত ছেড়ে দাও,
টুকরো-টুকরো জমে থাকা স্মৃতি
একদিন কান্না হয়ে ভাসাতে পারে,
হঠাৎ করে জেগে ওঠা অনুভূতি
এতটাই স্পর্শকাতর
নদীর মতো বইতে পারে,
বুকের ভিতর জেগে থাকা বদ্বীপ
চিরসবুজ হবার অপেক্ষায়,
বানভাসি হয়ে তলিয়ে যেতে পারে,
স্বপ্ন বুনতে-বুনতে দু'চোখ একদিন
আলেয়ার পানে ছুটতে-ছুটতে
নিজেই আলেয়া হয়ে যেতে পারে,
যদি তুমি হাত ছেড়ে দাও।

কাব্যের বাইরে

সঙ্গীতা চন্দ

আমি জানি-
বাইরে নিশ্ছিদ্র পাহারায় আছ তুমি।
বাতাসে টিয়ার গ্যাস, জ্বলছে তোমার চোখ,
সারি সারি জাতীয় পতাকা তোমার দিকে আসছে,
তুমি জলকামান তাক করে আছ।
আমি পরে আছি শাড়ি বহুমূল্য
তবু তুমি নিরুচ্চারে উলঙ্গ বলছ আমাকে।
বলছ ছিঃ, এত লোভ!
তুমি বলছ- তবে মুখে নয়, কারণ -
তোমার মুখ-জিভ-দাঁত
এমনকি লালাটুকুও আমার কেনা!
যাক সে কথা! প্রতিবাদ কোরো না।
দেখো- শুম্ভ, নিশুম্ভ আর রক্তবীজের দল,
পুরাণের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে ঘিরে আছে আমাকে,
ছেয়ে আছে তার বিষাক্ত শ্বাস!
তোমাদের ত্রাস, আমার অভিলাষ।
প্রতিবাদ কোরো না।

শীত ও শহর

তীর্থরাজ রায়

চারিদিক গুমোট, এক অদ্ভুত জড়তা বশ করেছে শহরটাকে,
কোথাও দু'একটা সারমেয়র শুঁয়োপোকার মতো গোটানো দেহ,
তাতে প্রাণ আছে, সজীবতা নেই,
রুক্ষ শুষ্ক শহরের বুকে পারদ নামছে অহরহ,
স্থিতিশীলতার চাদরে মুড়েছে ট্যাক্সির হর্ন।
হঠাৎ কুয়াশায় চিড় ধরে বেরিয়ে এল কয়েকটা রশ্মি,
রক্তিম আভার স্পর্শ গিয়ে পড়ল ঘুমন্ত শহরের পলকে,
সে আবার বুনতে শুরু করবে নতুন স্বপ্ন,
জীবনীশক্তির আঁচে ছুটে চলবে পদাতিকেরা,
আবারও ক্লান্ত হবে ঠোঁটের ভাঁজ,
কম্বলের উষ্ণ অভ্যর্থনায় মুড়বে ফুটপাতের অব্যক্ত আক্রোশ।
পাহাড়প্রমাণ স্বপ্ন ডুব দেবে দারিদ্র্যের গভীর নিদ্রায়।

অণুগল্প

শেষাঙ্কে

অমিতাভ সরকার

আজ অনেকদিন বাদে নিশীথের সঙ্গে দেখা হবে। সে বারে যখন এসেছিলাম, তখনও ও ডিউটিতেই। কাজ পেলে নিশীথ আর কিছু চায় না। আমাকেও চায়নি। কেরিয়ার ওর কাছে সবার আগে। কতবার বোঝাতে চেয়েছি, স্বার্থের জন্য নিজেকে ওইভাবে বিলিয়ে দেওয়াটা- ভুল। অনিশ্চয়তা তো সব সময়েই, জীবনের ছোটখাটো চাওয়াপাওয়াগুলো সব না মিটলে খুব কিছু কি এসে যায়? অর্থ-প্রতিপত্তি, বন্ধুভাগ্য, সুখশান্তি, সুন্দর সংসার- একটা জীবনে এত কিছু একসঙ্গে পাওয়া যায়! নিশীথ মানেনি। বারবারই আমাকে ভুল ভেবে গিয়েছে। আচ্ছা, সত্যিকারের ভালোবাসা বলে পৃথিবীতে সত্যিই কি কিছু নেই? তেমন হলে না হয় ...।

মানুষের মন কখন যে কোন ভাবের বাগানে খেপ খেলে বেড়ায়, কিছুই বোঝা যায় না- আর ঘটলও তাই। কীসের মোহে কেন যে ওসব করল, নিজে তো শেষ হলই, অন্যদেরও... সমর্থক মুখগুলো আসল সময়ে সবাই-ফুঁ। বিদেশবিভুঁইয়ে উচ্চশিক্ষিত বোনটাও একদিন রাতে... শোক সহ্য করতে না পেরে বাবা-মাও... কে কাকে সামলায়?

বছর ঘুরতে কোম্পানিও লালবাতি জ্বালল। যেটা বাকি ছিল, এবার সেটাও- জিনিয়ার আইনি নোটিশ। খরচ জোগাড় করতে বাড়িটাও... সহায়সম্বলহীন নিশীথ তারপর থেকেই...

নাহ, ওকে নিয়ে আর কাউকে ভাবতে হবে না। একদিন যে নামে সবাই ভিড় জমাত, তার জন্যে আজ নিছকই করুণা। পাওনাগন্ডা মিটে গেলে পৃথিবীর কাছে জ্যোৎস্নার অনন্ত আকাশও নিতান্তই তুচ্ছ।

নিশীথ এখনও হাসছে। কম দামি মাইক্রোফোনে সেই দরাজ কণ্ঠ ... বডি পোস্টমর্টেমে যাবে।

ডুব

স্বপন সিংহ

জগন্নাথবাবু ভারী রসিক মানুষ। আজগুবি ও রকমারি গল্প পরিবেশনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

'বারাণসীতে গঙ্গার খাল কেটে একটি কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করা হয়েছে। ওখানে ডুব দিলেই রোগ-ব্যাধি সব ফিনিশ। সাথে উপরি পাওনা হিসেবে এক ডুবে বয়স এক বছর কমে যাওয়া।'

পরান কাকা গল্পটিকে সত্যি ভেবে, একবার ওই জলাশয়ে ডুব দেওয়ার জন্য তাঁর পরানটা ছটফট করতে লাগল। সরকারি চাকরি থেকে বছরখানেক আগে অবসর নিয়েছেন। অবসরের আগে থেকেই ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও আরও নানাবিধ অসুখে ভুগছেন।

-হ্যাঁরে জগা, ওখানে একবার ডুব দিলে কত টাকা লাগব?

-লাখখানেক। এক লাখে এক ডুব। এক ডুবে এক বছর বয়স কইম্যা যাইব।

-তাইলে, দশ বছর কমাইতে গেলে কমপক্ষে দশ লাখ...

-হুম।

-খুব ইচ্ছা হয় দশটা বছর বয়স যদি কমাইতে পারতাম...এত টাকা কই যে পাই?

-এত চিন্তা কীসের? তুমি যে ব্যাংক থাইক্যা পেনশন তোলো, অই ব্যাংকে যাও। অইখান থাইক্যা লোন তুলতে পারবা।

পরদিন সকালসকাল পরান কাকা ব্যাংকে গিয়ে হাজির। ম্যানেজারকে বললেন,

-স্যর, আমার দশ লাখ লোন লাগব।

-এত টাকা দিয়ে কী করবেন?

-ডুব দিমু।

ম্যানেজার পরানবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভেবে বললেন, 'লোন হবে না।'

-ক্যা, হইব না ক্যান?

-এখান থেকে লোন নিয়ে অনেকেই ডুব দিয়েছেন। তারা আর ব্যাংকমুখী হন না। লোন নেওয়ার আগেই ডুব মারার কথা বলার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

(১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com)

মেসি ম্যানিয়ায় আড়ালে আর্তনাদ

কুশল হেমব্রম

লিওনেল মেসি-বিশ্ব ফুটবলের এক জাদুকরী নাম। সম্প্রতি তাঁর ভারত সফরকে কেন্দ্র করে যে বিপুল উন্মাদনা এবং কর্পোরেট জাঁকজমক দেখা গেল, তা দেখে মনে হতে পারে এ দেশ ফুটবলের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু এই কোটি কোটি টাকার চাকচিক্যের আড়ালে ভারতীয় ফুটবলের যে কঙ্কালসার দশা, তা নিয়ে ভাবার সময় কারো নেই। এই জৌলুস আসলে এক মরীচিকা, যা আমাদের আসল অভাবগুলোকে ঢেকে রাখছে। একজন প্রকৃত ফুটবলপ্রেমীর কাছে মেসির এই সফর স্রেফ কিছু সুন্দর স্মৃতি আর সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট ছাড়া আর কিছু দেয়নি। ভারতীয় ফুটবলের ঝুলি সেই শূন্যই রয়ে গেছে।এই উৎসবের ডামাডোলে অত্যন্ত জরুরি কিছু প্রশ্ন তুলেছেন ভারতীয় দলের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদার। তাঁর কণ্ঠে ঝরে পড়েছে হাহাকার ও অভিমান। যখন চারিদিকে আইএসএল-এর মতো মেগা টুর্নামেন্ট বা ঘরোয়া লিগ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, তখন একজন খেলোয়াড়ের কাছে তা চরম যন্ত্রণাদায়ক। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকা কর্মকর্তাদের চোখে হয়তো পড়ে না যে, এই অনিশ্চয়তার পেছনে অগণিত খেলোয়াড়, কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের পরিবারের দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে আছে।

দেবজিৎ মজুমদার খুব স্পষ্টভাবে একটি রূঢ় সত্য মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে ফুটবল কোনো বিলাসী বিনোদন নয়; এটি একটি স্বপ্ন, একটি আস্ত পেশা এবং অগণিত মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র পথ। যখন লিগ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে, তখন কেবল গোলপোস্টের নিচে দাঁড়ানো মানুষটির মন ভেঙে যায় না, বরং সেই মানুষটির রুজিরুটির পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। ফুটবলের এই ইকোসিস্টেমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষের জীবনের নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের মুখে।

সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য ফুটে ওঠে যখন আমরা অর্থের হিসাব মেলাতে বসি।

দেবজিতের যুক্তি অনুযায়ী, মেসির একটি মাত্র সফরের পেছনে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা খরচ করা হলো। অথচ একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবলে দেখা যায়, এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে অনায়াসে ভারতের প্রধান লিগ দুটিকে সুন্দরভাবে সচল রাখা সম্ভব ছিল। যে টাকা দিয়ে শত শত খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা যেত, যে টাকা দিয়ে ধুঁকতে থাকা একাডেমিগুলোতে প্রাণের সঞ্চার করা যেত, সেই বিপুল অর্থ ব্যয় হলো কয়েক ঘণ্টার এক প্রদর্শনীতে।

সন্দেশ ঝিঙ্গানের মতো অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারও আগে এই বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তার কথায়, মানুষ ফুটবল ভালোবাসে, স্টেডিয়াম ভরিয়ে দেয়, কিন্তু সেই ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও ভারতীয় ফুটবলের কপালে জোটে না। ঘরোয়া ফুটবল যখন বিনিয়োগের অভাবে ধুঁকছে, তখন কেবল এক মহাতারকার উপস্থিতির জন্য কোটি কোটি টাকা ওড়ানো প্রমাণ করে যে, নিজেদের দেশের খেলোয়াড়দের সম্মান দিতে আমাদের দারুণ অনীহা।

ভাইচুং ভুটিয়ার মতো কিংবদন্তিরাও একই আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন। কর্পোরেট জগত সাময়িক গ্ল্যামার ও প্রচারের জন্য টাকা ঢালতে রাজি, কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নে যে দীর্ঘমেয়াদী ধৈর্যের প্রয়োজন, তা তাঁদের নেই। রাজনীতিবিদদের উৎসাহও কেবল মেসির সঙ্গে সেলফি তোলা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ; সন্তোষ ট্রফি বা আই-লিগের পরিকাঠামো উন্নয়নে তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

আমরা প্রায়ই স্বপ্ন দেখি ভারত বিশ্বকাপে খেলবে, কিন্তু আমাদের কি বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে? তৃণমূল স্তরে প্রতিভা অন্বেষণ বা আধুনিক কোচিংয়ের সুযোগ অত্যন্ত নগণ্য। এই ব্যর্থতার দায় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (AIFF) এড়াতে পারে না। তাদের দূরদৃষ্টির অভাব, অপেশাদারিত্ব এবং ঘরোয়া লিগের কাঠামো নিয়ে অস্থিরতা ভারতীয় ফুটবলকে বারবার পিছিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্যের কোনো সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ আজও তৈরি হয়নি।

মেসি এসেছেন, তাঁর জাদুতে মুগ্ধ করেছেন এবং চলেও গেছেন। উৎসবের আলো নিভে যাওয়ার পর আমাদের জন্য পড়ে রইল সেই ভাঙাচোরা পরিকাঠামো আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। একজন সত্যিকারের ফুটবলপ্রেমী হিসেবে এই সফর এক বিরাট অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা যদি সত্যিই চাইতাম ভারত বিশ্ব ফুটবলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক, তবে বিদেশের মহাতারকার পেছনে না ছুটে দেশের ফুটবলে বিনিয়োগের দাবি তুলতাম। যতদিন না আমরা এই মোহ কাটিয়ে বাস্তবের মাটিতে নামছি, ততদিন ভারতীয় ফুটবল এই অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াবে। মেসির সফর নস্টালজিয়া দিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ গড়তে হবে আমাদের নিজেদের ফুটবলকে ভালোবেসে এবং সমর্থন করেই।

বিনোদ, অক্ষয় এবং ভারতীয় ক্রিকেট!

কলরব রায়

শেষ কদিন ধরে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম খুললেই কানে আসছে একটা আরবি গানের সুর। রহমান ডাকাতের এন্ট্রি নেওয়ার সেই গানের ভাষা না বুঝলেও ইতিমধ্যেই সেটি ভাইরাল। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় এই রহমান ডাকাতের চরিত্রে অভিনয় করা অক্ষয় খান্নার দাদু ভারতীয় ক্রিকেট পরিমন্ডলের একজন পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি কে? তাহলে চটজলদি উত্তরটা দিতে অনেক ক্রিকেট-অনুরাগীই হোঁচট খাবেন। তবে অভিনেতা বিনোদ খান্নার প্রথম স্ত্রী, অক্ষয়ের মা গীতাঞ্জলির বিয়ের আগের পদবী ছিল তালইয়ারখান, এইটা বললে কতিপয় অতিপ্রাচীন ক্রিকেটপ্রেমী হয়তো ফিরে যাবেন ইংরিজি ভাষায় ভারতীয় ক্রিকেটের ধারাবিবরণীর শুরুর দিনগুলোতে।

কেন? কারণ ভারতে প্রথম বেতারে ক্রিকেট সম্প্রচার হয়েছিল ১৯৩৪ সালে বম্বে পেন্ট্যাঙ্গুলার প্রতিযোগিতায়, পার্সি বনাম মুসলিম দলের এক ম্যাচে। এই সূত্রেই উঠে আসেন এক অগ্রপথিক, যাঁর নাম ববি তালইয়ারখান, গীতাঞ্জলী তাঁরই কন্যা। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এই ববি কী করেছিলেন? ব্যাপারটা একটু জেনে নেওয়া যাক।

১৯৩৩-৩৪ মরশুমে ইংল্যান্ড সফরের পর থেকে ১৯৪৮-৪৯ মরশুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের আগে পর্যন্ত ভারতে কোনও টেস্ট হয়নি। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না থাকলেও সেইসময়কার ঘরোয়া ম্যাচগুলো সারাদিনের সরাসরি বেতার-সম্প্রচার কিন্তু মাঝেমধ্যেই হত। এখানেই আসেন ক্রিকেটের বাণীকুমার এ.এফ.এস.টি।

যার আসল নাম আরদেশির ফারদোরজি সোহরাবজি (ওরফে ববি) তালইয়ারখান (১৮৯৭-১৯৯০)। ববি ছিলেন ভারতে ক্রিকেট বেতার-ধারাবিবরণীর পথিকৃৎ। সেই আমলে মাত্র একজনই ভাষ্যকার থাকতেন। ববিও সেরকম মাত্র একজন স্কোররক্ষকের সহায়তায় ম্যাচের গোটা দিন নিয়ে বলে যেতেন। তাঁর সুন্দর কণ্ঠস্বর এবং বিশিষ্ট বাচনভঙ্গিমা দিয়ে দিনে পাঁচ-ছয় ঘন্টা তিনি ভাষ্য দিতেন। থামতেন কেবল খেলার মধ্যবর্তী বিরতিগুলোতে, অর্থাৎ মধ্যাহ্নভোজন ও চায়ের বিরতিতে! এমনই ছিল ধারাভাষ্যদানের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা।

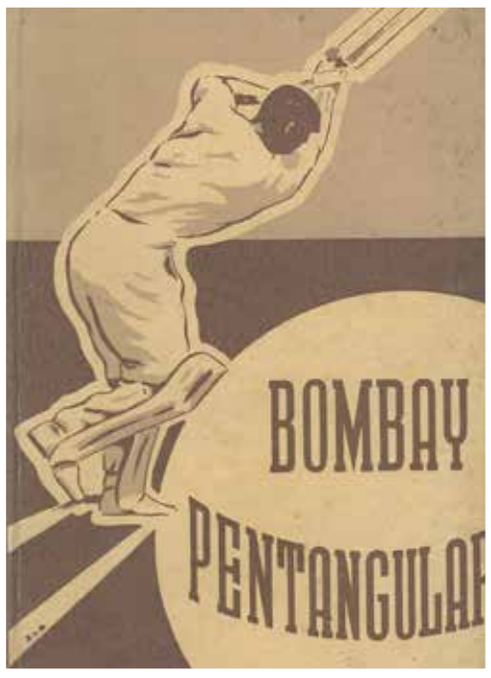

বম্বে পেন্ট্যাঙ্গুলার ম্যাচগুলোর এত জনপ্রিয়তার পেছনে ববির এই অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ম্যাচ চলাকালীন পাওয়া ক্রিকেট-সংক্রান্ত কিছু কিছু বেতার-বার্তার (টেলিগ্রাম) উত্তরও তিনি দিতেন ভাষ্য দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে। এখন যেমন টিভি-ভাষ্যকাররা শ্রোতাদের রকমারি অনলাইন ক্রিকেটীয় প্রশ্নের জবাব দেন, খানিকটা তেমনই। ইংরিজি ভাষায় তাঁর ভাল দখল ছিল, ছিল পরিচ্ছন্ন বাচনভঙ্গী, আর কণ্ঠস্বরে ছিল নাটকীয়তা সৃষ্টির ক্ষমতা। সবমিলিয়ে তিনি এক আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরি করতে পারতেন তাঁর ধারাবিবরণীর মাধ্যমে।

১৯৪৮-৪৯ মরশুমে, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বারো বছর পরে, অল ইন্ডিয়া রেডিও কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে তিনজন ভাষ্যকার মিলে ভাগাভগি করে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট-সিরিজের ম্যাচগুলোর ধারাবিবরণী দেবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ববি রাজি হননি। তিনি ধারাভাষ্যকারের এই কাজ ছেড়ে দেন। আর এভাবেই ভারতীয় বেতার-ধারাভাষ্যের এক গৌরবময় অধ্যায়ের অকাল পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরবর্তীকালে, ১৯৫৪-৫৫ মরশুমে, ভারতের প্রথম পাকিস্তান-সফরে অবশ্য তিনি ধারাভাষ্যকারের দায়িত্ব ভাগ করে নেন মাত্র একবারই। ওই সফরে ঢাকার প্রথম টেস্টে তাঁর সহ-ভাষ্যকার ছিলেন পরবর্তীকালের প্রবাদপ্রতিম পাকিস্তানি ধারাভাষ্যকার ওমর কুরেশি। তার দীর্ঘকাল পরে, ১৯৭২-৭৩ মরশুমে, ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট-সিরিজে বম্বের পঞ্চম তথা শেষ টেস্টে দিনশেষে খেলার-সারাংশ অনুষ্ঠানটি নিবেদন করতে তিনি রাজি হন, তাও কর্তৃপক্ষের বহু সাধ্যসাধনার পর। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি ছিলেন রেডিও সিলোনের ক্রীড়ানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্তসার নিয়ে এক সংবাদ-ভাষ্যের কথক হিসেবে। ১৯৯০ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর দৈনিক কলম ‘Do you get me, Steve!’ তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন।

এএফএসটি, আসল নাম আরদেশির ফারদোরজি সোহরাবজি তালইয়ারখান ওরফে ববি ছিলেন ভারতে ক্রিকেট বেতার-ধারাবিবরণীর পথিকৃৎ।

আরদেশির ফারদোরজি সোহরাবজি তালইয়ারখান।

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে ‘বম্বে ক্রনিকল’ পত্রিকায় প্রকাশিত বিংশ শতকের প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট-তারকা বাঁ-হাতি স্পিনার পালওয়ানকর বালুর মৃত্যুসংবাদজ্ঞাপক রচনায় ববি লিখেছিলেন : ‘One can see Baloo even now, the short easy run … always the unbuttoned cuff of his flannel shirt dangling at the wrist, always the batsmen dangling in his mind where to play the ball and when.’– ১৯১১ সালের সেই ক্রিকেটারের স্মৃতির এক যোগসূত্র স্থাপন করে।

ববিকে নিয়ে বললে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করতেই হয়। পেন্টাঙ্গুলারে খেলা দলগুলো ছিল জাতভিত্তিক। যেমন- পার্সি, মুসলিম, হিন্দু, ইউরোপীয়। এবার স্বাধীনতা যতো নিকটবর্তী হতে থাকলো ততোই এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক গন্ডগোল বাড়তে থাকলো। বিশেষ করে হিন্দু এবং মুসলিমদের খেলার ফলাফলকে কেন্দ্র করে। এই সময় গান্ধী পেন্টাঙ্গুলার বন্ধ করতে বলেছিলেন এবং ববি তাঁকে সমর্থন করেন। এটা ১৯৪০ সালের ঘটনা। তিনি তখন ১৯৩৪ সালে চালু হওয়া রঞ্জি ট্রফিকে নিয়েই বেশি উৎসাহী ছিলেন।

ববি সম্বন্ধে লেখা শেষ করি দুটো উদ্ধৃতি দিয়ে:

বিখ্যাত ভারতীয় লেখক রামচন্দ্র গুহ লিখেছেন: ‘He (AFST) brought to cricket broadcasting a rich, fruity voice, and a fund of anecdotes. He was ambitious and opinionated, with a voice that was beer-soaked, cigarette-stained. His self-control was superhuman, for he would speak without interruptions, except for lunch and tea.’

১৯৫৪ সালে জনপ্রিয় পাকিস্তানি ভাষ্যকার জামশিদ মার্কার বলেন : ‘Would you like a painter painting, and joined by another in the same room? A commentator is like a painter, and he should be left alone in the box.’– ধারাভাষ্যকার ‘সঞ্জয়’ তাঁর ভাষ্যের বিবরণী দিয়েই মাঠের ‘কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ’-এর ‘ছবি’ ফোটাবেন ‘অন্ধ’ শ্রোতাদের জন্য, তখনকার ভাবনা হয়ত এমনই ছিল–কী জানি!

তথ্যসূত্র: রবি চতুর্বেদি, রামচন্দ্র গুহ, মিহির বোস

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জয়ের পর ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস টিম ইন্ডিয়ার। আহমেদাবাদে।

ছাঁটাই শুভমান

প্রত্যাবর্তন ঈশানের

সহ অধিনায়ক অক্ষর, দলে রিঙ্কুও

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর : দায়িত্ব নেওয়ার পর একের পর এক চমক দিচ্ছেন অজিত আগরকার-গৌতম গম্ভীর জুটি। টি২০ বিশ্বকাপের দল নির্বাচনেও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত। ৭ মার্চ শুরু মেগা আসরের টিম বাছতে বসেও এদিন একাধিক চমক। অপ্রত্যাশিতভাবে বাদ সহ অধিনায়ক শুভমান গিল। জায়গা হয়নি জিতেশ শর্মারও। বদলে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ ঈশান কিষান ও রিঙ্কু সিংয়ের।

টি২০ ভাবনাতে শুরুতে না থাকলেও রাতারাতি সহ অধিনায়ক করে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় শুভমানকে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে শুভমানের ব্যর্থতার পর ভাবনায় পরিবর্তন। 'অভিমান' জুটি (অভিষেক শর্মা ও শুভমান) ভেঙে নতুন ওপেনিং কম্বিনেশনকেই হাতিয়ার করার রাস্তায় হাঁটলেন ভারতীয় থিংকট্যাংক, নির্বাচক কমিটি।

নয়া টিম কম্বিনেশনের পরিকল্পনায় ২ বছরের বেশি প্রতীক্ষা শেষে জাতীয় দলের নীল জার্সিতে প্রত্যাবর্তন ঘটল ঈশানের। সদ্যসমাপ্ত সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সর্বোচ্চ রানের (১৯৭.৩২ স্ট্রাইক রেটে ৫১৭ রান করেন) পাশাপাশি তাঁর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয় ঝাড়খণ্ড। সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ বিশ্বকাপ দলে ডাক। মূলত ঈশানের প্রত্যাবর্তনে কোপ জিতেশের ওপর।

উইকেটকিপিং-ব্যাটিংয়ে নজর কেড়েছিলেন জিতেশ। কিন্তু একদা 'গেমচেঞ্জার' ঈশানেই আস্থা। ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। টিম আগরকারের কাছে যা অগ্রাধিকার পেয়েছে। নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার বলেছেন, 'ও সাদা বলের ক্রিকেটে টপ অর্ডারে খেলে। ভালো ছন্দেও রয়েছে। আগেও ভারতের হয়ে খেলেছে।'

শুভমানের ছাঁটাই নিয়ে আগরকারের যুক্তি, 'টিম কম্বিনেশনের কথা মাথায় রেখেই পদক্ষেপ। অভিষেক গত এক বছরে যা পারফর্ম করেছে তাতে ও ওপেনিংয়ে নিশ্চিত। অভিষেকের পার্টনার হিসেবে একজন উইকেটকিপারকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এর ফলে টিম কম্বিনেশনে একাধিক বিকল্প তৈরি হবে। শুভমান নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত ক্রিকেটার। কিন্তু ১৫ জনের বেশি তো নেওয়া সম্ভব নয়।' বৈঠকে উপস্থিত সূর্যকুমার যাদবের গলায়ও এক সুর। জানান, ফর্ম নয়, টিম কম্বিনেশনের কারণেই এই পদক্ষেপ।

শুভমানের অনুপস্থিতিতে জোড়া দায়িত্ব অক্ষর প্যাটেলের কাঁধে। সহ অধিনায়কের ভূমিকাও পালন করবেন। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। বাড়তি স্পিনারের সঙ্গে ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে অক্ষর কার্যত দলে 'অটোমেটিক চয়েস'। সেই কথা মাথায় রেখে সূর্যের ডেপুটি। আগরকারের যুক্তি, শুভমান দলে আসার আগে বেশ কিছুদিন সহ অধিনায়ক ছিলেন অক্ষর। শুভমান না থাকায় স্বাভাবিকভাবে অক্ষর পুরোনো দায়িত্বে।

টি২০ বিশ্বকাপের ১৫ জনের স্কোয়াড

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, তিলক ভার্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল (সহ অধিনায়ক), রিঙ্কু সিং, জসপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, ওয়াশিংটন সুন্দর ও ঈশান কিষান।

টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা অজিত আগরকারের। অফফর্মের পরও সূর্যকুমার যাদবকে রেখে দিলেও বাদ পড়লেন শুভমান গিল।

ঈশানের মতো প্রত্যাবর্তন ঘটেছে রিঙ্কু সিংয়েরও। গত নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়াগামী দলে ছিলেন। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতার জেরে দল থেকে বাদ এবং বিশ্বকাপের দৌড় থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়া। কিন্তু জিতেশ বাদ পড়ায় মিডল অর্ডারের শূন্যস্থান ভরাটের লক্ষ্যে রিঙ্কুর সামনে জাতীয় দলের দরজা খুলে যায়। ঈশান-রিঙ্কুর অন্তর্ভুক্তি, শুভমান-জিতেশ ছাঁটাই ছাড়া বাকি দল অপরিবর্তিত।

> টিম কম্বিনেশনের কথা মাথায় রেখেই পদক্ষেপ। অভিষেক গত এক বছরে যা পারফর্ম করেছে তাতে ও ওপেনিংয়ে নিশ্চিত। অভিষেকের পার্টনার হিসেবে একজন উইকেটকিপারকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এর ফলে টিম কম্বিনেশনে একধিক বিকল্প তৈরি হবে। শুভমান নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত ক্রিকেটার। কিন্তু ১৫ জনের বেশি তো নেওয়া সম্ভব নয়।
>
> **অজিত আগরকার**

উপমহাদেশে বিশ্বকাপের আসর। ফলে স্পিনার, স্পিন অলরাউন্ডারে জোর। স্পিন বিভাগে বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদবের সঙ্গে দুই অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর। পেস ব্রিগেডের নেতৃত্বে প্রত্যাশিতভাবে জসপ্রীত বুমরাহ। সঙ্গে অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানা। জোড়া পেস অলরাউন্ডারের ভূমিকায় হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে।

কয়েকদিন ধরে মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজের নামও ঘোরাফেরা করছিল। যদিও মুম্বইয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এদিনের বৈঠকে সামিরা অগ্রাধিকার পায়নি। ৭ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে ভারত। তার আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নতুন বছরে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজে মুখোমুখি হবে 'টিম ইন্ডিয়া'। বিশ্বকাপের জন্য বেছে নেওয়া ১৫ জনের দলই খেলবে কিউয়ি সিরিজে।

ওপেন করতে চান, ঘুরিয়ে আর্জি সঞ্জুর

আহমেদাবাদ, ২০ ডিসেম্বর : গৌতম গম্ভীর জমানার শুরুতে ওপেনিংয়ে নিয়মিত সুযোগ।

কাজেও লাগিয়েছিলেন যা। টি২০ ফরম্যাটে একাধিক সেঞ্চুরিতে যখন মনে হচ্ছিল ওপেনিংয়ে সঞ্জু স্যামসনের জায়গা পাকা, তখনই টিম ম্যানেজমেন্টের নয়া ভাবনায় ছবিটা বদলে যায়। শুভমান গিলের কাছে ওপেনিং পজিশন হারিয়ে মিডল অর্ডারে জায়গা। তাও অনিয়মিত।

চাকাটা কি আবার ঘুরতে চলেছে? আহমেদাবাদে নির্ণায়ক টি২০ ম্যাচে ওপেনিংয়ে সাফল্য পেয়েছেন সঞ্জু। শনিবার নিউজিল্যান্ড সিরিজ ও টি২০ বিশ্বকাপের দল থেকে শুভমানের বাদ পড়ার পর সঞ্জুর সামনে ওপেনিংয়ে নিজের জায়গা ফের পাকা করার হাতছানি। অবশ্য বিশ্বকাপ দল ঘোষণার অনেক আগেই শুক্রবার রাতেই বলে দেন, পছন্দের ওপেনিংয়েই খেলতে চান।

আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজে প্রতি ম্যাচে সঞ্জু কি ওপেন করতে চান? ম্যাচের পর ইরফান পাঠানের যে প্রশ্নের জবাবে ঘুরিয়ে নিজের সেই ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেন সঞ্জু। মজার ছলে বলে দেন, 'ভাইয়া (ইরফান) আমি কী বলব? পারলে আপনি (ওপেনিংয়ে খেলার ব্যবস্থা) করে দিন।' এরপর সঞ্জু আরও বলেছেন, 'এই রকম প্রশ্ন না করাই ভালো ইরফান ভাইয়া।'

উইকেটকিপার-ব্যাটারের জায়গায় জিতেশ শর্মার সঙ্গে লড়াই। যদিও লড়াই বলতে নারাজ সঞ্জু। তাঁর মতে, সতীর্থ হিসেবে দুইজনের মধ্যে দুর্দান্ত বোঝাপড়া। উইকেটকিপিং, ব্যাটিং নিয়ে যেমন আলোচনা করেন, তেমনই নিজেদের দলে থাকা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মজা করতেও ছাড়েন না। পরবর্তী নিউজিল্যান্ড সিরিজ এবং বিশ্বকাপে অবশ্য জিতেশ নেই। এবার সঞ্জু বনাম ঈশান কিষান।

দলের পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া সঞ্জুর মন্তব্য, 'দলের পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামনে বিগ টুর্নামেন্ট। দীর্ঘদিন ভারতীয় দল, সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলছি। বুঝতে অসুবিধা হয় না লিডারশিপ গ্রুপ ঠিক কী চাইছে। গৌতম গম্ভীর এবং সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। ফলে রাখঢাক না করে নিজের মতামত ভাগ করে নিই।'

> দলের পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামনে বিগ টুর্নামেন্ট। দীর্ঘদিন ভারতীয় দল, সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলছি। বুঝতে অসুবিধা হয় না লিডারশিপ গ্রুপ ঠিক কী চাইছে। গৌতম গম্ভীর এবং সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক।
>
> -সঞ্জু স্যামসন

সিরিজের নির্ণায়ক যুদ্ধে ম্যাচের সেরা তিলক ভার্মা আবার অফফর্মে থাকা সূর্যকুমার যাদবের পাশে দাঁড়ালেন। তিলকের বিশ্বাস, এক ম্যাচ দূরে রয়েছে সূর্যের চেনা মেজাজে ফেরা। একটা ম্যাচে রান পেয়ে গেলে সূর্যকে আটকানো মুশকিল। গতকাল যখন জুটি বাঁধেন, অধিনায়ককে বলেও দেন, প্রয়োজনে তিনি ঝুঁকি নেবেন। সূর্য নিজেকে কিছুটা সময় দিক। যথাসম্ভব বেশি বল খেলুক। যদিও তিলকের পরামর্শও কাজে আসেনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিলক বলেছেন, 'সূর্য যদি আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়, ও কতটা বিপজ্জনক, আমরা জানি। ওকে বলছিলাম, ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে মারার বদলে ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর খুঁজে শট খেলুক। কারণ, একবার যদি ঠিকঠাক ব্যাটে-বলে হতে শুরু করে, বিগ শট এমনিতেই চলে আসবে। সত্যি কথা বলতে, আমরা সবাই ওর দুর্দান্ত একটা ইনিংস দেখার অপেক্ষায় আছি।'

আবার ফাইনালে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা! দাবি কনরাডের

এদিকে, ২০২৪-এর পর ফের টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াই দেখছেন সুকরি কনরাড। দক্ষিণ আফ্রিকার হেডকোচের ভবিষ্যদ্বাণী, গতবারের ফাইনালিস্টরাই আগামী বিশ্বকাপের খেতাবি যুদ্ধে খেলবে। ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের জোড়া সিরিজে সাফল্য না মিললেও, সফরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে মেগা আসরে, বিশ্বাস আইডেন মার্করামদের হেডস্যরের।

সুকরি কনরাড বলেছেন, 'আমাদের আরও কিছু জায়গায় কাজ করতে হবে। তবে এই সফরের অভিজ্ঞতা কাজে আসবে। রয়েছে 'এসএ২০' লিগ। প্রস্তুতির সুযোগ মিলবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলে বিশ্বকাপে পা রাখব। মানছি প্রত্যাশিত ফলাফল হয়নি। তবে অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। বিশ্বাস, গতবারের ফাইনালিস্টরাই ফের আগামী বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে।'

হতাশা ঝেড়ে ঈশান ভাসছেন আবেগে

রাঁচি, ২০ ডিসেম্বর : 'ভারতীয় দলে ডাক পাওয়া নিয়ে ভাবছি না।

নিজের কাজটা ঠিকঠাকভাবে করে যেতে চাই। পরিশ্রম করে যেতে চাই। পরিশ্রমের বিকল্প নেই।' দুইদিন আগে নিজের রাজ্য দল ঝাড়খণ্ডকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি জেতানোর পর কথাগুলি বলেছিলেন ঈশান কিষান। টিম ইন্ডিয়ায় দীর্ঘদিন ডাক না পাওয়া নিয়ে হতাশা আড়াল করেননি। তাই একরাশ অভিমান ঝরে পড়েছিল।

ফের জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে ঈশান কিষানকে।

৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সেই ক্ষতে প্রলেপ। মুস্তাক আলি ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের (৫১৭ রান করেন) জেরে শুধু জাতীয় দলে ফেরা নয়, ঢুকে পড়লেন টি২০ বিশ্বকাপ দলেও। জিতেশ শর্মা বাদ। দলে ঈশান। যে খবর শোনার পর আবেগে ভাসলেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'পকেটসাইজ ডিনামাইট'।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় খুশিটা ভাগ করে নিলেন সমর্থকদের সঙ্গেও। সমাজমাধ্যমে ঈশান কিষান লেখেন, 'আমি আনন্দিত। দারুণ খুশি।' শেষবার ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন ২০২৩-এর ৮ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে। ৫ বল খেলে রানের খাতা খুলতে পারেননি। তারপর থেকে অপেক্ষা ক্রমশ লম্বা হয়েছে। অবশেষে ডাক।

দল ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই ঈশানকে নিয়ে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস। যার প্রতিফলন সমাজমাধ্যমে। ঈশানের অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে নেটিজেনদের বক্তব্য, 'অবশেষে ন্যায়বিচার পেলেন ঈশান।' বছর ছাব্বিশের বিস্ফোরক টপ অর্ডার ব্যাটার অবশ্য বিতর্কে ঢুকতে নারাজ। ঈশান সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'আমি দারুণ খুশি। খবরটা শুনেছি। আনন্দ প্রত্যাশিত। খবরটা শোনার পর থেকে আনন্দে ভাসছি।'

উৎসব শুরু ঈশানের পরিবারেও। বাবা প্রণবকুমার পান্ডের কথায়, কঠিন সময়ে পরিশ্রমকে হাতিয়ার করেছে। নিজের ওপর কখনও বিশ্বাস হারায়নি। বাড়ির সবার বিশ্বাস ছিল পরিশ্রমের ফল ঠিক মিলবে। শুধু ঈশান বা তাঁর পরিবারের নয়, গোটা রাজ্যের গর্বের দিন আজ। আইপিএল টিম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

'আজ আমি দারুণ খুশি'

তাদের এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। লিখেছে, 'ওয়েলকাম ব্যাক, ঈশান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অনেক চাপ সামলে ফেরা।'

টপ অর্ডারেই মূলত ঈশানকে ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। নির্বাচনি বৈঠকের পর দল ঘোষণা করতে গিয়ে নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার যে কথা শুনিয়েছিলেন। জানান, তাঁরা এমন একজনকে উইকেটকিপার চাইছিলেন, যে টপ অর্ডারে খেলতে পারবে। যে টিম কম্বিনেশনের কারণে জিতেশের বিদায়, স্বাগত ঈশানকে।

ঋষভ পন্থের সঙ্গে একসময় ঈশান ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির শূন্যস্থান পূরণের দৌড়ে। শুরুটাও সাড়া জাগিয়ে করেন। যদিও বারবার বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে ক্রিকেট ফোকাস অনেকটা নড়ে যায়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের রোষানলে পড়ে অঘোষিত নির্বাসিতও হন। ছাঁটাই হন বার্ষিক চুক্তি থেকেও। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতি থেকে প্রত্যাবর্তন।

থমকে থাকা আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের পালে নতুন অক্সিজেন জোগানোর সুযোগ। বিশ্বকাপে নামার আগে অবশ্য ২১ জানুয়ারি শুরু নিউজিল্যান্ড সিরিজে নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন ঈশান। সাফল্য মানে সঞ্জু স্যামসনকে পিছনে ফেলে বিশ্বকাপের প্রথম এগারোতেও অগ্রাধিকার পাওয়া।

'বাদ পড়াকে ইতিবাচকভাবে নাও'

গিলকে পরামর্শ গাভাসকারের

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর : স্বপ্নের বছর। প্রত্যাশা ছাপিয়ে প্রাপ্তি। ব্যাট হাতে সাফল্য। টেস্টের পর ওডিআই দলের অধিনায়ক হওয়ার সম্মান। আগামীর ভাবনায় টি২০ দলেও সহ অধিনায়ক হিসেবে ঢুকে পড়া। যদিও বছরের শেষের ছবিটা একেবারে উলটো। একেবারে শেষ মুহূর্তে মিস করলেন টি২০ বিশ্বকাপের বাস। লিডারশিপ গ্রুপ থেকে একেবারে ছাঁটাই।

টি২০ দলে শুভমান গিলের অন্তর্ভুক্তির মতোই যা চমকপ্রদ। সুনীল গাভাসকার অবশ্য তরুণ শুভমানকে হতাশ হওয়ার বদলে এই বাদ পড়াকে ইতিবাচক হিসেবে নিতে বলছেন। পরামর্শ দিচ্ছেন, এই ধাক্কাকেই নিজের শক্তি করে ঘুরে দাঁড়াক। কিংবদন্তি ওপেনার বলেছেন, 'শুভমানের বাদ পড়াটা অবাক করছে। ক্লাস প্লেয়ার। দক্ষ ব্যাটার। জানি, গত কয়েক ম্যাচ ঠিকঠাক যাচ্ছিল না। কিন্তু দিনের শেষে ক্লাসই কথা বলে।'

টি২০ বিশ্বকাপের দলে অভিষেক শর্মা থাকলেও জায়গা হল না শুভমান গিলের।

গাভাসকারের কথায়, 'দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরেছিল। ফলে ছন্দটা পাচ্ছিল না। টি২০ ফর্ম্যাটেও শুভমান কতটা দক্ষ, তার প্রমাণ আইপিএলের সাফল্য। দীর্ঘদিন খেলার মধ্যে না থাকাটাই শুভমানের বিপক্ষে গিয়েছে। আশা করব, এই ধাক্কাটা (বিশ্বকাপ দলে না থাকা) সঠিকভাবে নেবে ও। আগামীর জন্য অনেক শুভকামনা রইল।'

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তিন ম্যাচে ৩২ রান। শুভমানের বিপক্ষে যা চলে যায়। শেষবেলায় তাই বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় রদবদল। গাভাসকারের বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত নিয়ে শুভমানের সঙ্গে কথা বলবেন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। কেন এই পদক্ষেপ, তা পরিষ্কার করবেন। সানির মতে, দল নির্বাচনে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে।

সঞ্জু স্যামসন-অভিষেক শর্মা ওপেনিং জুটি সাফল্য পাচ্ছিল। দুইজনের ডান-বাম কম্বিনেশন কাজ করছিল। দারুণ একটা ওপেনিং জুটির প্রত্যাশা বাড়ছিল। অযথা সেই জুটি ভেঙে শুভমানকে ওপেন করতে পাঠানো হয়। আহমেদাবাদের নির্ণায়ক ম্যাচে অভিষেক-সঞ্জু জুটিতে ফের সেই ঝলক।

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার আগরকারদের সিদ্ধান্তকে সঠিক আখ্যা দিচ্ছেন। প্রাক্তনের দাবি, টেস্টের ফর্ম দেখে টি২০ দলে কাউকে রাখতে গেলে এই রকমই হয়। শুভমানকে টি২০ দলে নেওয়াটাই বড় ভুল ছিল নির্বাচকদের। বিশ্বকাপের মতো মেগা আসরের আগে দেরিতে হলেও নির্বাচকরা শুধরে নিতে পেরেছে, সেটাই ভালো।

চেলসির ড্র

লন্ডন, ২০ ডিসেম্বর : দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও হার বাঁচাল চেলসি। শনিবার প্রিমিয়ার লিগে তারা ২-২ গোলে আটকে দিল নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে। নিক ওয়াল্টারমেড ৪ ও ২০ মিনিটে জোড়া গোল করে নিউক্যাসলকে এগিয়ে দেন। ৪৯ মিনিটে সমতা ফেরান চেলসির রিস জেমস। ৬৬ মিনিটে হার বাঁচান জোয়াও পেড্রো।

ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জিতেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ৫ মিনিটে সিটিকে এগিয়ে দেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ৩৮ মিনিটে সিটির তিজানি রেইন্ডার্স ব্যবধান বাড়ান। ৬৯ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন হাল্যান্ড।

বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য অনুশীলনে বিরাট কোহলি। আলিবাগে।

বিজয় হাজারে ট্রফির মুম্বই দলে রোহিত

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশিকাকে গুরুত্ব দিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরছেন রোহিত শর্মাও। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে হওয়া বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচের জন্য মুম্বই দলে রাখা হল হিটম্যানকে। গ্রুপ 'সি'-তে রয়েছে শার্দূল ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন মুম্বই। ২৪ ডিসেম্বর জয়পুরে সিকিমের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে। দ্বিতীয় ম্যাচ ২৬ ডিসেম্বর। প্রতিপক্ষ উত্তরাখণ্ড। এদিনের ঘোষিত দলে নেই যশস্বী জয়সওয়াল, আজিঙ্কা রাহানে, আয়ুষ মাত্রে, সূর্যকুমার যাদবরা।

নেটে ঘাম ঝরাচ্ছেন বিরাট

অপরদিকে বিজয় হাজারের জন্য নেটে ঘাম ঝরাচ্ছেন বিরাট কোহলিও। ১৫ বছর আগে শেষবার বিজয় হাজারে খেলেছিলেন বিরাট। ২০২৭ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যে নিজেকে রাখতেই ফের খেলার সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যেই দিল্লির বিজয় হাজারে ট্রফির দলে রাখা হয়েছে বিরাটকে। যার প্রস্তুতি নিতে নেটে দীর্ঘসময় ব্যাট করতে দেখা গেল কিং কোহলিকে।

আইএসএল-আই লিগ ক্লাবের প্রস্তাব নাকচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : আইএসএল এবং আই লিগ ক্লাবের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায়।

বাকি সব অ্যাজেন্ডার থেকেও ফুটবল জগতের নজর ছিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ও আই লিগ নিয়ে এদিনের সাধারণ সভায় কী

তিন সদস্যের কমিটি গড়ল এআইএফএফ

আলোচনা হয় সেদিকে। শুক্রবারই চিরকালের জন্য লিগ আয়োজনের যাবতীয় দায়িত্ব এবং মালিকানা চেয়ে চিঠি দেয় আইএসএল ক্লাবজোট। যেখানে আগামী মরশুম থেকে ১০ কোটি টাকা ফেডারেশনকে দেওয়ার কথা বলা হয়। এদিন আবার আই লিগের তরফ থেকেও আসে একটি চিঠি। যেখানে বলা হয়, আগামী ১৫ বছরের জন্য ৫০ কোটি টাকা তারা দিতে রাজি। দুটো লিগ মিলিয়ে ১৮ দলকে নিয়ে যদি একটিই লিগ করা হয়। এদিন দুপুর দুটো থেকে ছিল এই বার্ষিক সাধারণ সভা। সেখানে মূলত ছিল বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া। এছাড়া বাকি কিছু বিষয় পাশ হয়ে যাওয়ার পর বিশেষ অ্যাজেন্ডা হিসাবে এবারের লিগের আলোচনা সভার সামনে তোলা হয়। যা বিশেষ ক্ষমতাবলে এআইএফএফ সভাপতিই পারেন একমাত্র তুলতে। ক্লাবজোটের চিঠির বিরোধিতা করে শুক্রবারই সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে চিঠি দেন কার্যনির্বাহী সমিতির দুই সদস্য অভিজিৎ পাল ও ভালেঙ্কা আলেমাও। এদিনের সভায় এর বিরোধিতা করেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ অনেক রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিই। এদিনের সভায় পুরুষ ও মহিলা চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিনিধিরাও। ক্লাবজোটের প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় মোহনবাগান প্রতিনিধির সঙ্গে রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিদের বিতণ্ডাও হয় বলে খবর। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত প্রশ্ন তোলেন, 'মাত্র ১০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। যেখানে ফেডারেশনের বেতনেই চলে যায় ৫ কোটি টাকা, সেখানে জাতীয় দলগুলি এবং অন্যান্য খরচ কীভাবে চলবে? চিরকালের জন্য ক্লাবগুলির লিগের মালিকানা দিয়ে দেওয়ার কথা বলা মানে কি ফেডারেশনকে অগ্রাহ্য করা নয়?' এরপরেই মিলিতভাবে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হলে সভায় তা পাশ হয়ে যায়। তিন সদস্যের কমিটিতে রাখা হয়েছে আইএফএ সচিব, জিএফএ সভাপতি ও কেএফএ সভাপতিকে। ফেডারেশনের এক সদস্য বলছিলেন, দেশের শীর্ষ লিগ করানো হবেই। তাতে যারা খেলাতে চায় তারা খেলবে।

এআইএফএফ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে কর্মকর্তারা।

এদিন থেকেই আলোচনায় বসে নতুন পরিকাঠামো ও লিগ আয়োজনের ব্যাপারে কাজ শুরু করে দিল এই কমিটি। এখন দেখার কমিটি আদৌ এই মরশুমে দেশের শীর্ষ লিগ আয়োজন করাতে সব পক্ষকে রাজি করাতে পারে কিনা। তাছাড়া অর্থ জোগাড়ের বড় প্রশ্ন অবশ্য থেকেই গেল।

পালটা লড়াই ওয়েস্ট ইন্ডিজের

মাউন্ট মাউনগানুই, ২০ ডিসেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে লড়াই জারি রেখেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

শনিবার প্রথম ইনিংসে বিনা উইকেটে ১১০ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দিনের শুরুতেই দুই ওপেনার জন ক্যাম্পবেল (৪৫) ও ব্র্যান্ডন কিং (৬৩) ফিরে যান। এই পরিস্থিতিতে দলের হাল ধরেন কাভেম হজ। তাঁর সৌজন্যে দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৩৮১ রান সংগ্রহ করেছে ক্যারিবিয়ানরা। হজ ২৫৪ বলে ১০৯ রান করে অপরাজিত রয়েছেন। এটি তাঁর কেরিয়ারের দ্বিতীয় শতরান।

প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড করেছিল ৫৭৫ রান। পেটের সমস্যায় দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটার শাই হোপ এখনও ব্যাট করতে নামেননি। তিনি আদৌ নামবেন কি না, স্পষ্ট নয়। এছাড়া হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে কেমার রোচ ব্যাট করতে পারবেন না।

আজ মাঠে ফিরছেন বিশ্বসেরা হরমনপ্রীতরা

ভাইজ্যাগ, ২০ ডিসেম্বর : মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে দেশের ক্রিকেটীয় আবেগকে উসকে দিয়েছিলেন হরমনপ্রীত কাউররা। সেই রেশ বজায় রেখে বিশ্বজয়ের দেড় মাস পর রবিবার মাঠে নামছে ভারতের মহিলা দল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ দিয়ে বিশ্বকাপ পরবর্তী অভিযান শুরু করতে চলেছেন রিচারা।

ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা
প্রথম টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** ভাইজ্যাগ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

নয়া চ্যালেঞ্জের প্রস্তুতিতে রিচা ঘোষ, শেফালি ভার্মারা। শনিবার।

বিশ্বকাপ জয়ের পরে দলের তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানার ব্যক্তিগত জীবন গোটা দেশের চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিল। পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা ছিল এই বাঁহাতি ওপেনারের। শেষপর্যন্ত বিয়েটা হয়নি। সেই মানসিক চাপ সামলে এখন অনেকটাই ফুরফুরে মেজাজে স্মৃতি।

রবিবার ভাইজ্যাগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে ভারত। চোটের জন্য বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের আগেই দল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন প্রতীকা রাওয়াল। এই সিরিজেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে উইকেটরক্ষক উমা ছেত্রী ও স্পিনার রাধা যাদবকেও দলে রাখা হয়নি। পরিবর্তে দলে এসেছেন স্পিনার বৈষ্ণবী শর্মা ও উইকেটরক্ষক গুনালান কমলিনী। যদিও উইকেটকিপার হিসেবে প্রথম একাদশে নিশ্চিত রিচা ঘোষ। উলটোদিকে লঙ্কান দলের মূল ভরসা ক্যাপ্টেন চামারি আতাপাত্তু। এছাড়াও নজর থাকবে বৈষ্ণী গুনারত্নে ও হর্ষিতা সমরাবিক্রমার দিকে।

এই টি২০ সিরিজকে আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। আপাতত ওডিআই বিশ্বকাপের চেনা ছন্দ ধরে রেখেই মাঠে নামতে চলেছে ভারতীয় দল।

সাফে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-৩ (ফাজিলা-২, সিক্কি দেবী)
এপিএফ ক্লাব-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : দেশের পুরুষদের ফুটবল যখন অন্ধকারে তখন বিদেশের মাটিতে আলো জ্বালাল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল।

রবিবার কাঠমাণ্ডুতে মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে হারিয়েছে নেপালের এপিএফ ক্লাবকে। ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে এই

ভারতীয় ফুটবলে নতুন ইতিহাস

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে নতুন ইতিহাস গড়েছে তারা। ফাইনালে লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল করেন আফ্রিকান গোলমেশিন ফাজিলা ইকওয়াপুট। অপর গোলটি সিক্কি দেবীর। ম্যাচের মাঝেই তিনি গুরুতর চোট পান। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সিক্কিকে বেশিরভাগ সময় সতীর্থদের কাঁধে চেপে সেলিব্রেশনে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় ইস্টবেঙ্গল। ২২ মিনিটে সরিতা দেবীর লম্বা পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে

সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জয়ের পর ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল। কাঠমাণ্ডুতে শনিবার।

ফাইনালে জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস ফাজিলা ইকওয়াপুটের।

দেন ফাজিলা। ৩৫ মিনিটে আশালতা দেবীর ক্রস থেকে হেডে গোল করে ব্যবধান বাড়ান সিক্কি। বক্সের মধ্যে আফ্রিকান মিডিও রেস্টি নানজিরি সহজ গোলের সুযোগ হাতছাড়া না করলে প্রথমার্ধে ৩-০ এগিয়ে থাকত ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সৌম্যা গুগুলথের পাস থেকে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন আফ্রিকান তারকা ফাজিলা।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের বাধা টপকাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে যেন অন্য মেজাজে দেখা গিয়েছে লাল-হলুদের মেয়েদের। ফাইনাল সহ পাঁচটি ম্যাচ খেলে ১৬টি গোল করেছেন অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। এর মধ্যে ফাজিলা একাই করেছেন ৯টি গোল। পাশাপাশি একটিও গোল হজম করেনি ইস্টবেঙ্গল। গোলদুর্গ অক্ষত রেখেই সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ ঘরে তুলেছে তারা।

সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের ফলে ইস্টবেঙ্গলের আন্তর্জাতিক ট্রফির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচটি। এরমধ্যে পুরুষ দলের ঝুলিতে রয়েছে চারটি ট্রফি। শেষবার ২০০৪ সালে নেপালে সান মিগুয়েল ইন্টারন্যাশনাল ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লাল-হলুদ। ২১ বছরের খরা কাটিয়ে সেই নেপালের মাটিতেই ফের আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়ের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ গিয়েছিলেন পশুপতিনাথ মন্দিরে পুজো দিতে। অ্যান্থনি বলেছেন, 'এক মরশুমে তিনটি ট্রফি জেতা সহজ নয়। আমরা দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছি। তবে তিনদিন পরে আইডব্লিউএল খেলতে নামব। রবিবার থেকে সব ভুলে সেদিকে মনঃসংযোগ করব।'

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন বিবেক কুমার।

বিবেকের শতরানে জয়ী জিটিএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটার ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার জিটিএসসি ৫৪ রানে হারিয়েছে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে জিটিএসসি ৪৫ ওভারে ৬ উইকেটে ২৮২ রান করে। ম্যাচের সেরা বিবেক কুমারের অবদান ১২৭ রান। আকাশ অগ্রহারি ৩০ ও সুজিত সাহানি ৪৮ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে সরোজিনী ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২২৮ রানে আটকে যায়। রাজেশ সাহানি অপরাজিত ৫১ ও আকাশ ৩৬ রান রেখে এসেছেন। হরতিন্দার সিং গিল ৩০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন রাম ঠাকুর (৪৩/২) ও শুভম গুপ্ত (৪৫/২)।

২৩ বছর আগের লজ্জা তাড়া করছে ইংল্যান্ডকে

অস্ট্রেলিয়া- ৩৭১ ও ৩৪৯
ইংল্যান্ড- ২৮৬ ও ২০৭/৬
(চতুর্থদিনের শেষে)

অ্যাডিলেড, ২০ ডিসেম্বর : অ্যাসেজ শুরুর আগে স্টিভেন স্মিথ-প্যাট কামিন্সের দলকে বুড়ো বলে খোঁচা দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তনীরা। সেই 'বুড়োদের দলের' দাপটেই শনিবার রাতে ২৩ বছর আগের দুঃস্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে ঘুমোতে যাবে থ্রি লায়ন্স। ২০০২-'০৩ মরশুমে অ্যাসেজ খোয়ানোর দ্রুততম রেকর্ড গড়েছিলেন নাসের হুসেন-মাইকেল ভনরা। ১১ দিনে অ্যাসেজ খুইয়ে তাঁরা লজ্জার নজির গড়েন। পারথে দুইদিন, ব্রিসবেনে চারদিনে প্রথম দুই টেস্ট হারের পর অ্যাডিলেডেও পরাজয়ের দোরগোড়ায় ইংল্যান্ড। ৪৩৫ রানের টার্গেট নিয়ে নামার পর তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের শেষে বেন স্টোকসরা দাঁড়িয়ে ২০৭/৬ স্কোরে। অ্যাসেজ জয়ের জন্য প্যাট কামিন্স, নাথান লায়োনদের প্রয়োজন আর ৪ উইকেট।

গতকালের ২৭১/৪ থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া শনিবার দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট হয় ৩৪৯ রানে। ৩১১ রানের মাথায় ট্রাভিস হেডকে (১৭০) ফেরান জোশ টাঙ্গ (৭০/৪)। কিছুক্ষণ পর স্টোকস তুলে নেন অ্যালেক্স ক্যারিকে (৭২)। এরপর আর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি অজি ইনিংস।

কিন্তু ৪৩৫ রান তাড়ার জন্য যে সূচনাটা প্রয়োজন ছিল তা পায়নি ইংল্যান্ড। দলীয় ৩১ রানের মধ্যেই বেন ডাকেট (৪) ও ওলি পোপকে (১৭) ফিরিয়ে দেন কামিন্স। এরপর জো রুটকে (৩৯) নিয়ে পালটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন জ্যাক ক্রলি (৮৫)। রুটকে তুলে নিয়ে ইংরেজদের আরও ব্যাকফুটে ঠেলে দেন কামিন্স। টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে এটি ছিল তাঁর ১৫১তম শিকার। অধিনায়কদের মধ্যে টেস্টে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহের তালিকায় কামিন্স উঠে এসেছেন দুই নম্বরে। সামনে শুধু পাকিস্তানের ইমরান খান (১৮৭টি)। শেষ সেশনে ১০ বলের ব্যবধানে দুই সেট ব্যাটার স্টোকস (৩০) ও ক্রলিকে ফিরিয়ে ইংল্যান্ডের অ্যাসেজ বাঁচানোর আশায় প্রায় জল ঢেলে দিয়েছেন লায়োন (৬৪/৩)। ক্রিজে রয়েছেন উইল জ্যাকস (১১) ও জেমি স্মিথ (২)। পঞ্চমদিনে ৪ উইকেট হাতে নিয়ে ইংল্যান্ডকে তুলতে হবে ২২৮ রান।

ভাঙছে ইংল্যান্ড। উচ্ছ্বসিত অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

দ্বিতীয় জয় নর্থবেঙ্গলের

টানা দ্বিতীয় জয় পেল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি। শনিবার বোলপুর স্টেডিয়ামে অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ২-০ গোলে জিতেছে বর্ধমান ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে। ২৬ মিনিটে সঞ্জু সাঁতরার গোলে নর্থবেঙ্গল এগিয়ে যায়। এরপর দুই দলই বেশ কিছু সুযোগ পেলেও গোলমুখ খুলতে পারেনি। ৬১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ডেভিড। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জু। শনিবার জিতে পয়েন্ট টেবিলে চার নম্বরে উঠে এসেছে নর্থবেঙ্গল। ২ ম্যাচ খেলে তাদের সংগ্রহে ৬ পয়েন্ট। রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি মুখোমুখি হবে এফসি মেদিনীপুরের।

বোলপুর, ২০ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে (বিএসএল)

জয়ী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : সম্বলপুরে আয়োজিত পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনে শনিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা দল হারিয়েছে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিকে। প্রথম সিঙ্গলসে অরিত্রি সাহা ২১-১৩, ২১-১০ পয়েন্টে জিতেছেন অনুপ্রিয়া কুমারীর বিরুদ্ধে। পরে ডাবলসে আরাত্রিকা দে-কে নিয়ে অরিত্রি ২১-৯, ২১-১২ পয়েন্টে অনামিকা চৌহান-স্নিগ্ধা সিংকে হারিয়ে দেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দলে বাকি দুই সদস্য যোগিতা থাপা ও অনুষ্কা তামাং। কোচের দায়িত্বে রাহুল দে। ম্যানেজার চিন্ময় মিত্র। রবিবার তাদের কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলা পড়েছে।

২৭ জানুয়ারি মহিলা ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক ক্রীড়া ২৭ জানুয়ারি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সচিব মিনতি সেন জানিয়েছেন, আগ্রহী স্কুল, ক্লাব, কোচিং ক্যাম্পগুলিকে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে নাম লেখাতে হবে। প্রতিযোগিতায় ইভেন্ট হিসেবে রাখা হয়েছে ৬০, ১০০, ২০০, ৩০০, ৬০০, ৮০০, ১৫০০, ২০০০, ৩০০০ ও ৫০০০ মিটার দৌড়, শট পাট, হাই জাম্প, ডিসকাস থ্রো, জ্যাভলিন থ্রো এবং রিলে রেস।

ট্রফি নিয়ে ভারতী হিন্দি হাইস্কুল (উপরে) ও অমিয় পাল চৌধুরী বিদ্যালয়।

চ্যাম্পিয়ন ভারতী, অমিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি মেয়র কাপ আন্তঃ বিদ্যালয় কাবাডিতে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অমিয় পাল চৌধুরী স্মৃতি বিদ্যালয়। ফাইনালে তারা ৫১-২৪ পয়েন্টে জিতেছে শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার সেরা অনিমেষ বর্মন। ম্যাচের সেরা ঋক বিশ্বাস। মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ভারতী হিন্দি হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ৩৩-১৯ পয়েন্টে শ্রীগুরুকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা ভারতী স্কুলের অঞ্চল কুমারী। উইমেন অফ দ্য ম্যাচ মেঘা রায়। পুরস্কার তুলে দেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ মানিক দে প্রমুখ।

উত্তরের খেলা

চিত্তরঞ্জনে শুরু নৈশ ফুটবল

বাগডোগরা, ২০ ডিসেম্বর : চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে শনিবার প্রশান্ত দাস, রিঙ্কু দাস, গীতারানি ঘোষ ও লীলাধর গোয়েল ট্রফি নৈশ ফুটবল শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে ভৌমিক ওয়ারিয়র ২-০ গোলে ইউনাইটেড কার্সিয়াং ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা সুজিত সিংহ ছাড়াও হেমরাজ ভুজেল গোল করেন। পরে গাজোলের আদিবাসী ফুটবল ক্লাব ১-০ গোলে জিতেছে কলকাতার মিলন সমিতির বিরুদ্ধে। ব্রিটেন মার্ডি গোল করেন। ম্যাচের সেরা হন মিলনের অলয়। ম্যাচের মাঝে হাতাহাতি করার অভিযোগে আদিবাসী ক্লাবের আকাশ দাস ও মিলনের মহম্মদ আসিফকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। বাগডোগরা তৃণমূল কংগ্রেস ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় রবিবার খেলবে ইসলামপুরের প্রশিক্ষা-স্টেট আর্ম পুলিশের টুয়েলভ ব্যাটেলিয়ন ও বালুরঘাটের টাউন ক্লাব-কলকাতার সিডি মোবাইল। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্কুয়াল, যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি জয়ব্রত মুকুটি প্রমুখ।

শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ারের রোড রেসে সফল খেলোয়াড়রা।

রোড রেসের পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ার অগর্নাইজেশনের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আয়োজিত রোড রেসে সফল খেলোয়াড়দের হাতে শনিবার পুরস্কার তুলে দেওয়া হল। পুরস্কার তুলে দেন ওয়েলফেয়ার অগর্নাইজেশনের সভাপতি দিলীপ ঘোষ রায়, সহ সভাপতি জয় সরকার, সদস্য ভূষণ অধিকারী প্রমুখ। এদিন ওয়েলফেয়ার অগর্নাইজেশন আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৪১ জন রক্ত দেন। সংগৃহীত রক্ত তেরাই ব্লাড ব্যাংককে তুলে দেওয়া হবে বলে আয়োজকদের তরফে বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন।

জিতল এনআরআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার এনআরআই ১৬৭ রানে হারিয়েছে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবকে। এনআরআই প্রথমে ৪০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৪৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুজন ছেত্রী ৭৬ রান করেন। রাজদীপ বাড়ইয়ের অবদান ৫৭ রান। শ্রীজীব মিশ্র ৩৪ এবং গগন প্রধান ৩৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে বিধান ২৭.৩ ওভারে ৮২ রানে গুটিয়ে যায়। রোহিত চন্দ্র রেখে আসেন ৩৮ রান। প্রণব চন্দ্রর শিকার ২৩ রানে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আমন মণ্ডলও (৬/৩)।

ম্যাচের সেরা সুজন ছেত্রী।